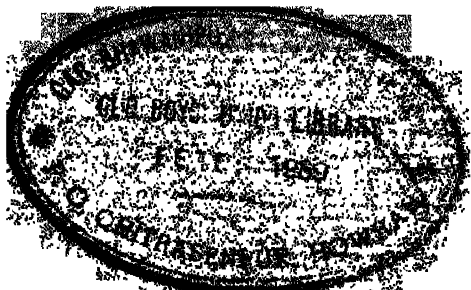
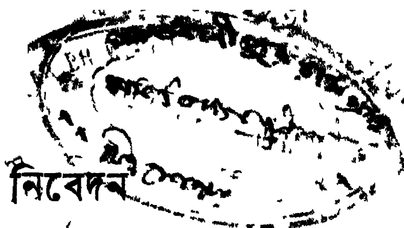




নিবেদন

আজ এই নিবেদন ভাষায় প্রকাশ করিবার সময় একজন মনীষীর কথা মনে জাগিয়া উঠিতেছে। তিনি আমাদের আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পর্কে আমার দাদা মহাশয় ছিলেন। তাঁহাব সাহচর্য্যে আমার বাল্য ও কৈশোরের মধুর দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার স্নেহময় বক্ষে মাথা রাখিয়া কত শিক্ষা, কত উপদেশ পাইয়াছি, তাহাব সীমা নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদে শয়ন করিয়া তিনি নির্নিমেষ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের পরিচয়—তাহাদের কথা গল্পচ্ছলে আমাকেবলিয়া যাইতেন। সেই সঙ্গে দেশ বিদেশের ইতিহাসকাহিনী গল্প কবিয়া বুঝাইতেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতাম। আমার কিশোর বক্ষে তাঁহার কথাগুলি মায়াজাল রচনা করিয়া চলিত। শ্রুত গল্পগুলি পর দিবস লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে হইত। এক এক সময় আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইয়া তিনি আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মস্তকে চুম্বন করিতেন—আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইহাই ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনেব অবসর যাপন।

আজ তিনি নাই, কোন্ অচেনা রহস্যপুরে চলিয়া গিয়াছেন, জানি না! 'হাস্য-সুন্দর স্বভাব-সুন্দর,' রামেন্দ্রসুন্দর চির-সুন্দরের সামীপ্যলাভে হয়ত দিব্যানন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে আমার এই যৎসামান্য রচনার প্রকাশ দেখিয়া আমাকে সানন্দে আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি। সেই চিরহাস্যপুরবাসী পূজনীয় ত্রিবেদী তাপসের স্মৃতির উদ্দেশে আজ আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি।

বৎসর দুই পূর্ব্বে মাসিক বসুমতীতে "স্পর্শের প্রভাব" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। হয়ত দীর্ঘকাল মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাতেই উহা আত্মগোপন করিয়া থাকিত। কিন্তু এই উপন্যাসটি 'পতিব্রতা' নামে নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া 'রঙমহলে' অভিনীত হইবার পরই কয়েকটি সংবাদ পত্র প্রশ্ন করিয়াছেন যে, এতদিন কেন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় নাই? অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুবর্গ এবং মাসিক বসুমতীর যুগলস্তম্ভ, প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বসু ও সরোজনাথ ঘোষও আমাকে বহুপূর্ব্বেই 'স্পর্শের প্রভাব' পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। আমার প্রিয় বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ও আমার অজ্ঞাতসারে মাসিকের পৃষ্ঠা হইতেই একেবারে প্রুফ ছাপাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

আমার সোদরোপম বন্ধুবর কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী স্বয়ং সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক। একদিন সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি আর্টের মধ্যে শুচিতা পছন্দ করি"। আমারও প্রচণ্ড বিশ্বাস যে সংযমের মধ্যেই আর্টের মুক্তি। তাই এই বইখানিকে প্রিয় সুহৃদের করকমলে শ্রদ্ধার সহিত তুলিয়া দিলাম।

আমার বন্ধুবর্গ আমাকে লাজুক বলিয়া অভিহিত করেন। হয়ত, সেই কারণেই বইখানি এতদিন মুদ্রিত হয় নাই। যাহা হউক, এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া কোনও পাঠক পাঠিকা—আমার দেশের মা, ভাই বোনেরা একটুকুও আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক।

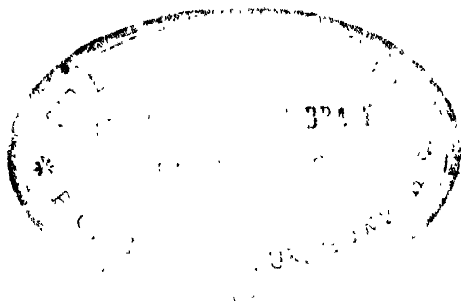
লালগোলা রাজবাটী, বিনীত

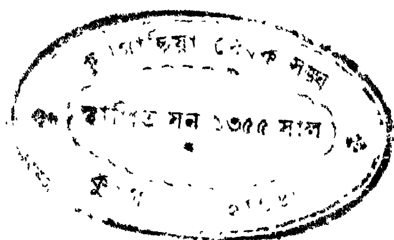
২৩ শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বন্ধুবর—

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম, এ,

করকমলেষু—







স্পর্শের প্রভাব

১

কমনীয় নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত স্বরলহরী নৃত্যচ্ছন্দে বায়ু-তরঙ্গে ঝঙ্কৃত হইল, "ছি সুধা, অমন ক'রে দৌড়িও না। দেখ দেখি, বাবা কত পেছিয়ে পড়েছেন।"

সুধাংশু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিল, "কেমন ছুটে এসেছি! জান দিদি, একশ' গজ দৌড়ে এবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি?"

দ্রুত ধাবনের পরিশ্রমে সুদর্শন কিশোরের যুগল কপোল-পদ্ম প্রস্ফুটিত, স্বেদবিন্দু মুক্তাপাঁতির মত ললাটে শোভিত, ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রভাবে তাহার ক্ষুদ্র কমনীয় তনুখানি কম্পিত। আজ তাহার পিতা তাহার দিদি ও তাহাকে লইয়া শিবপুরের কোম্পানীর বাগান দেখিতে আসিয়াছেন—এমন আনন্দের দিনে সে কি নিরানন্দ থাকিতে পারে?

স্পর্শের প্রভাব

সুধাংশু হঠাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নযুগল দিদির মুখমণ্ডলের উপর স্থাপিত করিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও দিদি, দেখ, দেখ, কি প্রকাণ্ড গাছ। উঃ, কত বড় বড় ডাল—কি ঝুরিই নেমেছে! ইস্!"

তাহার দিদি তাহাকে ছুটিতে নিষেধ করিলেও স্বয়ং গতির বেগ বিশেষ পরিমাণেই বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল—ভ্রাতার অনুসরণ করিয়া সেও বন-কুরঙ্গীর মত স্বচ্ছন্দ লীলায়িত গতিতে মুক্ত আকাশতলে উদ্যান পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল—আজ যেন তাহার সুন্দর মধুর শৈশব ফিরিয়া আসিয়াছিল! অনন্ত, অপরিমেয়, সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোক, হু হু বায়ুর স্বনন—কি সুন্দর মুক্ত প্রকৃতির অনন্ত, অফুরন্ত, শোভা! অদূরে ভাগীরথীর অনন্ত অবিশ্রান্ত কুল-কুল প্রবাহ, ক্ষণেক পূর্ব্বে সে ষ্টিমারে বসিয়া সেই অনন্ত-ধারার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কতই না তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! আনন্দ আজ চারিদিকে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। জলে, স্থলে, বাতাসে সে আনন্দের যেন সীমা নাই—উর্দ্ধে, নিম্নে, আশে-পাশে আনন্দের অবিশ্রান্ত ধারা বহিয়া চলিয়াছে। আজ যেন সমগ্র বিশ্ব সেই আনন্দধারায় স্নাত, প্লাবিত হইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল!

অকস্মাৎ শান্ত সুন্দর প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করিয়া, নারীর ভয়ার্ত্ত চীৎকার বায়ুমণ্ডল মথিত করিয়া সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিল। নিমেষে কোথা হইতে প্রকাণ্ড বাঘের মত একটা কুকুর ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখের পদদ্বয় একবারে দ্রুতগামিনী

তরুণীর বক্ষ'পরি রক্ষা করিয়া ভয়াল, আরক্ত, ক্রূর দৃষ্টিপাত করিল। তাহার ভীষণ গর্জ্জনে বনভূমি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার তীক্ষ্ণ নখাগ্র-সংস্পর্শে তরুণীর বহুমূল্য সূক্ষ্ম ওড়নার প্রান্তদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বালক সুধাংশুও ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"প্রতাপ !"—

গুরু গভীর কণ্ঠে যেন ভৎর্সনার স্বর তীব্র হইয়া উঠিল। কুকুর উৎকর্ণ হইয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তোলিত পদদ্বয় স্বতঃ তরুণীর দেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভূমিসংলগ্ন হইল।

আগন্তুক দ্রুতপাদবিক্ষেপে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অশান্ত পশুকে শান্ত করিতে লাগিল। কুকুর নবাগতের পাদমূলে মাথাটি লুটাইয়া আনন্দে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে লাগিল, তাহার প্রভুও স্নেহবশে তাহার মস্তকের উপর ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া মৃদু গুঞ্জনে তাহাকে আদর করিতে লাগিল।

আকস্মিক বিপৎপাত হইতে মুক্ত ভ্রাতা ও ভগিনী বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। আপনাদের অবস্থার কথা তখন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। যুবক সহসা সম্মুখে দৃষ্টি উন্নীত করিতেই তাহার মুগ্ধ অপলক নেত্র অপরিচিত তরুণীর নবকিশলয়-প্রফুল্ল লাবণ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। রূপবহ্নিতে আকৃষ্ট হয় না, এমন পতঙ্গ কোথায় আছে ?

মুহূর্ত্তেই কিন্তু যুবক আত্মসংবরণ করিয়া উদ্বেগ ও আতঙ্ক-জড়িত স্বরে বলিল, "এ কি, রক্ত ? রক্ত কেন ? দেখি !"

আগন্তুক যুবক ত্বরিতগতিতে আসিয়া অসঙ্কোচে তরুণীর কোমল করপল্লব পরীক্ষা করিতে লাগিল।

"ইস্! হাতে কি হতভাগাটা নখের আঁচড় দিয়েছে? অনুগ্রহ ক'রে আসুন,কাছেই কল রয়েছে,জল দিয়ে ধুয়ে দিই।—রাস্কেল !"

বালক সুধাংশু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হস্ত রক্তাক্ত দেখিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তরুণীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার আকস্মিক বিপদ, ভয়, আতঙ্ক,—ভ্রাতার ক্রন্দন, ক্রুদ্ধ পশুর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ঘৃণিত আরক্ত লোচন—এ সবই যেন ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাবলীর মত কোন্ অতীতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত অনুভূতি দৃষ্টিমধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া দীর্ঘোন্নত শালতরুনিভ এই অপরিচিত যুবকের প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য ন্যস্ত হইল। বিস্ময় ও লজ্জার সংমিশ্রণে তরুণীর দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার নয়নে তখন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল। কুকুরের নখরাঘাতের বেদনা তখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। আর—আর—তাহার আশা-আনন্দ-মুকুলিত নবীন জীবনে এ কি অনমুভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব শিহরণ! অপরিচিত তরুণ আগন্তুকের স্পর্শে—এ কি বিচিত্র মোহ! তরুণী লজ্জা-সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া দৃষ্টি নত করিল, সঙ্গে সঙ্গে কোমল করপল্লব আগন্তুকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

"এ কি অন্যায় মশাই—আপনি কুকুর সামলাতেই যদি না পারেন, তা হ'লে কুকুর পোষেন কেন, তাকে না বেঁধে বাইরেই বা আনেন কেন?"—প্রৌঢ় রাজেশ্বর বাবু তখনও অনভ্যস্ত দ্রুত-ধাবন-জনিত পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিলেন! কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি উৎকণ্ঠাভরে বলিলেন, "দেখি মা জ্যোৎস্না, হাতখানা। ইস্! রক্ত যে ঝ'রে পড়ছে!—আপনাকে কি বল্‌তে ইচ্ছে করে বলুন দেখি!"

যাহার উদ্দেশে এই অনুযোগ, সে তখনও যেন তন্ময় হইয়া তরুণীর লজ্জানত অনিন্দ্যসুন্দর আননের দিকে নির্লজ্জের মত নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল। অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু! ছিঃ ছিঃ, সে কি পরস্ত্রীর প্রতি এতক্ষণ নির্লজ্জের মত লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল?

"আয় মা জ্যোৎস্না—ওখানটায় একটু বরফ দিই গে! সুধা দৌড়ে যা, ঐ যে ঐ গাছতলাটায় বরফ-লেমনেডের দোকান—যা, যা। আপনাকে আর কি বল্‌বো—"

হঠাৎ রাজেশ্বর বাবুর বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। পুঞ্জীভূত বিস্ময়, ক্রোধ ও ঘৃণা তাঁহার ললাটে রেখাপাত করিল। তিনি একদৃষ্টে অপরিচিত আগন্তুকের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আগন্তুক অপরিচিত যুবকও তাঁহার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন স্থাপন করিল।

মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "চল, আমরা ঐ দিকেই যাই, সুধা এতক্ষণ বরফ কিনেছে বোধ

হয়।" অপরিচিতের সহিত কোনওরূপ সম্ভাষণ না করিয়াই তিনি দ্রুতগতি অন্যদিকে অগ্রসর হইলেন। আগন্তুক তরুণীর দিকে এক পদ অগ্রসর হইল—তাহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল, "হাতের আঁচড়টা",—অমনই সে আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিকে সংযত করিয়া লইল। ছিঃ ছিঃ, এই তাহার শিক্ষা? এই তাহার বংশের প্রভাব?

তরুণীও বিস্মিত হইল। তাহার পিতা মৃষ্টভাষী সদালাপী পুরুষ,—তাঁহার বিনয় ও সৌজন্য সর্ব্বজনবিদিত। তবে? আজ তিনি এই অপরিচিতের প্রতি এমন ব্যবহার করিলেন কেন? তাহারা ভ্রাতাভগিনী ছুটিতেছিল বলিয়া কুক্কুর তাহাদের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল। সে মূল্যবান্ ওড়নাখানি বাঁচাইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল বলিয়া কুক্কুরের নখরাঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার জন্য কুক্কুরের প্রভু দায়ী হইবেন কেন? তিনি ত সেই মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্রতুল্য বলবান্ অশান্ত কুক্কুরকে শান্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র দংষ্ট্রা-করাল-ভীষণ কুক্কুর একবারে শান্ত, সংযত হইয়াছিল, তাঁহার স্পর্শমাত্র একবারে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সময়ে উপস্থিত না হইলে তাহাদের আজ কি বিপদই না সংঘটিত হইত! তুচ্ছ দুই একটা নখররেখাপাত—ইহার জন্য এত ক্রোধ, এত ঘৃণা! ভদ্রলোক কতই না অপদস্থ, অপমানিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন!

তরুণী চলিতে চলিতে সহসা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইল—তাহার দৃষ্টি স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্তমাত্র—তাহাব পবেই সে দ্রুতগমনে পিতার অনুসরণ কবিল। কিন্তু তাহাব সেই স্নিগ্ধ শান্ত আয়ত নয়নের দৃষ্টি অপরিচিত আগন্তুককে বিচলিত, অভিভূত করিয়াছিল।

যুবক তাহাদের চলন্ত মূর্ত্তির দিকে নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া রহিল।

সহসা তাহার হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর আনন কঠোর গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, বিশাল ললাট চিন্তা-রেখাঙ্কিত হইল। দূর হইতে প্রীতিভোজনের উদ্যোগে ব্যাপৃত যুনানী বালক-বালিকার চিন্তা-লেশহীন উদাব হাস্যধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। সমগ্র উদ্যান ব্যাপিয়া হর্ষ-কোলাহলের প্রবাহ বায়ুতরঙ্গে ভর করিয়া আকাশে উত্থিত হইতেছিল। আনন্দ—জীবনস্পন্দন—গতি—নিত্যনূতন। কিন্তু—কিন্তু—তাহার এই ব্যর্থ জীবনে এ সকলের কি আকর্ষণ আছে?

ক্ষণপরেই যুবকের ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যরেখায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, অপ্রসন্নতার ভাব যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইল। তাহার সঙ্কেতমাত্র শিক্ষিত কুক্কুর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবক শিস্ দিতে দিতে দীর্ঘ চরণবিন্যাস করিয়া উদ্যানের অপর প্রান্তের অভিমুখে চলিয়া গেল।

২

লুপ্তশ্রী, শোভাহীন, কর্ম্মস্পন্দনহীন, বিস্তৃতায়তন বিশাল উদ্যান। মধ্যস্থলে প্রাসাদোপম বিরাট সৌধ, আশে পাশে একাধিক বিস্তৃত জলাশয়। আছে সবই, কিন্তু তাহাদের উপর যেন কাহার মঙ্গল হস্তস্পর্শের অভাব! ফুলফল, শাকসব্জী, আছে সবই, কিন্তু তথাপি কিছুই যেন নাই। যেন দেহ আছে, প্রাণ নাই, ছায়া আছে, কায়া নাই। এই উদ্যান যেন হাস্যকোলাহলে মুখরিত হইতে জানে না—যেন রিক্ততার করাল ছায়া ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যেন নিবিড় নীরবতা এই বনভূমিতে শ্মশান জাগাইয়া রাখিয়াছে।

সোনা মালী বাগানের রক্ষক, মালিক, সবই। সনাতন পালরা বংশানুক্রমে মালঞ্চের জমীদার বাবুদের এই বাগানবাড়ীর রক্ষকতা করিয়া আসিতেছে। বাবুরা তাহাদের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। কর্ত্তাদের আমলে এই উদ্যানবাটিকার সৌষ্ঠব ও গৌরব দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করিত।

সোনা আজ বড় বিপদে পড়িয়াছে। জমীদার বাবুর নামে সে এক মামলার 'লুটিশ' পাইয়াছে, অথচ আজ ছয় মাসেরও অধিককাল জমীদারের সহিত তাহার দেখা নাই! এ যেন—'যার বিয়ে তার মনে নাই—পাড়া-পড়্‌শীর ঘুম নাই।' এ সঙ্কটে সে নিরক্ষর চাষী কি করিবে? নায়েব মহাশয় মফঃস্বলে গিয়াছেন, ম্যানেজার বাবুও আলিপুরে এক মোকদ্দমার তদ্বির করিতে ব্যস্ত, এখানে আর কেহ নাই। বাবুকে কলিকাতার বাসায় পত্রের পর পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

বাগানের চারিদিক আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। প্রভুভক্ত মালী জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার সময় দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছিল, কি উপায়ে সে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে? হস্তধৃত ছিলিমে টানের উপর টান দিয়াও সে মগজ ঠিক করিতে পারিতেছিল না। উদ্বিগ্নচিত্তে সে দেবতাদের চরণোদ্দেশে মানত করিতেছিল। দোহাই মা কালী! তাহার সর্ব্বগুণোপেত বাবুর মতিগতি ফিরাইয়া দাও!

হঠাৎ অপরিচিত বালকের কোমল কমনীয় কণ্ঠের হর্ষধ্বনির তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুনিয়া সনাতন চমকিত হইয়া উঠিল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? তাহার আরাধ্য প্রিয় দাদাবাবুর মধুর বাল্যের হাস্যকলোচ্ছ্বাস কি অতীতের যবনিকা অপসৃত করিয়া আজ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে? দীর্ঘকাল পরে উদ্যানশ্রী কি আবার ফিরিয়া আসিল? সনাতন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইল।

কে এই দেবকুমারের মত অনিন্দ্যসুন্দর বালক নৃত্যচপল-

চরণে দীঘির দিকে ছুটিয়া আসিতেছে? সনাতন দেখিল, তাহার তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ কি সুন্দর! তাহার পশ্চাতে তাহারই মত হাসির লহর তুলিয়া মন্থরগমনে অগ্রসর হইতেছে কে এই ভুবন-সুন্দরী কিশোরী? কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ইহাদের মুখশ্রীতে! ইহারা কি ভ্রাতাভগিনী? পল্লীর নিভৃত বনভবনে ইহাদের অতর্কিত সমাগম কেন হইল, বৃদ্ধ সনাতন কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

জনমানবশূন্য, বনাকীর্ণ দীঘির পাড়ে বৃদ্ধকে দেখিয়া বালক থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ সে ভাবিতেছিল, অন্যের অগোচরে ভাঙ্গা বেড়া দিয়া তাহারা পরের বাগানে প্রবেশ করিয়াছে, হয় ত সেজন্য এই বাগানের মানুষ তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিবে, এজন্য তাহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। ভয়চকিত-নয়নে সে পশ্চাতে তাহাব দিদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন তাহার পক্ষপুটে আত্মগোপন করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণ তাহাব দিদি দীঘির তটপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। সনাতনকে দেখিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ম্লানমুখে সে বলিল, "পোড়ো বাগান দেখে দু'জনে ভিতরটা দেখ্‌তে এসেছিলুম। গাঁয়ে আমরা নতুন এসেছি কি না, তাই জান্‌তুম না যে, বাগানে লোক আছে। আয় সুধা, বাড়ী যাই।"

সুধার হস্তধারণ করিয়া জ্যোৎস্না প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইল। সোনা বাধা দিয়া হাসিমুখে বলিল, "সে কি মা লক্ষ্মি, বাগান দেখতে এসেছ, দেখে যাও। বাবুদের ত মানা নেই

চল, আমি তোমাদের বাগান দেখিয়ে আসি গিয়ে। আর কি সে ছিরিছাঁদ আছে, মা? তোমাদের ত এ গ্রামে কখন দেখিনি। তোমরা কোন্ বাড়ীতে থাক?"

সোনাব শিষ্ট আচরণে, মিষ্ট কথায় বালকের ভয় ভাঙিল, জ্যোৎস্নাও আশ্বস্ত হইল। চাঁদমুখের জয় সর্ব্বত্র। সোনা ভাবিতেছিল, এমন রূপ সে কখনও দেখে নাই। ঠিক যেন দুর্গা-প্রতিমা। জ্যোৎস্না ভাবিতেছিল,—কি ফাঁড়াই কেটে গেল। দুষ্ট সুধার কথায় মাতিয়া পরের বাগানে—তা ভাঙ্গাই হউক, আর নাই হউক—ফুল চুরি করিতে আসিয়া তাহাদের কি অন্যায়ই হইয়াছিল। বক্ষা, লোকটি ভাল।

সে সনাতনের প্রদর্শিত পথে চলিতে চলিতে কথার উত্তরে বলিল, "ঐ যে রাস্তার ওপারে ঐ ঝাউগাছওয়ালা বাড়ী, ঐটে আমাদের। আমরা অনেক দিন পশ্চিমে ছিলুম কি না, তাই ওটাও পোড়ো বাড়ী হয়েছিল। এত দিন পরে বাবা আমাদের নিয়ে দেশে বাস করতে এসেছেন। তাঁর পেন্সন হয়েছে কিনা, তাই আর হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়াবার দরকারও নেই। দেশে ফিরে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া ক'রেছিলুম আমরা। বাবা সেখান থেকে জঙ্গল সাফ করিয়ে বাড়ী মেরামত করিয়ে এইবার আমাদের এনেছেন।—বাঃ, কত বড় পুকুর।"

সুধাও উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদি, ওপারে দেখ না, কত রাঙ্গা রাঙ্গা ফুল ফুটে রয়েছে। কি চমৎকার।"

নিঃসন্তান বৃদ্ধ সনাতনের হৃদয় যেন আনন্দে দোলা দিয়া

উঠিল। সে সুধার বাল-সুলভ আগ্রহ ও আনন্দের অভিব্যক্তিতে পরম প্রীতিলাভ করিল, বলিল, "ফুল নেবে, খোকাবাবু? ওখানে কত ফুল—জবার জঙ্গলই হ'য়ে গেছে। ঐ দেখ, লাল, নীল, হলদে—কত ফুল ফুটে রয়েছে। দাঁড়াও, আনিয়ে দিচ্ছি। ওরে খাতের আলি, হ্যানে আয়, হ্যানে আয়,দৌড় দে,দৌড় দে।"

জ্যোৎস্না বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ক্ষণপরে বলিল, "এত বড় বাগান, তা এমন বিশ্রী হয়ে রয়েছে কেন? চারিদিকেই কাঁটাবন আর জঙ্গল, এত বড় বড় পুকুর পানায় বোঝাই—"

সোনা বিষাদাভিমানজড়িত স্বরে বলিল, "হবে না, মা? যার ধন, সে যদি না দেখে, তা হ'লে কার সাধ্যি তাকে রক্ষে করতে পারে?"

জ্যোৎস্না বলিল, "কেন, তুমি? তুমি দেখ না কেন? বাবুদের তুমি কে হও?"

সোনা বলিল, "আমি? আমি তাঁদের চাকর। তা মা, মালিক না দেখ্‌লে চাকরে কি দেখ্‌বে বল দিকি? শুধু কি বাগান? বাবু যে আমাদের এ তল্লাটের রাজা। এই গাঁয়েই—পাশের গাঁয়েই তাঁদের ভিটে-বাড়ী দেখ যদি, মা! তা ছাড়া, কত জমী, কত খামার। আর জমীদারীর ত কূল-কিনেরা নেই। এই দেখ না, মা, এই মামলাটা বেধেছে, তা কেই বা দেখে, কেই বা শোনে। যা করে চাকর-বাকরে।"

জ্যোৎস্নার কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার বাবুরা কি গাঁয়ে থাকেন না।"

সোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হলে আর ভাবনা কি, মা। কর্ত্তাবাবু মারা গেলেন—সে আজ ছ'সাত বছরের কথা। গেল তিন বছর গিন্নীমাও দেহ রাখলেন। বস্! খোকাবাবু সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এক রকম বিবাগী হয়েই বেরুলেন।"

জ্যোৎস্নার মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "খোকা বাবু? তা, খোকাবয়সে বিবাগী হলেন কেন? গেরুয়া রুদ্রাক্ষ নিয়েছেন নাকি?"

সুধাও তাহার হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "আর চিমটে? না দিদি, হরিদ্বারের মেলায় সেবার কত সন্ন্যাসী এসেছিল? উঃ কত বড় বড় জটা—"

সোনা বলিল, "তামাসা না, মা, সত্যিই খোকাবাবু! তার বয়েস আর কত? এই কোলে পিঠে কত চড়েছে আমার বাবু—"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়ন ছল-ছল করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বলিল, "থাক্, ও কথা। আচ্ছা, দীঘির ওপারে ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মন্দিরের ভাঙ্গা চুড়ো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি মন্দির?"

সোনা বলিল, "ওটা? ওটা মা, রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। কর্ত্তাবাবুর আমলে ওরই নাটমন্দিরে সদাব্রত হত, অতিথি-ভিখিরী ত এখান থেকে ফিরে যেতো না।"

সুধা দিদির হাত ধরিয়া বলিল, "চল না দিদি, ঐটে দেখে আসি।"

জ্যোৎস্না দেখিল, বৃদ্ধ অনেকখানি পথ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আয়, এই শাণের উপর খানিক বসি। এটা বুঝি উত্তরের ঘাট?"

সোনা কৃতজ্ঞ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ মা, আর ওপাশে পশ্চিমের ঘাট, ওদিক্‌টায় না গেলেই ভাল। ঝোপ-জঙ্গলে ভ'রে গেছে, পোকা-মাকড়েরও ভয়ও যে নেই, তা নয়।"

সকলে ঘাটের শাণের উপর আসন গ্রহণ করিল। সুধা বলিল, "পোকা-মাকড়? ওঃ, তবে ত বড্ড ভয়!"

জ্যোৎস্না ধমক দিয়া বলিল, "তুই থাম্, সব কথায় কথা কস্‌নি বল্‌ছি। আচ্ছা, তোমার খোকা বাবু সে সব তুলে দিলেন কেন?"

সোনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব, মা?"

জ্যোৎস্না বলিল, "এই সদাব্রত। ঠাকুরের সেবাও বুঝি আর হয় না?"

সোনা বলিল, "না মা, ঠাকুরের নিত্য-সেবার বন্দোবস্ত আছে। এই জন্যে মন্দিরটে কোন রকমে ঠেকো ঠুকো দিয়ে রেখে দিইছি, পূজুরী রোজ সকাল-সন্ধ্যে পুজো দেয়, ভোগ আরতি দেয়। তবে সদাব্রত আর হয় না। বাবু কলকাতায় থাকে, দেশ-ঘর মাড়ায় না।"

এই সময় খাতের আলি এক রাশি ফুল আনিয়া ফেলিল।

লাল, নীল, শ্বেত, পীত—কত বিভিন্ন বর্ণের সুগন্ধি ও গন্ধহীন ফুল। সুধা আনন্দে করতালি দিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। সনাতনের হুকুমে সুমিষ্ট সুপেয় ডাব আসিল। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভ্রাতা-ভগিনী ডাবের জল পান করিল। সোনা পরম তৃপ্তি বোধ করিল। বলিল, "দেখ ত মা, বাবুর কিসের অভাব ? তবু নিজের জিনিষ কিছুই দেখ্‌বে না। পাঁচ ভুতে লুটে পুটে খাচ্ছে। দুঃখ হয় না ?"

সোনার চক্ষু আবার জলভারাক্রান্ত হইল। জ্যোৎস্না বলিল, "কেন, তাঁর লোকজন আছে ত ? উকিল-মোক্তার ?"

সোনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "লোকজন নেই, মা ? সব আছে মা, সব আছে। উকীল, মোক্তার, নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, বরকন্দাজ—কি নেই মা আমার বাবুর ? কিন্তু মা, তারা যে মাইনে-করা চাকর, কার এত মাথাব্যথা ? আমি তিন পুরুষে বাবুদের খেয়ে মানুষ বটে, কিন্তু মা, মুরুখ্‌খু চাষা লোক আমি বড় জোর চিঠিটা আস্‌টা লিখিয়ে বাবুকে জানাতে পারি, তার বেশী আমি কি কর্‌তে পারি, মা ?"

জ্যোৎস্না এই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওরে, ও দিকে কি কর্‌তে গেলি আবার সুধা, যে বিশ্রী জঙ্গল। চল, আমরাও উঠি, ঐ দিক্ দিয়েই বাড়ী ফিরে যাব।"

সোনাও ফুলের রাশি বহিয়া লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। যাইতে যাইতে জ্যোৎস্না বলিল, "তা তুমি যাই বল বাপু, তোমার বাবুকে ত ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। বাপ-মা ত

চিরদিন কারও থাকে না, তা ব'লে আপনার কাযকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কে বল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায় কম বয়সে ?"

সোনা সখেদে বলিল, "ঐখেনেই ত রোগ, মা লক্ষ্মি! থাক্‌ত ঘরের লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! তা হ'লে বাবুও গাঁ ছেড়ে চ'লে যেতো না, বিষয়-আশয়ও গোল্লায় যেতো না। থাক্‌গে মা, আপনার কথা নিয়েই পাঁচ কাহন কর্‌লুম, তোমাদের কথা কও দিকি এখন। ঐ যে সামনের বাড়ীর কথা বল্‌লে, ওটা ত ছিল গিয়ে বোসেদের ভিটে। তেনারা ত আজ আট দশ বছর বিষয় আশয় বেচে কিনে কোথায় চ'লে গেছে। শুনেছি তেনারা ত আর কেউ বেঁচেও নেই। তোমরা বুঝি তেনাদের ঠেঙ্গে কিনে নিয়েছ ?"

জ্যোৎস্না বলিল, "তা ঠিক বল্‌তে পারি নে। তবে আমার বাবাও বোস, একথা শুনেছি। তাদের সঙ্গে বাবার কি সম্পর্ক তা জানি নে—সে সব তিনিই বল্‌তে পারেন। আমরা ত এত দিন পশ্চিমেই ছিলুম। উঃ, দুষ্টু, কত ফুল তুলিছিস্ বল দিকি ?" ভ্রাতাকে অনুযোগ করিয়া জ্যোৎস্না সোনার মুখের দিকে তাকাইল। যেন সে ভ্রাতার অপরাধের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছে।

সোনা বলিল, "আহা, নিক্ মা নিক্, কত ফুল নেবে আর খোকা বাবু!"

ভাঙ্গা ফটকের বাহিরে পদার্পণ করিয়া সোনা মিনতিভরা স্বরে বলিল, "আবার এসো মা এই ভাঙ্গা বাগানে, আমি ছাড়া

ত কেউ থাকে না এখানে। তোমাদের আমার বড্ড ভাল লেগেছে, মা।”

জ্যোৎস্না বলিল, “আস্‌ব বৈ কি। আমরা গাছপালা বড্ড ভালবাসি। দেখ্‌ছ না, আমার ভাইটি কেমন ফুল-পাগ্‌লা ?’

সোনা বলিল, “তার ভাবনা কি, মা ? রাশ রাশ ফুল দেবো খোকা বাবুকে।”

বৃহৎ ঝুড়ি স্কন্ধে করিয়া রাশি রাশি তরি-তরকারী ফুল-ফল লইয়া এক ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। জ্যোৎস্না বলিল, “এ সব আবার কি ?”

সোনা বলিল, “ও যৎকিঞ্চিৎ দিলুম—ছেলে কি মাকে দেয় না ? এক দিনেই যে তোমায় চিনেছি মা—আমি যে সোনা, তোমার বুড়ো-হাবড়া ছেলে।”

বৃদ্ধের সরল উদার হাস্যে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বৃদ্ধেরই মত গম্ভীর স্বরে বালক সুধা এই সময়ে বলিল, “তা সোনা, তুমি যে বড় তোমার বাবুকে না জানিয়ে আমাদের এত সব জিনিষ বিলিয়ে দিলে ?”

সোনা হাসিয়া বলিল, “ভাব্‌ছ বুঝি খোকা বাবু, সোনা চুরি ক’রে বাবুর মাল বিলিয়ে দিচ্ছে ? না বাবু, সোনা আর যা হোক, চোর নয়। এ বাগানের ফল-ফুলুরি বাবু আমাকে ভোগ কর্‌তে দিয়ে গেছে যে। বাড়ী আমার সদ্‌গোপপাড়ায় বটে, কিন্তু বাবুর হুকুমে ইচ্ছে হ’লে আমি এই বাগানবাড়ীতেও বাস

করতে পারি। তা হ'লে আজ আসি মা লক্ষ্মি! আবার এস, মা!"

সনাতন ফিরিয়া গেল।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জ্যোৎস্নার মনের মধ্যে জাগিতেছিল—"এ কেমন বাবু যে, এত বড় মনোরম ও মূল্যবান সম্পত্তি অরণ্যে পরিণত হইবার অবকাশ দিয়া সহরের সুখ ও আরাম ভোগ করিতেছে!"

৩

শ্যামপুকুরের একটি বাটীর দ্বিতলের হলে কয়েকজন যুবকের মধ্যে কোন বিষয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সমস্ত সহর আলোকসজ্জায় হাসিতেছে। সুচিত্রিত সুসজ্জিত কার্পেটমণ্ডিত বিস্তৃত হলঘরে বৈদ্যুতিক ঝাড়ের নিম্নে মর্ম্মর টেবলের চারিপার্শ্বে সুদৃশ্য মূল্যবান্ কাষ্ঠাসনে তরুণ তার্কিকরা উপবিষ্ট ছিল এবং তর্কের সঙ্গে সঙ্গে চা-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করিতেছিল।

একজন বলিতেছিল, "তা তুই যা বলিস্, হরিশ, আমাদের বৈষ্ণব কবিদের নখের যোগ্যও ওরা কেউ নয়। ওদের একজন যদি চণ্ডীদাসের এক কণা রচনা-শক্তি পেতো, তা হ'লে হাস্তে হাস্তে নোবেল-প্রাইজ পেতো।"

হরিশ উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "তোর স্বভাবই হচ্ছে বাড়িয়ে বলা। তুই যখন যাকে বাড়াবি, তখন তাকে একেবারে আকাশে তুলে দিবি। এটা কি বিশ্রী স্বভাব না? কেন, শেলি, কিট্‌স্ কি কম কবি?

বরেন বলিল, "কেন, বাইরন্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ?"

ভবেন চীৎকার করিয়া বলিল, "রাখ্ তোর বাইরন্, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ! কিসে আর কিসে! 'চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর,'—বার্ কর্ দিকি এই রকম একটা ছত্র ওদের লেখা থেকে!

হরিশ সমান ওজনে বলিল, "আলবৎ বার্ কর্‌বো! এঃ, ভারী দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে টেবলের উপরে যে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল, তাহাতে চায়ের কাপ সসারগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি সুদর্শন যুবক হলঘরে পদার্পণ করিয়া ছড়িগাছটা র‍্যাকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "কি হ'লো তোদের আবার? একটা না একটা লেগেই আছে!"

বরেন লাফাইয়া উঠিয়া সুর করিয়া বলিল, "হে—এ—ল্ হেভন্‌লি লাইট—হে—এ—ল্! বড্ড সময়েই এসে পড়েছিস্, রণা! বল্ ত শেলি বড় কি চণ্ডীদাস বড়—"

রণেন্দ্র আসনে উপবেশনান্তে বলিল, "আগে কথাটাই কি, শুনি। তর্কটা কি নিয়ে? কোন্ কবি বড়? তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে বলত ?"

হরিশ বলিল, "না তা কেন? তোর মত 'কোথায় মা কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি' বলে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ কর্‌লেই চতুর্ব্বর্গ ফল হস্তগত হবে, আর কি! তোর ও বাঁদরামী রোগ আর গেল না ইহজন্মে।"

ততক্ষণ চাকর খানসামা মহলে ছড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। কেহ নবাগতের জুতা মোজা খুলিয়া লইতেছে, কেহ গরম চায়ের কাপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

রণেন্দ্র সকলকে কক্ষ ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল। তখন সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া হাসিয়া বলিল, "রোগ যে কার নেই, তা ত বল্‌তে পারিনে। আমার এক রোগ, তোর এক রোগ, ভগবানের চিড়িয়াখানায় রকম রকম জানোয়ারের রকম রকম রোগ লেগেই আছে।"

হরিশ ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তোর ত আবার একটা রোগ নয়, একলাই তুই একশো রোগ পুষে রেখেছিস্, নইলে হঠাৎ আজ খেয়াল চাপলো, আর কাউকে কিছু না ব'লে না ক'য়ে শিবপুরের বাগানে পালালি কেন? বিকেলে যে আজ আমাদের এইখানে ভাগ্যাবণ্ডস্ ক্লাবের মিটিং বস্‌বে, তা বেমালুম ভুলে গেলি? বাঃ—"

রণেন্দ্রনাথের মুখখানা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে অবস্থান করিবার পর বলিল, "তা সত্যি বটে। খেয়াল—রোগ—যা বলিস, তাই।"

সেই অগ্রহায়ণের শীতেও সে পাখার সুইচটা টিপিয়া দিল। বন্ধুবর্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রণেন্দ্র পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "কিছু মনে করিস্ নে তোরা। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে হঠাৎ ঘরের বন্ধ হাওয়ায় এসে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠলো।"

ভবেন বলিল, "তা হোক, ওতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আজকে হঠাৎ এ খেয়ালটা হলো কেন? তুই ত রেগুলার মিটিং ফাঁক দিস্ না।"

রণেন্দ্র বলিল, "খেয়াল! বলেছি ত রোগ সবারই আছে। মাথার পোকাটা নড়ে উঠলো, অমনই ছুটে বেরুলুম। দুপুরবেলা 'থেয়িস্'খানা পড়তে পড়তে চোক ঢুলে এলো, অমনই বেরিয়ে পড়লুম। তখন কে জানে মিটিং—কে জানে সিটিং!—ওরে, তোরা জলটল কিছু খেইছিস্, না কেবল চা-ই চুমুক দিচ্ছিস্? বাঃ!—বেহারী!"

ভৃত্য-পরিজনকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া রণেন্দ্র বলিল, "ভাগ্যে গেছ্‌লুম আজ খেয়ালের ঝোঁকে, তাই জীবনে একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল।"

বরেন বলিল, "তার মানে?"

রণেন্দ্র চায়ের পেয়ালায় আর এক চুমুক দিয়া সহাস্যে বলিল, "সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটার ভাই বয়েস হয়েছে, পশ্চিমে পশ্চিমে দেখ্‌তে, কিন্তু বাঙ্গালী। বোধ হয়, অনেকদিন ওদেশে বাস করেছে। মুখখানা যেন চেনা চেনা ঠেক্‌লো বটে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, কোথায় দেখেছি।"

হরিশ বলিল, "বটে? তা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে কি অদ্ভুত কাণ্ড হলো?"

রণেন বলিল, "বল্‌ছি, শোন্ না। সঙ্গে ছিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি কি চমৎকার সুন্দরী!"

বন্ধুবর্গ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভবেন বলিল, "তা হ'লে একেবারে রোমান্স! তার পর আমাদের বন্ধুটি উপন্যাসের নায়কের মত সুন্দরীকে কোন বিপদ্ থেকে উদ্ধার করলেন ত?"

রণেন তাহাদের হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, "কতকটা বটে। তবে বিপদটা আমার এই প্রতাপই ঘটিয়েছিল। রাস্কেল একেবারে মেয়েটির বুকের উপর দু'পা তুলে বিশ্রী দাঁত বার্ ক'রে যেন কামড়াবার যোগাড় করেছিল।"

কথাটি বলিয়া সে পার্শ্বে উপবিষ্ট বিশালকায় কুকুরের মস্তক চাপড়াইতে লাগিল। প্রভুভক্ত কুকুরও সোহাগে আদরে গলিয়া গিয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

ভবেন হাসিয়া বলিল, "প্রতাপটা সমজদার—আমাদের আয়রন্ কার্ত্তিকের চেয়ে ত বটেই।"

বন্ধুবর্গের হাস্যধ্বনিতে কক্ষতল মুখরিত হইয়া উঠিল।

রণেন্দ্রের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার সুগৌর আননে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস দেখিয়া বন্ধুবর্গের উল্লাস অন্তর্হিত হইয়া গেল। উদ্যত ক্রোধ প্রচণ্ড প্রয়াসে দমন করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভাব্ছিস্, খুব একটা রসিকতা ক'রে ফেল্‌লি, না? ভদ্র পরিবারের মেয়ে-ছেলে নিয়ে এমন ইতরের মত তামাসা আমি মোটেই পছন্দ করি নে, জেনে রাখিস্।"

হরিশ বলিল, "ঠিক কথা। ও সব ইতরামি, যারা দেশ-

জননীর সেবা করে, তাদের মুখে মোটেই মানায় না! যাক্ গে ও কথা, তারপর তুই কি করলি ?"

রণেন বলিল, "কিছুই না। প্রতাপকে ডাকবামাত্রই সে ঠাণ্ডা হয়ে আমার দিকে ছুটে এসে লেজ নাড়তে লাগলো—যেন সে প্রতাপ আর নেই ? মেয়েটি যতটা ভয় পেয়েছিল, বোধ হয়, তার চেয়েও বেশী ভয় পেয়ে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠে তার বাবাকে ডেকেছিল। তিনি বুড়োমানুষ হলেও বিপদ দেখে যতটুকু পারেন দৌড়ে আস্‌ছিলেন। ছেলেটি বোধ হয় মেয়েটির ভাই, মুখ-চোখ একই রকমের, দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর!"

হরিশ বলিল, "তারপর বাপ এসে কি বল্‌লেন ? বোধ হয়, কি ব'লে ধন্যবাদ দেবেন, তার ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না ?"

রণেন বাহিরের আকাশের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, "না ভাই, ঐখানেই গোল। তাঁর ব্যবহারে ভদ্রতার অভাবটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল! আমায় দেখে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে পাকিয়ে একটা কথাও না ব'লে ছেলেমেয়েকে নিয়ে চ'লে গেলেন। এমনি ভাবটা প্রকাশ পেল, যেন আমি বাঘ, হয় ত ওদের খেয়েই ফেল্‌তুম্!"

ভবেন রসিকতার সুযোগ ছাড়িল না, বলিল, "তোর চোখে চোখে যে বিজলী খেলে, বুড়োর ভয় পাবারই কথা—বিশেষ সঙ্গে—"

কথা শেষ করিতে হইল না, হরিশ রণেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়াই শঙ্কিত হইয়া কথাটা চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,

"ওরে রণা, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে জানিস্? সেই কথাটা বল্‌বার জন্যেই আমরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌ছি। দেখ, অতীন বল্‌ছিল, ওকে কে বলেছে, সমিতিতে যে লোকটা নতুন ভর্ত্তি হয়েছে, ও ভাল লোক নয়।"

রণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের ব্যায়াম-সমিতির অতীন? কার কথা বল্‌ছিল? কে সেই লোকটা, মনে ত পড়ছে না!"

হরিশ বলিল, "আরে, যে লোকটা সেদিন তোর লাইব্রেরী থেকে গ্যারিবল্ডিখানা চাইতে এসেছিল, সেই যে গ্যাঁটাগোটা গুণ্ডার মত—"

রণেন্দ্র বলিল, "ওহোঃ, গুপে গুণ্ডা? পাড়ার সেই মাতালটা? তোরা যেমন ছেলেমানুষ। ও আমাদের কি করবে?"

হরিশ বলিল, "তবু কি জানিস্, সময়কাল যেমন পড়েছে—"

বাধা দিয়া রণেন বলিল, "সে ভাবনা তোদের ভাবতে হবে না। এখন খা দিকি পেট ভ'রে—ও কি ভবা, ফেলে রাখ্‌লি যে কাটলেটখানা?"

যুবকের দল ততক্ষণ আহার শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। পাণ মুখে দিয়া চুরুট ধরাইয়া হরিশ বলিল, "আর খায় না। রাক্ষস না কি? দেখ, কালকের ষ্টিমারের পার্টির কথা মনে আছে ত? ভবেনের ভায়ের বৌভাতের দরুণ?—বোটানিকেল্ গার্ডেন্—বেলা ১১টা—মনে থাকে যেন।"

ভবেন বলিল, "যেন আজকের মিটিংয়ের মত করিস্ নি।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। সোপানে অবতরণ করিতে করিতে ভবেন বলিল, "হাঁ, ভাল কথা—মালতীর কি কর্‌লি? টালার আশ্রমে কিছু সুবিধে করতে পার্‌লি কি? না হ'লে আর্য্যসমাজী তাঞ্জিমওয়ালারা হয় ত একটা কাণ্ড ক'রে বস্‌বে।"

রণেন্দ্র অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, "না, তারা বলে, সিট খালি নেই। আমি ত খরচা সবই দিতে চাইছি, কি যে করি!"

হরিশ বলিল, "শেষে না হয় তোরই এখানে এনে দিন কতক রাখা যাবে। এত বড় দো-মহল বাড়ী, তাতে কি এসে যাবে?"

রণেন্দ্র বলিল, "সে তখন দেখা যাবে?"

বন্ধুর দল নামিয়া গেল, তাহাদের হাস্যকোলাহলে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

রণেন্দ্র আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এলাইয়া পড়িয়া চুরুট টানিতে লাগিল। দূর হইতে তাহার বন্ধুবর্গের হাস্যকলরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া সে পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই বিরক্ত হইয়া সেখানা টেবলের উপর ফেলিয়া দিল। কিন্তু, এ কি তাহার মানসিক দৌর্ব্বল্য! সীমন্তে তাহার সিন্দুরশ্রী—সে তরুণী ত বিবাহিতা, পরের ঘরণী—তাহার চিন্তা কেন? অন্যায়, তাহা সে জানে, কিন্তু তথাপি সে চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করে না কেন? সে না শিক্ষিত, ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের রক্ত না তাহার ধমনীতে প্রবাহিত?

রণেন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

না, না, অপরিচিতা পরস্ত্রীর চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—অন্য চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু, কিন্তু, কি সুন্দর সে তরুণী! এত রূপ? মানুষের এত রূপ? আর—আর—সে কি কোমল মধুর স্পর্শ! চম্পকনিন্দিত করাঙ্গুলীর স্পর্শ কি এত মধুর হয়? ভয়ভীতা চকিতা কুরঙ্গীর মত সে কি মুগ্ধ দৃষ্টি! মন্মথের ফুলধনু কি সে ভ্রূভঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয় নাই? মুহূর্ত্তস্থায়ী সে মাধুর্য্যপূর্ণ দৃষ্টি—সে কুসুমপেলব চম্পকাঙ্গুলীর স্পর্শের প্রভাব তাহার অন্তরে কি প্রাণস্পন্দন—কি আনন্দ-শিহরণ আনয়ন করিয়াছিল!

যুবক সহসা চমকিত হইয়া উঠিল।

ছিঃ ছিঃ! এ কি ভাবিতেছে সে? রণেন্দ্র অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে দ্রুততরবেগে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন ত কত নারী সে দেখিয়াছে, আজ তাহার মন চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইতে চাহে কেন?

"নীচে একজন বাবু অপেক্ষা করছেন, নিয়ে আস্‌বো কি?" ভৃত্যের অতর্কিত প্রশ্নে রণেন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, "এঁ্যা, কি বলছিলে?" ভৃত্য প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল। রণেন্দ্রের মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল। ভৃত্য সভয়ে কক্ষত্যাগ করিতেছিল, হস্ত-সঙ্কেতে রণেন্দ্র নিষেধ করিয়া বলিল, "তাঁকে নিয়ে আস্‌তে পার।" ভৃত্য প্রস্থান করিল।

কে এ অপরিচিত? বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর? আজ কি তাহার জীবনে কেবল অপরিচিতেরই সহিত পরিচয়ের সূত্র বিধাতা গ্রথিত করিয়াছেন? তাহার জীবনে কি কোনও পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস দেখা দিতেছে?

সোপানে পদধ্বনি হইল।

নবাগতকে দেখিয়া রণেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আরে, কে ও, কালীদা? তুমি? তুমি কোত্থেকে?" উল্লাসে হর্ষধ্বনি করিয়া একলম্ফে অগ্রসর হইয়া রণেন্দ্র আগন্তুককে বাহুপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া চলিল, "এস, এস, বোসো, অনেক দিন পরে যে। ওরে বেহারী, চা।"

আসন গ্রহণ করিয়া আগন্তুক বলিল, "তোদের মত লেখক হ'লে বঙ্কিমের সাগর-বৌয়ের মত বলতুম—লক্ষ্মী নয়, সরস্বতী নয়, দুর্গা নয়,—একেবারে সাক্ষাৎ কালী। সত্যিই তোর মত বরাত ক'রে ত আসি নি যে, বাপের পোতা গাছ নাড়লেই টাকা। স্রোতের শেওলার মত ভাসতে ভাসতে যে দিক্ দিয়েই হোক এসে পড়েছি। তারপর, তোর সেই ক্লাবের কি হলো? 'মাধবিকা' কাগজখানা?"

একরাশি ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রণেন্দ্র বলিল, "সে সব ঠিকই চল্‌ছে, কিন্তু বাপের পোতা গাছের ফল ত আমি একা ভোগ করতে চাই নি, সবাইকে দিতেই চাই। তবে লোকে যদি নিজের দোষে পেয়েও তা হারায়, তার জন্যও কি আমি দায়ী?"

কালীনাথ দেখিল, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সে সাপ বাহির

করিয়া ফেলিয়াছে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মানসপটে তখনই খেলিয়া গেল তাহার অতীত জীবনের লজ্জাকর কাহিনীর কলঙ্কময় চিত্র। মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে সে তাহার এই সরল-বিশ্বাসী মাতুল-পুত্রের অতিথিরূপে এই প্রাসাদে কি সুখেই না দিনাতিপাত করিয়াছিল! আর আজ? আপন চরিত্রগুণে সে আপনিই আপনাকে বেত্রাহত কুক্কুরের মত এই আশ্রয় হইতে বিতাড়িত করিয়া পথে পথে উদরান্ন-সংস্থানের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে। দুই একবার রাজার পাষাণ-প্রাসাদেও আতিথ্য স্বীকার করিতে করিতে বাঁচিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়াই ত সে আবার অধম-তারণ মাতুলপুত্রের আশ্রয়-ভিখারিরূপে কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত মুখ দেখাইতে আসিয়াছে। তাহার সর্ব্বংসহ বুদ্ধিহীন মাতুলপুত্র তাহার অতীত কীর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া আবার তাহাকে কোল দিবে, এই আশায় নহে কি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে স্বয়ং অসংযত রসনার প্রভাবে অতীতের পুতিগন্ধময় কুকীর্ত্তির স্মৃতি কেন তাহার মনে জাগাইয়া তুলিল? ইহা কি বিধাতার অভিসম্পাত?

বিষন্ন-ম্লান-মুখে কালীনাথ বলিল, "আজও তা ভুলতে পারিস্ নি, ভাই? তার জন্য অবশ্য তোকে দোষ দিতে পারি নে। তবে একটা কথা, দোষ কি মানুষের হয় না? তা ব'লে আপনার রক্তের সম্বন্ধ যেখানে—যাক্, এবার থেকে ঐ ছাই টাকার সংস্পর্শেই আর রেখো না। টাকা! টাকা! কি শয়তানই ঐ জিনিষটা! সাধে কি বুড়োরা ব'লে গেছে— বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদি—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, আমি কিছুই মনে ক'রে তোমায় ও কথা বলি নি। কথার পিঠে কথা বলেছিলুম। তার পর, এখন যাচ্ছ কোথায় ?"

অভিনয়ে সুদক্ষ কালীনাথ চোখে সাঁতারপানি বহাইয়া বলিল, "বেশ ! একদিন থাকার কথাও বল্লে না, একেবারে ধুলো-পায়েই বিদায়। আমি—"

রণেন্দ্র বলিল, "না, তা বলছি না—তোমার যদ্দিন ইচ্ছা, এখানেই থাক। তবে তুমি ত কোথাও দুচারদিনের বেশী স্থির হয়ে থাকতে পার না—ভেবেই দেখ না, আগে এখানে থাকতেই মাসে ক'বার ক'রে দেশে ছুটতে, জমিদারীতে যেতে, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে—তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম ও কথাটা।"

কথাটা বলিবার সময়ে রণেন্দ্রের মনে পড়িল, তাহার স্নেহময়ী পিতৃষ্বসাকে। তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুত্র তাঁহার কিরূপ অশ্বস্তির কারণ হইয়াছিল, তাহা সে দূরে থাকিয়াও সমস্তই শুনিয়াছিল। কিন্তু তবুও পিতৃষ্বসার পুত্র, সংসারে তাঁহার নিকটাত্মীয় বলিবার মধ্যে মাত্র একজন। অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রণেন্দ্র প্রকাশ্যে বলিল, "যাও কালীদা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে এসো, একসঙ্গেই খাওয়া দাওয়া হবে'খন। তোমার ঘর যেমন, তেমনই আছে, কাপড়-চোপড় সবই পাবে'খন, বেহারীকে ডাকো।"

সে যে চোরের মত এক কাপড়ে এই গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা রণেন্দ্রের মনে ক্ষণতরেও উদয় হইল না।

কালীনাথের মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তখন বোধ হয় ভাবিতেছিল, এই সহজবিশ্বাসী সরল মানুষটাকে করায়ত্ত করিতে কত অল্প সময় ও কত অল্প বাক্-চাতুরীর প্রয়োজন হয়!

সে উঠিতেছে, এমন সময় বৃদ্ধ সরকার মহাশয় দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্রকণ্ঠে বলিলেন, "বাবু কি এখন আহারে বসতে যাচ্ছেন? না হ'লে—"

রণেন্দ্র বলিল, "কেন, কিছু দরকার আছে কি, মুখুয্যে মশাই?"

সরকার মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে না, তেমন জরুরী কিছু নেই, তবে দুপুরবেলা থেকে চিঠিখানা এসে প'ড়ে রয়েছে—"

"চিঠি? চিঠি? কোত্থেকে এসেছে?"

"আজ্ঞে, চাঁপাপুকুর থেকে, সোনা মালী লিখেছে। একটি আদালতের নোটিশ এসেছে—"

রণেন্দ্র বিরক্তিভরে বলিল, "আমি ত বলেই দিইছি, ওসব ভার আমি নিতে পারবো না, আমার সময় কোথায়? ও আপনারা যা হয় করবেন।"

"আজ্ঞে, আমাদের দ্বারা এ কায হবে না। বাবুর নিজের উপস্থিতি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।"

কালীনাথ বলিল, "কি, ব্যাপারখানা কি?"

"আজ্ঞে বাবু, পড়েই দেখুন না। আমাদের নামে স্বত্ব-

সাব্যস্তের নালিশ হয়েছে। দলিল-দস্তাবেজ দেশের রাজবাড়ীতে কর্ত্তাবাবুর সিন্দুকে আছে। বাবু নিজে গিয়ে সে সব বার ক'রে না দিলে মামলায় দাখিল করা হবে না।"

রণেন্দ্র ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল, "চুলোয় যাক গে স্বত্ব-সাব্যস্ত! আমায় কি আপনারা একটু শান্তিতেও থাকৃতে দেবেন না? দেখি চিঠিখানা।"

সরকার মহাশয় সসম্ভ্রমে পত্রখানি টেবলের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। রণেন্দ্র বলিল, "আপনি এখন যেতে পারেন, কাল যা হয় করবো।"

সরকার মহাশয় প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রণেন্দ্র হঠাৎ বলিল, "শুনুন মুখুয্যে মশাই, কালীদা এসেছে, আপনি ওকে নিয়ে কাল দেশে রওনা হন। দু'দিন পরে আমি হয় ত যেতেও পারি।"

কালীনাথ বিস্মিত হইয়া রণেন্দ্রের দিকে চাহিল। এই তরুণ যুবকের প্রতি ব্যবহারে সে আত্মীয়তার পবিত্র সম্বন্ধ বজায় রাখিতে পারে নাই, শুধু বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়া সে এত দিন আত্মগোপন করিয়াছিল। আজ প্রথম সাক্ষাৎকারের পরই সে আবার তাহাকে আপনার বিশ্বাসভাজন আত্মীয়ের মতই গ্রহণ করিতেছে। এ কি খেয়াল!

কালীনাথ বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার এ কি খেয়াল হ'ল, ভাই?"

রণেন্দ্র বলিল, "খেয়াল নয়। তুমি যখন ফিরে এসেছ, তখন ওসব ঝঞ্ঝাট তোমার ঘাড়ে ফেলেই নিশ্চিন্ত হব। হাঙ্গামা

আমার ভাল লাগে না। তোমার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা তুমি এষ্টেট্ থেকেই পাবে, কালীদা'।"

কালীনাথের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। কিন্তু প্রবল উদ্যমে সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। তার পর সে কক্ষ ত্যাগ করিবার কালে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি ভাল লাগে তোমার, কবিতা—গল্প লেখা ?"

নিমীলিত নয়নে রণেন্দ্র বলিল, "হুঁ্কোও না!"

৪

রাজেশ্বর বাবু পিতৃপিতামহের প্রাচীন ভিটায় পুত্রকন্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া দূরসম্পর্কীয়া জ্ঞাতি-বিধবার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। পিতা বিষয়কর্ম্ম সম্পর্কে ব্যস্ত, মাত্র এই তত্ত্বটুকু জ্যোৎস্নাময়ীর পরিজ্ঞাত ছিল। বাল্যে মাতৃহারা, পিতাও এ যাবৎ বিপত্নীক, তরুণীর মনের চিন্তা মনেই উদয় হইয়া বিলীন হইয়া যাইত, আনন্দ বা ব্যথার বোঝা আপনাকেই বহিতে হইত, আপনার মধ্যেই নামাইয়া লইতে হইত। আজ যদি তাহার মা থাকিতেন!

কিন্তু পিতাও ত তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য কখনও প্রদর্শন করেন না। তাঁহার আর কে আছে? পুত্রকন্যাকে লালন-পালন করাই এখন তাঁহার একমাত্র ব্রত—একমাত্র লক্ষ্য। বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার গল্পে রাক্ষসীর প্রাণ যেমন সুবর্ণ-সম্পুটকের অভ্যন্তরস্থ ভ্রমর-ভ্রমরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এই মাতৃহারা সন্তান-যুগলের মধ্যেও যেন বৃদ্ধের সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা

সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি বিষয়সম্পর্কিত কোন যুক্তি-পরামর্শ তিনি বুদ্ধিমতী বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার সহিত করিতেন না; হয় ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন না। সম্ভবতঃ তিনি এখনও জ্যোৎস্নাকে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা বলিয়াই মনে করিতেন।

কলিকাতার কার্য্য সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শুনিলেন, পুত্র ও কন্যা গ্রাম পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের উদয় হইল। আনন্দ এই হেতু যে, এই ভাবে প্রকৃতির অযাচিত দানের সদ্ব্যবহার না করিলে—মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বাতাসে মনের আনন্দে নিত্য ভ্রমণ না করিলে দেহমন সুস্থ থাকে না, গৃহের বদ্ধ হাওয়ায় অহোরাত্র কালযাপন করিলে পুরুষ ও নারী কাহারও দেহ ও মন সুগঠিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুঃখ-ভয়েরও যে কারণ ছিল না, তাহা নহে। বাঙ্গালার পল্লীর নানা গুণ সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণতার কথা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; সুতরাং বয়স্থা কন্যার এইরূপ অবাধ-ভ্রমণে যে আলোচনার সৃষ্টি হইতে পারে, সে আশঙ্কা তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল।

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ করিবার পর তিনি সঙ্গে আনীত একখানি সংবাদপত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু অধিক-ক্ষণ উহাতে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিলেন না। সংবাদপত্র ফেলিয়া দিয়া ডাকিলেন, "রামাবতার!"

রামাবতার তাঁহার পশ্চিমের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য। তাহাকে তাহার দিদিমণিদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,

দিদিমণিরা বেড়াইতে গিয়াছে জানে, কিন্তু কোথায় গিয়াছে, তাহা জানে না। রাজেশ্বর বাবু ভর্ৎসনা করিলেন;—"তবে তুই কি করতে রয়েছিস্? তোর জরুই বা কি করছিল, সঙ্গে যায় নি কেন? তোরা দু'জনেই কি এমন কাজে ব্যস্ত ছিলি যে, কেউ সঙ্গে যেতে পারিস্ নি? এমন ক'রে—"

তাঁহার কথা সাঙ্গ হইল না। "ও মা, এই যে বাবা! বাবা, তুমি কখন এলে?"—বলিতে বলিতে জ্যোৎস্না আনন্দের আতিশয্যে রীতিমত ছুটিয়াই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে সুধা। রামাবতার সুযোগ বুঝিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

জ্যোৎস্না পিতার স্কন্ধের উপর একখানি হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, আজ আসবে ব'লে ত লেখনি। তোমার কায হয়ে গেছে, বাবা?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "না মা, কায কি সামান্য? তবে কতকটা ভিত্তিপত্তন ক'রে এলুম বটে। তোমরা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে, মা?"

সুধা তাহার দিদিকে উত্তরের অবসর না দিয়া স্বয়ং হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, সে কত বড় বাগান, তোমায় কি বোলবো, বাবা! কত বড় পুকুর, কত ফুল!"

রাজেশ্বর বাবু তাহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কোন্ বাগান রে, পাগলী?"

জ্যোৎস্না বলিল, "ঐ যে রাস্তার ওপারে ঐ দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গা

বাগান, ঐটে। আহা, বাগানটার কি ছিরিই ক'রে রেখেছে! যেন ওর মা-বাপ নেই, বাবা। সনাতন কত আদর ক'রে সমস্ত বাগানটা আমাদের দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালো। বল্লে, ওর মনিবরা বাড়ীঘরে আসে না। হাঁ বাবা, এমন সুন্দর বাগান থাকতে বিদেশে যারা কাল কাটায়, তারা কি রকম মানুষ?"

রাজেশ্বর বাবুর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ গম্ভীর আকার ধারণ করিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "কে, সোনা মালী? এখনও বেঁচে আছে বুড়ো?"

জ্যোৎস্না বিস্মিত হইল, বলিল, "হাঁ, সোনা মালী। তুমি ওকে জানলে কি ক'রে, বাবা? বড় ভাল মানুষ। জান বাবা, আমায় মা ব'লে কথা কইলে।" জ্যোৎস্নার হাসির লহরে কক্ষটি যেন শুভ্র নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারাতেই স্নাত হইল।

রাজেশ্বর বাবু কোন কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "এ ক'দিন কি গাঁয়ে এমনই ক'রে বেড়িয়েছ, মা?"

জ্যোৎস্না বলিল, "না বাবা, রোজ না, এর আগে আর এক দিন গিয়েছিলুম। ক'দিন থেকে সুধা বলছিল, বাগানটা দেখবে, ও ফুল বড্ড ভালবাসে কি না!"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তা বেশ করেছ, মা। তবে বলছিলুম কি, এটা পশ্চিমের খোট্টার দেশ নয়, এখানে পথে ঘাটে বেরুলে নিন্দা হতে পারে। ছেলেবেলা থেকে নিজের জন্মভূমি ত কখনও দেখ নি, এখানকার রেওয়াজও তোমার জানা নেই। না হ'লে—"

জ্যোৎস্না ক্ষুব্ধ অভিমানাহত স্বরে বলিল, "কেন বাবা, বেড়ালে আবার নিন্দে কি ?" সুধাও বলিয়া উঠিল, "বা রে, বেড়ালে বুঝি আবার দোষ হয় ? দূর !"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "না রে পাগলা, দোষ কিছু হয় না। তুই যা দিকি, চট ক'রে—আমার নাইবার যোগাড় করতে ব'লে আয় দিকি। আর দেখ্, তোদের জন্যে কলকাতা থেকে কত কি খেলনা এনেছি, দেখ্‌গে যা তোর পিসীমার কাছে—"

সুধা তাঁহার সমস্ত কথা সাঙ্গ করিতে দিল না, এক লম্ফে ছুট দিল। তাহার ডাকাত পড়ার মত বিকট উল্লাস-চীৎকারে কক্ষ ছাইয়া গেল। তাহার দিদিও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু রাজেশ্বর বাবু সঙ্কেতে তাহাকে নিষেধ করিলেন। জ্যোৎস্না বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

রাজেশ্বর বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব'স মা এইখানে, তোমার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে।"

জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল গুরু গুরু করিয়া উঠিল—কি এমন গোপনীয় কথা ? সে ধীরে ধীরে কম্পিত হৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করিল। রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "দেখ জ্যোৎস্না, কথাগুলো অনেক দিন থেকেই তোমায় বলবো বলেও বলবার সময় ক'রে উঠতে পারি নি। কিন্তু আর না বললেও চলে না, তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও, বড় হয়েছে। এখন দেশে ঘরে এসে বাস করেছি, বিদেশের মত আর তোমার এখানে পথে

বেরুনো উচিত নয়। বেরুলে কথা উঠবে। অবশ্য আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কি জান, যারা আমাদের আপনার লোক, তারাই তোমার নিন্দে করবে, হয় ত আমাদের সঙ্গে মিশবে না, হয় ত আমাদের নিয়ে সমাজে চলবে না। কিন্তু যখন সমাজের মধ্যে বাস করতেই হবে, তখন ওদের সঙ্গে মিলেমিশে না চললেও ত চলবে না।"

জ্যোৎস্নার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এমন কথা ত সে পিতার মুখে কখনও শুনে নাই। সে ক্ষুণ্ণ-মনে বলিল, "তা হ'লে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবো না?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "না, তা বলছি নি। তবে যেখানে যাও, তোমার পিসীর সঙ্গে যেও, অন্ততঃপক্ষে রামাবতারের বউকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

জ্যোৎস্না সাভিমানে বলিল, "না, বেড়াতেই যাব না।"

রাজেশ্বর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, পাগলী মেয়ে রাগ করলে। ইচ্ছে হ'লে বেড়াতে যাবে বৈ কি। বিশেষ, সামনের বাগান-বাড়ীতে গেলে কথা হবে না। ওটা পোড়ো বাড়ী, কেউ থাকে না, ওখানে তোমরা রোজ যেতে পার। মালীটা কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল?"

জ্যোৎস্না বলিল, "না, কেবল জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কি বোসেদের বাড়ী নয়? আমি বলেছিলুম, তা জানি নে, তবে আমরা বোস, বাবার কাছে শুনেছি। সে তাতে বলেছিল, বোসেরা বহুকাল আগে এ বাড়ীর মালিক ছিল, সব বেচেকিনে

কলকাতায় না কোথায় চ'লে গেছে। হাঁ বাবা, তোমরা বুঝি ছেলেবেলায় এখানে থাকতে ?"

রাজেশ্বর বাবুর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ অমাবস্যার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "সে ঢের কথা। দেখ মা, ক'টা কথা বোলবো তাড়াতাড়ি! সুধা এসে পড়লে হয় ত সময় পাব না। লাহোরে থাকতে এক দিন তোমায় বলেছিলুম, মনে আছে, যে তোমার বিবাহ হয়েছে ?"

জ্যোৎস্না মুখখানি অবনত করিয়া কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কথা তাহার মনে আছে, কিন্তু মুখে কোন কথা কহিল না।

রাজেশ্বর বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "যখন তোমার বিবাহ হয়, তখন তুমি সাত বছরের, তখন তোমার গর্ভধারিণী জীবিত। পাশের গ্রামের জমীদার তোমায় দেখে একবারে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর আদরের বালক নাতির সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করেন। আমার বাবা এতে গৌরব মনে ক'রে সম্মতি দেন। সে বিবাহে কি ধুমধাম আর খরচ-খরচাই না হয়েছিল! মস্ত জমীদারের পিতৃহীন একমাত্র আদরের নাতি! কিন্তু অত উৎসব আনন্দ সবই ব্যর্থ হ'ল।"

রাজেশ্বর বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জ্যোৎস্না অবনত মস্তকে বেত্রাসন খুঁটিতে লাগিল। তিনি আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যেই জমীজমা নিয়ে

আমার বাবার সঙ্গে জমীদারের বিবাদ বাধলো। আমার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। সেই বিবাদ ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর মামলা বাধলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে জমীদারঘরের নামে এক কলঙ্ক রট্‌লো। তুমি ত জান না মা, বাঙ্গালার পাড়াগাঁ এক এক যায়গায় কি ভয়ানক স্থান!"

রাজেশ্বর বাবু আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন, "এ সব কথা তোমার শোনা উচিত নয় জানি। কিন্তু সবটা খুলে না বল্‌লে তুমি অবস্থাটা বুঝবে না, তাই অপ্রিয় হলেও বলতে হচ্ছে। যে ছেলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল, তার বাবা অর্থাৎ জমীদারের ছেলে অল্পবয়সেই মারা যান। তাঁর পত্নী তখন অন্তঃসত্ত্বা! লোকে বলে, মদ খেয়েই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়, এই কথা নিয়েই ছেলের মা'র নামে কলঙ্ক রটে। অবশ্য কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যে। কিন্তু সে যা হোক, এই কলঙ্ক-রটনাই কাল হ'লো। জমীদার মনে করলেন, "আমার বাবাই ঐ কথা রটিয়েছেন।"

জ্যোৎস্না এইবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তা জানি নে। কিন্তু ফল হ'ল বড় বিষম। এক দিকে মস্ত ধনী জমীদার, অন্য দিকে সামান্য গৃহস্থ আমরা—জমীদার আমার বাবার নামে মিথ্যে ফৌজদারী মামলা সাজিয়ে, মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় ক'রে, আমার বাবাকে জেলে দিলেন!" রাজেশ্বর বাবুর চক্ষু ধক্‌ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল।

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া বলিল, "জেলে দিলেন ?"

রাজেশ্বর বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিন মাসের জন্য বাবার জেল হলো। সেই জেলই তাঁর কাল হলো। জেল থেকে বেরিয়েই বাবার দেহ ভেঙ্গে পড়লো। সেই যে বাবা শয্যা নিলেন, তা থেকে আর উঠলেন না, আমাদের সোনার সংসারে কালো ছায়া পড়লো!"

জ্যোৎস্না বলিল, "তারপর ?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তার পর ভাঙ্গন যখন ধরলো, তখন তা খুব ছুটেই চল্‌লো। বাবা গেলেন যে মাসে, তার দু'মাস পরেই তোমার গর্ভধারিণী আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলেন। আমারও এ গাঁয়ের বাস উঠলো। মামলার দায়ে যা কিছু পৈতৃক জমীজমা ছিল, সব নষ্ট হলো। গাঁয়ে বাস করাও অসম্ভব হয়ে উঠলো। পাশের গাঁয়ের জমিদার শত্রু, সেখানে কি বাস করা যায় ? শেষে আর অপমান নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে ভদ্রাসনখানাও বেচেকিনে আমি তোমাদের ভাইবোনকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চ'লে গেলুম।"

জ্যোৎস্না বলিল, "আমার যেন স্বপ্নের মত একটু একটু মনে পড়ে, বাবা।"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "সেই থেকেই আমরা আজ প্রায় দশ বছর দেশ-ছাড়া। বেড়ালে যেমন ছানা মুখে নিয়ে এ-বাসা সে-বাসা ক'রে ঘোরে, দশ বছর তেমনই ক'রে আমি তোমাদের নিয়ে হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়িয়েছি।"

রাজেশ্বর বাবু মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, শেষে লাহোর গেলুম, আর সেখানেই স্থিতভিত হ'য়ে তোমাদের লেখাপড়া শেখালুম; লাহোরেই তুমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে। কাণপুরে আমার এক মামাত ভাই চাকরী করতেন, তাঁরই ওখানে গিয়ে প্রথমে উঠি, আর তাঁরই সুপারিসে সেখানে এক কলের অফিসে চাক্‌রী জোটে। ত'রপর মীরাটে যাই,—কিছু বেশী মাইনেতে। শেষে লাহোরের মোটা মাইনের চাকরী জোটে।"

জ্যোৎস্না বলিল, "হুঁ, সেখানে ত চারশ' টাকা পেতে, না বাবা?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "হুঁ, তাই দু'পয়সা জমিয়েছিলুম, কিছু চালানী কারবারও সঙ্গে সঙ্গে করেছি। তাতেও কিছু জমিয়েছি। জান ত মা, রাই কুড়িয়ে বেল হয়? তাইতেই ত আবার পৈতৃক ভিটে উদ্ধার করতে পেরেছি। তবে এখনও জমী-জমার সব উদ্ধার হয় নি, মামলা চলছে।"

জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "ভিটে ত বেচেই গিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে পেলে কি ক'রে?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "বলছি সব, শোন না। দেশ-ঘর ছেড়েছিলুম ব'লে যে দেশের খবর রাখি নি, তা নয়। তোমার যে পিসী এখানে রয়েছেন, ওঁর ভাই হলেন আমার জ্ঞাতি-ভাই—ঐ যে নতুন বাড়ীর ব্রজদা? তোমাদের জ্যেঠামশাই, ওঁর সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি ছিল, অন্ত বন্দোবস্তও ছিল। ওঁর কাছ থেকেই জেনেছিলুম, জমীদার রোগে শোকে নানা কষ্ট ভুগে এক

রকম নরক ঘেঁটেই মারা গেছেন,—তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বের ক'দিনের আর্ত্তনাদ পাড়াপড়শী এখনও ভুলতে পারে নি।"

জ্যোৎস্না বলিল, "কেন বাবা, নরক ঘেঁটেছিলেন কেন?"

রাজেশ্বর বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কেন? জিজ্ঞাসা ক'রছ, কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

সে সময়ে জ্যোৎস্না পিতার মুখ-চক্ষুতে যে বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে কি? সে সভয়ে দৃষ্টি অবনত করিল।

রাজেশ্বর বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ভাবছ, বাবা একটা দানাদত্যি, শত্রু ম'রে গেলেও তাকে ক্ষমা করে না? হাঁ মা, এ বিষয়ে তোমার বাবা রাক্ষস পিশাচ যা বল, তাই। আমি ত বাবার অপমান নির্য্যাতন ভুলতে পারি নি! এ জীবনে পারবোও না বোধ হয়। আর, তাঁর জ্বালা, অপমানের কণামাত্রও শোধ দিতে পারি,—তারই আশায় আবার এখানে এসে বাস করছি। আমার পিতৃ-ঋণ ত শোধ হয় নি!"

বৃদ্ধের নিস্তেজ নিষ্প্রভ নয়নদ্বয় ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না বিস্মিত হইল—সে তাহার পিতার এমন ভাবান্তর কখনও দেখে নাই! সে নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু বাবা, যাঁর উপর রাগ, তিনি ত নেই।"

রাজেশ্বর বাবু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "নেই? সে নেই—তার বীজ রয়েছে! বড় আপনার জন সে—যার বাড়া নেই

আদরের—আমার সেই জামাই! কিন্তু সেও শত্রু, শত্রুর বীজ ত শত্রু! তার মাথায় বাবার অপমান-লাঞ্ছনার বোঝা ফিরেয়ে দেবো, নিকটে থেকেও তাকে দেখাবো—তাকে আমরা কুকুরের চেয়েও অধম মনে করি—তবে ত আমার জ্বালা দূর হবে! প্রতিহিংসা!" রাজেশ্বর বাবুর দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ, যেন তিনি তখন অপরের অবস্থিতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন।

জ্যোৎস্না দেখিল, তাহার পিতার দেহ উত্তেজনার আতিশয্যে কম্পিত হইতেছে। সে কোনও দিন তাহার পিতাকে এত বিচলিত হইতে দেখে নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার অংসোপরে মৃণাল-বাহুযুগল স্থাপন করিয়া উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "বাবা, বাবা!"

রাজেশ্বর বাবুর আত্মচেতনা ফিরিয়া আসিল। ক্ষণপরে দারুণ লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি অপরাধীর মত আত্মদোষ-ক্ষালনের চেষ্টায় বলিলেন, "কি বলছিলে জ্যোৎস্না, আমার রাগের কথা? পারি নি মা, রাগ চেপে রাখতে পারি নি, আমার হাড়ে হাড়ে—মজ্জায় মজ্জায় সে অপমানের বিষের জ্বালা যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানি সব, বুঝি সব—যে অপরাধ করেছে, সে চ'লে গেছে, যে আছে, সে কিছু জানে না। কিন্তু তবুও—তবুও সে যে সেই বংশেরই একজন! যাক্। যে কথাটা তোমায় বলা বিশেষ দরকার, সেইটে বলছি—মন দিয়ে শোন—তোমার উপরেই মীমাংসার ভার দিচ্ছি। দেখ, জেনে শুনেই প্রলোভনের মুখে তোমায় এনেছি। আশা, আমি যে

ভাবে তোমায় গ'ড়ে তুলেছি, তাতে এ প্রলোভনকে তুমি অনায়াসে এড়াতে পারবে।"

জ্যোৎস্না সবিস্ময়ে বলিল, "আমি মীমাংসা করব? প্রলোভন? এ সব কি বলছ বাবা, বুঝতে পারছি না।"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "সবই বুঝিয়ে দিচ্ছি, আজ আর কিছু লুকিয়ে রাখবো না। যার হাতে আমার বাবা তোমায় স'পে দিয়েছিলেন, সেই এখন এই বিশাল জমীদারীর মালিক—বংশের একমাত্র সন্তান। শুনেছি, সে খুব লেখাপড়াও শিখেছে, এম, এ, পাশ করেছে, কিন্তু তার পিতামহের মৃত্যুর পর থেকে তার মা তাকে নিয়ে তাদের কলকাতার বাড়ীতেই বাস করছিলেন। শুনেছি, তিনিও আজ তিন চার বছর গত হয়েছেন। ছেলে দেশে ঘরে ক্বচিৎ কখনও আসে, নইলে কলকাতাতেই থাকে। এখন বুঝছো, প্রলোভন কি?"

জ্যোৎস্না মুখখানি অবনত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাজেশ্বর বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ইচ্ছে করলে তুমি রাজরাণী হ'তে পার। যথেষ্ট পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে এখনও অবিবাহিত আছে, কেন তা জানি নে। সে যে এই ক'বছর ক্রমাগত তোমার খোঁজ নিয়েছে,সে খবর আমি ব্রজদা'র চিঠিতে অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু ব্রজদা ছাড়া কেউ আমার ঠিকানা জান্‌তো না ব'লে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ব্রজদাকে আমার একবারেই নিষেধ ক'রে দেওয়া ছিল, যেন ঘুণাক্ষরে আমার কথা কেউ জান্‌তে না পারে, যেন আমরা সবাই ম'রে গেছি বা

নিরুদ্দেশ হয়েছি, এই কথাই রটে যায়। যা হোক, সে যখন তোমায় অনেকবার খুঁজেছে, তখন অনুমান ক'রে নেওয়া যায়, এখন তুমি দেখা দিলে সে তোমায় নিতে পারে। তোমার পক্ষে এটা কম আকর্ষণ নয়, তা আমি বুঝি। আমিও হিন্দু, জানি, হিন্দুর মেয়ের বিবাহ ইহ-পরকালের, কিন্তু তার উপরেও কর্ত্তব্য আছে ব'লে আমি মনে করি। যে রক্তে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সেই রক্তের অপমান, বংশের অপমান, এ ত ভুলতে পারা যায় না। যে পারে, সে পারে, আমি পারি না।"

উত্তেজনার আতিশয্যে রাজেশ্বর বাবুর শ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্না পাষাণ-প্রতিমার মত কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়ীর টিক্-টিক্ ধ্বনি যেন বজ্র-নির্ঘোষে তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজেশ্বর বাবু আবার বলিলেন, "যার পিতামহ আমার আরাধ্য পিতৃদেবকে সর্ব্বস্বান্ত করেছে—জেল দিয়েছে—শেষে তাঁকে এক রকম হত্যা করেছে, তার সঙ্গে—তার বংশের কারও সঙ্গে, আমার কোনও সম্পর্ক থাকলেও নেই, থাকতে পারে না। তাদের সঙ্গে তোমারই সম্পর্ক থাকা কি উচিত? না, বরং ঘৃণার সঙ্গে পদাঘাতে সে সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া উচিত? দেশঘরে ফিরে এসেছি। এখানে এখন থেকে বসবাসও করতে হবে। কাযেই হয় ত তার সঙ্গে দেখা শুনোও হয়ে যেতে পারে—হয় ত, সে যেচে আলাপ-পরিচয় করতেও চেষ্টা করতে পারে। সে সময়ে আমাদের কি করা উচিত? এ কথার মীমাংসা এখনই

হয়ে যাওয়া দরকার ব'লে আমি মনে করি। বিশেষ ভেবে চিন্তে কথার জবাব দিও।"

জ্যোৎস্না অবনত আরক্ত মুখখানি একবারে পিতার চেয়ারের অঙ্গে লুকাইয়া ফেলিল, কোনও উত্তর দিল না।

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "লজ্জা কি, মা? এতে লজ্জার কথা কিছুই নেই। আমি তোমায় যে ভাবে গ'ড়ে তুলেছি, তাতে আমি তোমার কাছে স্পষ্ট জবাবেরই প্রত্যাশা করি। আমার পথ আমি ঠিক ক'রে নিয়েছি। এখন এক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত, তা তুমিই ঠিক ক'রে নেবে, এতে আমার মতামতের বা প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতার মুখ চেয়ো না। যদি তুমি নিজের ঘরে ফিরে যেতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বল, আমি একটুকু দুঃখিত হব না। আমিই উদ্যোগ ক'রে তোমায় তোমার ঘরে দিয়ে আসবো আমি যতটা শুনেছি, তাতে বিশ্বাস হয়, সে তোমায় আদর ক'রে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে নেবে। তবে আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঐ পর্য্যন্ত! চিঠিপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আর যদি আমার মেয়ে হ'য়ে আমার ঘরে থাকতে চাও, তা হ'লে ওর সঙ্গে কোন সংস্রব—কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না। তুমি বড় হয়েছ, এখন সব বোঝ, তাই সব খুলে বললুম। এখন তোমার জবাব কি? মনে রেখো, এই জবাবের সঙ্গে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল জড়ানো রয়েছে। আজ তোমার গর্ভধারিণী বেঁচে থাকলে আমায় আজ এ কথা পাড়তে হতো না। কি ঠিক করলে? ছিঃ মা, লজ্জা কি? আচ্ছা, আজ না পার, পরে

বোলো, মুখে বলতে না পার, লিখে জানিও, কিন্তু যা হয় ঠিক ক'রে ফেলো। বুঝছি, কি সমস্যায় তোমায় ফেললুম মা, কিন্তু কি করবো, উপায় নেই। ঐ সুধার আওয়াজ পাচ্ছি, আর না। আমি নাইতে চললুম, তুমিও যাও মা।"

রাজেশ্বর বাবু বাহিরে প্রস্থান করিলেন। জ্যোৎস্না তখনও ঠিক প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত, ললাট গভীর চিন্তারেখাঙ্কিত। তখন তাহার মানস-সমুদ্রে কি ভাবতরঙ্গ খেলিতেছিল, তাহা সে ভিন্ন কে বলিতে পারে?

৫

বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে একটি গলী অষ্টাবক্রের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া খালের ধারে গিয়া পড়িয়াছে। গলীর মধ্যস্থ একটি টিনের বাড়ীর কলতলায় গ্রীষ্মের অপরাহ্নে একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী বাসন মাজিতেছিল এবং আপন মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল। গৃহবাসীরা তখন সম্ভবতঃ নিদ্রার আরাম উপভোগ করিতেছিল।

তরুণীর ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা হইলেও যৌবনের লাবণ্য উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। কিন্তু সে লাবণ্য উপভোগ করিবার সে ছাড়া সেখানে আর কেহ ছিল না মনে করিয়াই বোধ হয়, সে বাসন মাজার তালে তালে লাবণ্যের তরঙ্গভঙ্গ সন্দর্শন করিয়া আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; অধিকন্তু মাঝে মাঝে পশ্চাতে ফিরিয়া আপনার দীর্ঘ কৃষ্ণ এলায়িত চিকুর-দামের সৌন্দর্য্যে আপনিই মুগ্ধ হইতেছিল।

অঙ্গনের পার্শ্বস্থ দীর্ঘোন্নত নারিকেলবৃক্ষের শীর্ষদেশে উপবিষ্ট

একটা চিল সংগৃহীত খড়কুটায় বাসা বাঁধিতেছিল, মধ্যে মধ্যে তাহার কর্কশস্বরে স্থানটা ভরিয়া যাইতেছিল। একটা মার্জ্জার কলতলার আঁস্তাকুড়ের মধ্যে একদফা আহার সারিয়া নিমীলিত নেত্রে আর একদফার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের পিয়ারা-বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া একটি বালক পিয়ারা পাড়িতেছিল এবং ভুক্তাবশিষ্ট পিয়ারা প্রতিবেশীর কলতলার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়া পত্রপুঞ্জের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

তরুণী প্রথমে চমকিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে লক্ষ্যস্থলের দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হইতেই বালককে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া ছোট হাতের ছোট কিল তুলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল; তাহার পর সন্তর্পণে উঠিয়া আসিয়া মধ্যস্থ ব্যবধান-প্রাচীরের সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া একবার চতুর্দ্দিক ভয়চকিত নয়নে দেখিয়া লইল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "কি ব'লে দিইছি? জানালা দিয়ে দিলে হ'ত না? যা, যা।"

বালক খিল খিল করিয়া হাসিয়া আর একটা পিয়ারা ছুড়িয়া মারিয়া তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। তরুণী পিয়ারাটা ক্ষিপ্রগতি কুড়াইয়া লইল, তাহার অঙ্গে একখানা কাগজের মোড়ক।

"কে গা, বৌমা?" চক্ষু মুছিতে মুছিতে একটি প্রৌঢ়া বিধবা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃশাঙ্গী তরুণীর তুলনায় এই স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়ার অঙ্গসৌষ্ঠব যে অতীব বিসদৃশ

দেখাইতেছিল, তাহা আর কেহ না দেখিলেও তরুণী স্বয়ং বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিতেছিল।

পুত্রবধূর মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনযুক্ত ছিল না, শ্বশ্রূকে দেখিয়াও সে বিষয়ে তাহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না; বরং তাহার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ নিবিড় জলদজালের মত কালো অন্ধকার হইয়া আসিল। পরুষ স্বরে সে উত্তর দিল, "কে আবার আস্‌বে এই ভাঙ্গা টিনের কলতলায়?"

সারদাসুন্দরী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "ও মা, বেলা তিনটে বেজে গেল, কলে জল এল, বাসনের :ডাঁই প'ড়ে রইলো, বলি ক'চ্ছিলে কি বৌমা এতক্ষণ বল ত?"

তরলা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি ত বলেছি, ও সব আমার দ্বারা হবে না।"

সারদাসুন্দরী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তবে কি হবে শুনি? চুল এলো ক'রে কেদারার উপর এলিয়ে প'ড়ে নাটক-নভেল পড়া? তা এ বাড়ীতে এ সব হবে না বলে দিচ্ছি, বাপু। আমার কাছে বাপু পষ্টো কথা, হ্যাঁ!"

তরলা বাসন ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ-মুখ তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। "বাপের জন্মে যা করি নি, তা কর্‌বো কি ক'রে? আমি ত বল্‌ছি, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি ও-সব দাসীবৃত্তি করতে পারবো না, এই শেষ ব'লে দিচ্ছি তোমাদের।"—চোখমুখ ঘুরাইয়া কথা কয়টা

বলিয়াই তরলা দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সারদাসুন্দরীও সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ফর্‌ফর্ ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুকলি যে বড় মুখনাড়া দিয়ে? ও বাসনের ডাঁই মাজবে কে? সহুরে লেখাপড়া-শেখা মেয়ে, উনি বাসন ছোঁবেন না! কেন, যখন মিন্‌ষে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, তখন নবাব-পুত্তুরের সঙ্গে দেখে দিতে পারে নি? মর্, মর্! তবু যদি বাপের কোটাবালাখানা থাকত!"

নর্ম্মদা-প্রপাতের মতই, প্রৌঢ়ার বাক্যস্রোতঃ অবিরাম গতিতে ঝরঝর নামিয়া আসিল। বধূর কিন্তু আর সাড়া শব্দ নাই—সে সেই যে শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, তাহার পর হইতে আর কথাটিমাত্র কহে নাই। সে তখন পিয়ারা-মোড়া পত্র পাঠে আত্মবিস্মৃত। মাঝে মাঝে তাহার মুখখানি বিদ্যুদ্দামদীপ্ত অন্ধকার আকাশের মত হাসিয়া উঠিতেছিল। সে পত্রে কি ছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

"কৈ মা, ভাত দাও," বলিয়া তারকনাথ একবারে পাদুকা সমেত বারান্দার শাণের মেঝের উপর হাজির। সে সারদা-সুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র। একেই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পুত্রবধূর ব্যবহারে সারদা মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উপর পুত্রের এই স্বেচ্ছাচার,—মাথার মধ্যে একবারে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া তিক্তস্বরে বলিলেন, "চুলোর পাঁশ দোবো'খন গিল্‌তে! বুড়ো মদ্দো, জুতোটা খুলে দাওয়ায়

উঠতে কি হলো বল ত ? আমার মাথামুণ্ড খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে !"

তারক গালি খাইয়াও একগাল হাসিয়া বলিল, "আমিই না হয় গোবরছড়া দিয়ে দোবো'খন গো—অত চেঁচামেচি কেন ? ভাত দাও দিকি খপ্ ক'রে, আমায় এখনই কলে বেরুতে হবে— আজ সন্ধ্যে হ'তেই ওপর টাইম। দাও, দাও।"

সন্তান-জননী,—কতক্ষণ ক্রোধ থাকিতে পারে ? বিশেষতঃ পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত সন্তান ক্ষুধায় অন্ন প্রার্থনা করিতেছে। তাড়াতাড়ি স্থান করিয়া দিয়া অন্ন পরিবেষণ করিতে করিতে আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—"ভাত ত বাড়্বো, কিন্তু কিসে ক'রে, বাবা ? কলতলায় দেখ না, বাসনের ডাঁই প'ড়ে রয়েছে। তোদের লেখাপড়া-শেখা পটের পুতুল বৌ—ও কি দাসী-বাঁদীর মত বাসন মেজে হাত কালো করবে ? তুইও ত বাপু এত বড়টা হ'লি—দেখে শুনে না হয় গরীবের ঘরের মুখ্খুশুক্কু একটা বৌ নিয়ে আয় না। আমি যে আর পারি নি, বাপু! পাঁচ পাঁচটা বছর এমন ক'রে যে একেবারে হাড়-মাস কালি হয়ে গেল রে !"

জননীর নয়নে ধারা নামিয়া আসিল। মাতৃ-অন্তপ্রাণ তারকেরও চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। সংসারের অশান্তি উপদ্রবের মধ্যে সে আদৌ যাইতে চাহিত না, অতি সামান্য ব্যাপারেই তাহার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। সে তাড়াতাড়ি গৃহে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি, মা ?

বাসন মাজা ত? ও আমিই সেরে দিয়ে যাচ্ছি মা—তুমি ভেবো না।"

তাড়াতাড়ি আহার সমাপ্ত করিয়া অঙ্গের পিরিহানটা খুলিয়া ফেলিয়া সে বাসন মাজিতে লাগিয়া গেল, তাহার সদা-প্রফুল্ল আননে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সানন্দে বলিল, "গেল বুধবারে কেমন কড়া মেজে দিয়েছিলুম, মা? তুমিই না বলেছিলে, এমন ঝক্‌ঝকে ক'রে বাড়ীর মেয়েছেলেরাও মাজতে পারে না? বউ কোথা, মা? ঘুমুচ্ছে বুঝি—আহা ঘুমুক একটু। এ সব ত অভ্যেস নেই।"

মায়ের দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া তখন শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। এই পাগলা হাবা ছেলেটাব মায়ের অভাবে কি দুরবস্থাই না ঘটিবে! ছুটিয়া অঙ্গনে নামিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমার মাথা খা'স, যদি বাসনে হাত দিস, তারু! আয়, উঠে আয় বলছি।"

বাসন ত্যাগ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনের পর জননীর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাবক ক্ষণেক নীরব রহিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "ঘরে বউ আনি নি বলেই ত তোমার রাগ, মা? তা, আমি যদি তোমার বোয়ের কায ক'রে দি, ত হ'লে রাগ কিসের?"

ছেলের কথায় মায়ের যাহা কিছু ক্রোধ-বহ্নির শিখা অবশিষ্ট ছিল, তাহা একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তাহার পরিবর্ত্তে হাসি দেখা দিল। তথাপি ক্রোধের ভান দেখাইয়া তিনি বলিলেন,

"তা বল্‌বিই ত। তোদের দুটোই যদি মেনিমুখো না হ'তিস, তা হ'লে আর দুঃখু কি? বড়টি ত কামিখ্যের ভেড়া! তুই যে তারও বেহদ্দ, বাড়া রে!"

তারক পাদুকা পরিধান করিতে করিতে বলিল, "না মা ও কথা বলো না। আমি যাই হই, দাদা আমার সদাশিব।—ভাব দিকি, আমাদের জন্য কোথায় ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরে প'ড়ে রয়েছেন দু'মুঠো ভাতের যোগাড়ের জন্যে। জমীদারী সেরেস্তার কায—উদয়াস্ত খাটুনি।"

সারদাসুন্দরীর মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যে বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "যা যা, দাদার গুণ ব্যাখ্যান করতে হবে না, কাযে যাচ্ছিস, যা। বলে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। আমি দু' চোখ বুজলে দেখতে পাবি, তখন দাদা-বৌদির গুণ কত!"

স্বয়ং যেন কত অপরাধে অপরাধী, এই ভাবে তারক তাহার ভ্রাতৃজায়ার কক্ষের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল—"মা যেন আমার কি? ছেলেমানুষ বৌ—নতুন জায়গায় এসেছে—"

এই সময়ে যদি তারক একবার জননীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইত, তাহা হইলে আপনিই কথা কহিতে নিরস্ত হইত। কিন্তু অন্য কারণেও তাহার বক্তৃতার আর অবসর হইল না, জননী অগ্নিমুখী হইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ, পাঁচ বছর ঘর করছে, সময়ে ছেলে-মেয়ে হ'লে যে পাঁচ ছেলের মা হ'ত রে, বুড়ো

বাঁদর! থাক্ বাপু তোদের বৌ নিয়ে, আমিই ত দোষী—না হয় আমিই—"

তারক জুতা খুলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ জননীর পাদমূলে বসিয়া পড়িল, তাঁহার চরণের উপর মাথা রাখিয়া কাতর স্বরে বলিল, "দোহাই মা, রাগ কোরো না, এই তোমার পায়ে মাথা কুটছি—"

সারদাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন, দুই হস্তে পুত্রকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বালাই বালাই, ষেটের বাছা আমার!" তিনি পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিচুম্বন করিলেন। তাহার পর সমস্ত কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "কলে কেন এত দেরী হ'ল, মাণিক?"

তারক আদরে গলিয়া গিয়া পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর মত জননীর পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া বলিল, "দেরী কৈ, মা?'

মা বলিলেন, "সেই ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছিলি, বারোটার সময় ত আসবার কথা।"

তারক বলিল, "না মা, আজকাল কলে বড্ড কায—কেবল ওপরটাইম। এই দেখ না, আবার পাঁচটায় জয়েন, আর সেই রাত্তির এগারোটায় ছুটী।"

মা বলিলেন, "এত খাটলে যে অসুখে পড়বি, বাবা। দুধের ছেলে বাছা—"

তারক গৃহ ত্যাগ করিবার সময় এই কথাটা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "দুধের ছেলেই বটে! মা যেন কি?"

জননী বলিলেন, 'না ত কি রে? এই ত ষেটের কোলে বোশেখ মাসে সতেরো উত্‌রে আঠারোয় পা দিইছিস, বাবা।"

ততক্ষণ তারকনাথ তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

গৃহিণী আপন মনে বকিতে লাগিলেন, "যেমন বরাত ক'রে এসেছিলি, বাছা! না হ'লে কায়েতের ঘরে গোমুখ্‌খু হয়ে কলের মিস্ত্রীগিরি করতে যাবি কেন বল্‌। আমার যেমন মরণ নেই! বড়টির কানে মন্তর দেবার মানুষটি এসেছেন যে দিন থেকে, সে দিন থেকে কি দুধের বাছার লেখাপড়া কেউ দেখ্‌লে?"

ইহার পর কিছুক্ষণ এই টিনের বাড়ীর অঙ্গন গৃহিণীর মুখনিঃসৃত বাক্যরবে মুখরিত হইয়া রহিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, যে পুত্রবধূ অন্য দিন প্রত্যুত্তরদানে কার্পণ্য প্রকাশ করিত না, আজ সে রুদ্ধকক্ষে নীরবে বসিয়া রহিল।

৬

"তার পর কি হ'লো, সোনাদা' ?"

সুধাংশু বাগানে ছুটাছুটি করিতেছিল, তাহার সরল প্রাণখোলা হাসির লহরীতে উদ্যানের আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্না সরোবরের সোপানে বসিয়া সনাতনের সহিত কথা কহিতেছিল।

সোনা বলিল, "তারপর দাদাবাবু কলকাতায় চ'লে গেল, ঘর দুয়ার প'ড়ে রইল, ভোগ করে কে, মা ? সেই অবধি দেশে ঘরে বড় আসে না, বল্‌লেই বলে পড়াশুনো করছে। হাঁ মা, কি এত পড়াশুনা করতে পার ?"

জ্যোৎস্না হাসিয়া বলিল. "পড়াশুনোর কি শেষ আছে, সোনাদা' ? মানুষ কি একটা জীবনে পড়াশুনো শেষ করতে পারে ?

"তা যেন হলো, কিন্তু ওর এত পড়াশুনোর দরকার কি বল ত ? এত বড় বিষয়, ওর আবার ভাবনা ! কেন যে বিদেশ বিভূঁয়ে প'ড়ে থাকা, বুঝতে পারিনে, মা।"

"না, তা পারবে না তুমি। তা তোমার দাদাবাবু পড়াশুনো করেও ত বিষয় আশয় দেখতে পারেন। তা দেখেন না কেন?"

"খেয়াল! বড় কর্ত্তা যাই দেহ রাখলেন, বাবুও অমনি ছরাদ্দ-শান্তি সেরে কলকাতায় চ'লে গেলেন। দেশে ঘরে মন টিকলো না বোধ হয়।"

"কেন, বিয়ে-থা ক'রে ঘর সংসার করলেন না কেন? মা ত ছিলেন? না, তাও না? তিনি ত বিয়ে দিলে পারতেন।"

সনাতন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে আর দুঃখ কি, মা? কত্তা থাকতে হয়েছিল সবই; আমাদের বরাতে সইলো না। কত্তা ত তোমার মতই মা-লক্ষ্মী ঘরে এনেছিলেন। কি যে শনি ঢুকলো। হাঁ মা, তোমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, মাথায় সিদুঁর দেখছি?"

জ্যোৎস্না হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "শুনেছি হয়েছে। তা তোমাদের বরাতে সইলো না বলছিলে, তোমার বাবুর বৌ কি মারা গিয়েছেন? কত্তা আবার বিয়ে দিলেন না কেন?"

সোনা বিষণ্নমুখে বলিল, "সে ঢের কথা মা, সে তখন আর এক দিন বলব। সোনার-পিত্তিমে ঘরে এয়েছিল মা, তা সইলো না। কত্তাদের কি এক ঝগড়া হ'ল, তারপর সেই যে বিয়ের কনে বাপের বাড়ী চ'লে গেল, আর এলো না।"

সোনা কথাটা শেষ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে বলিল, "লক্ষ্মী ঘরে থাকলে কি বাড়ী-ঘরের এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা হয়, মা? তা, তুমি এইখানে একটু ব'স মা, আমি চট ক'রে একবার দেখে আসি, জনমজুরগুলো খাট্‌ছে, না ব'সে ব'সে তামাক ফুঁক্‌ছে।"

সনাতন চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না দীঘির কালো জলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এই প্রশস্ত সরোবর, সংস্কারাভাবে অযত্নে অনাদরে হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে, শৈবালদামে জলাশয় ছাইয়া ফেলিয়াছে, ঘাটের শান ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে। এই প্রকাণ্ড উদ্যান কণ্টকগুল্মে ভরিয়া গিয়াছে, অট্টালিকার ছাদে ও অঙ্গে অশ্বত্থবৃক্ষ গজাইয়া উঠিতেছে। কেহ দেখিবার নাই, কেহ যত্ন করিবার নাই। প্রভুভক্ত বৃদ্ধ ভৃত্য আছে বলিয়া তবুও এই প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। কর্ত্তব্য—মনুষ্যত্ব—ইহা কি কথার কথা? সুদূর অতীতে যে পুরুষ-ব্যাঘ্র ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি আজ এ মর জগতের অপর পার হইতে এই শ্মশানের দৃশ্য দেখিয়া কি অশ্রু মোচন করিতেছেন?

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন দুর্জ্জয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। শিক্ষা, সভ্যতা, বংশের গৌরবের কি ইহাই পরিণাম? স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে যে এমন করিয়া এই উদ্যান ও সরোবরকে হত্যা করিতেছে, বহু প্রাচীন পিতৃপিতামহের বিষয়সম্পত্তি রসাতলে

দিতেছে, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়? আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ কোথায়, কোন দেশে না হয়? কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কে কবে এমন করিয়া কাপুরুষের মত আত্মাকে হত্যা করিয়া থাকে? যে লোক এমন করিতে পারে, এই প্রভুভক্ত বৃদ্ধ ভৃত্যের মনে দারুণ ব্যথা দিয়া আপনার কর্ত্তব্য হইতে দূরে পলায়ন করিয়া দায়িত্বহীন আরাম ও নিশ্চিন্ততায় জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার মত স্বার্থপর কে? তাহার জন্য কোন্ শাস্তি বিহিত?

জ্যোৎস্নার মনে হইল, যদি সে এই মানুষটার সাক্ষাৎ পায়, তাহা হইলে দুই চারিটা উচিত কথা শুনাইয়া দেয়। আলালের ঘরের দুলাল কেবল আত্মসুখান্বেষণের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, ভৃত্য-পরিজন সভয়ে তাহার আজ্ঞা পালনই করিয়া আসিয়াছে, কেহ ত কখনও তাহাকে উচিত কথা শুনাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই।

হঠাৎ পশ্চাতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া জ্যোৎস্নার দিবাস্বপ্ন ভগ্ন হইল, সে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, একটি লোক দ্রুতপদে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার হস্তে মৎস্য ধরিবার ছিপ, গলদেশে লম্বিত একটি ক্যানভাস ব্যাগ, বোধ হয়, মাছ ধরিবার সরঞ্জাম তাহার মধ্যে ছিল। আর পশ্চাতে প্রকাণ্ড কুকুর। সেই লোকটি আপন মনে বলিতেছিল, "বাঃ, সোনাদা' এই দিকেই রয়েছে ব'ললে—"

আগন্তুক কথার মধ্যস্থলে দারুণ বিস্ময়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া

থমকিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নাও বিস্ময়বিমূঢ়ের মত লজ্জা-সঙ্কোচ-হীন দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল, তাহার সমস্ত মুখচক্ষুর উপর দিয়া এক ঝলক রক্ত খেলিয়া গেল। সে তখনই অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আগন্তুক তাহার পথরোধ করিয়া বলিল,—"আপনি? আপনি এখানে? কি আশ্চর্য্য, চিন্‌তে পারেন নি বোধ হয়?"

ঝড়ের বেগে এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলিয়া আগন্তুক অপ্রতিভ হইয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না তখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই, তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বক্ষের মাঝে যেন সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইয়াছিল। চিনিতে পারে নাই সে? এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা সেই কোম্পানীর বাগানে, সে ত ভুলিবার নহে!

জ্যোৎস্না নীরবে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে আগন্তুক বাধা দিয়া বিষাদাভিমানজড়িত কণ্ঠে বলিল, "কি করেছি বলুন ত আপনাদের? সে দিন বাগানে আপনার বাবা—বাবাই বোধ হয়, কেমন না?—হাঁ, আপনার বাবা আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে আপনাদের নিয়ে চলে গেলেন, আজ আপনিও বিরক্ত হ'য়ে চ'লে যাচ্ছেন। তা বেশ, আপনি যাবেন কেন, আমিই যাচ্ছি।"

উত্তরের প্রত্যাশা না রাখিয়াই যুবক যেমন ঝড়ের বেগে আসিয়াছিল, তেমনই ঝড়ের বেগে চলিয়া গেল। প্রভুভক্ত

কুকুরও লম্ফ দিয়া প্রভুর অনুসরণ করিল। জ্যোৎস্না কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি অবনত, সে সাহস করিয়া মুখোত্তলন করিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। সেই মুহূর্ত্তে পুষ্করিণীর অপর তট হইতে সনাতন ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুকে দেখলে মা এই এই দিকে—আমাদের দাদাবাবুকে? এইমাত্র শুনলুম সকালের গাড়ীতে এসেছে, শুনেই ছুটে আসছি, কোথা গেল দেখি গিয়ে।" সোনা আর দাঁড়াইল না, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে যে সকল মালী ও দিন-মজুর ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহারাও তাহার অনুসরণ করিল। ঘাটে রহিল জ্যোৎস্না একাকী।

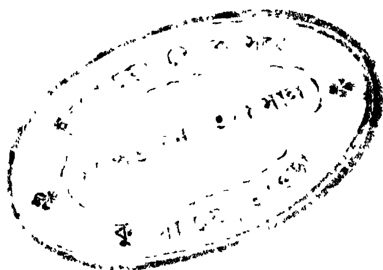
সে তখন আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। এই বাবু?—বাগানের মালিক? কি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর এই লোক! কিন্তু—কিন্তু—শিবপুরের বাগানে সে ত তাহার বিপদের সময় ছুটিয়া আসিয়াছিল—বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে নাই। এই লোকই কি এত ড় স্বার্থপর যে, পরের স্কন্ধে নিজের দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দিয়া কাপুরুষের মত কর্ত্তব্য হইতে দূরে সরিয়া যায়? এমন লোক কি হৃদয়বান্ হইতে পারে? এ কি প্রহেলিকা!

কে এ? সনাতন বলিল, তাহার বাবু। জমীদার, পিতৃমাতৃহীন, বিবাহিত, কিন্তু বিবাহের দায়িত্বও ত এই জমীদার অনায়াসে স্কন্ধচ্যুত করিয়াছে! তবে কি—

জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল সম্ভাবনার আশঙ্কায় গুরু গুরু করিয়া

কম্পিত হইল, একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার সমস্ত অন্তরকে যেন প্রচণ্ড আঘাতে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার পিতার নিকট আত্ম-জীবনের যে কাহিনী সে শুনিয়াছে, তাহার সহিত ত সনাতনের বর্ণনা সবই মিলিয়া যাইতেছে। তবে কি—তবে কি?—

জ্যোৎস্নার মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল, সে দুই হস্তে মাথা ধরিয়া জীর্ণ ঘাটের শাণের উপর বসিয়া পড়িল।



৭

রাত্রি এক প্রহর অতীত প্রায়। কলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল পরিশ্রম করিয়া তারকনাথ বাসায় ফিরিতেছিল। গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, কে একজন লোক তাহার বাসার গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত অমুচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে। তারক বিস্মিত হইল। এত রাত্রিতে তাহার ভ্রাতৃজায়ার শয়ন-কক্ষের গবাক্ষ-সান্নিধ্যে দাড়াইয়া কে এই লোকটা ভিতরে কাহার সহিত কথা কহিতেছে?

তারক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে কে?" কথাটা বলিবার সময় তারক সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাদের জানালা পার্শ্ব হইতে কে যেন তাহাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গেল। তারকের কপাল ঘামিয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিল, "কে হে তুমি;"

লোকটা তখনও এক পদ নড়িল না, জড়িত স্বরে বলিল, "তোর বাবা।"

তারকের মাথার রক্ত চন্‌-চন্‌ করিয়া উঠিল, সে তখনই উদ্যতমুষ্টি হইয়া তাহার দণ্ড-বিধানের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু লোকটাকে মত্তাবস্থায় দেখিয়া হস্ত নামাইয়া লইল, বলিল, "বাবা? মুখ সাম্‌লে কথা কোয়ো, ছোট লোক কোথাকার!"

লোকটা তখনও গবাক্ষ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারকের ভৎর্সনায় তাহার চৈতন্য বিশেষ সজাগ হইয়া উঠিল, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, "ছোঁড়া, মরণ ডেকে আন্‌লি? গুপে গুণ্ডাকে গাল দেয়, এমন বাপের বেটা আছে কে বাগবাজারে?" বলিয়াই সে মুষ্টি উঠাইয়া তারককে মারিতে গেল, কিন্তু মুষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জানালার গরাদের উপর পড়ায় বিষম বাধা পাইয়া সে সশব্দে ভূতল-শায়ী হইল। তারক হাসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল,—লোকটার হাত কাটিয়া রক্তস্রোত বহিতেছে। পথের খোয়ায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়াছে। তারক তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র গুপে গুণ্ডা, ওরফে গুপীনাথ কপালী, সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রোধ ও ঘৃণা-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "যা বেটা, আজ বড় বেঁচে গেলি। কিন্তু এক দিন যদি তোর রক্ত না দেখি ত আমার নাম গুপে গুণ্ডা নয়।" লোকটা প্রায় একরূপ টলিতে টলিতে স্থান-ত্যাগ করিল। তারক তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, তাহার পর গম্ভীরমুখে ঘরে প্রবেশ করিল। ক্ষণ-পূর্ব্বে গবাক্ষের অন্তরালে সে একখানি

মুখ দেখিয়াছিল,—সেখানি—সেখানি তারকের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া সে দাওয়ার উপর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বর্ষীয়সী জননী তন্দ্রাকাতরা হইয়া তাহাকে আহারের জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন—সে তাহা শুনিয়াও শুনিল না।

সারদাসুন্দরীর তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেলে, তিনি যখন তাহার সমীপস্থ হইয়া ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন না, তখন বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সদানন্দ পুত্র ত এমন অসম্ভব গম্ভীর কখনও হয় না। তাঁহার কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হইল, পুত্র কেবল বলিল, "বউ কি শুয়েছে, মা?"

গৃহিণী রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "তাঁর কথা তিনিই জানেন, আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ রাখি নে। আয় বাপু, খাবি আয়, বউ বউ করেই অজ্ঞান, বউ যে কি ধনী, তা ত জান্‌লি নি।"

তারক বলিল, "না মা, খাব না, অবেলায় খেয়ে ক্ষিদে হয় নি। তুমি শোও গে, আমি দোরে খিল দিয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু মা ছেলের নিষেধ সত্ত্বেও বকিতে বকিতে ভাতের থালা বাড়িয়া দিলেন। তারক উঠিয়া ভ্রাতৃজায়ার কামরার দ্বারে গিয়া ডাকিল, "বৌ, ঘুমিয়েছ?"

ভিতর হইতে কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না, ঘরের আলোকও নির্ব্বাপিত। তারক আর একবার ডাকিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া জননীর পুনঃ পুনঃ আহ্বান উপেক্ষা করিতে

না পারিয়া আহারে বসিল, কিন্তু এক গ্রাসও মুখে তুলিতে পারিল না। কেবল বলিল, "দাদার চিঠি পেয়েছ মা, কবে ছুটী হচ্ছে ?"

মা বলিলেন, "দাসী-বাঁদী ও সব খবর কোথা পাবে, বাবা ? যারা চিঠি পায়, তারা পেয়েছে, তারা খবর বলতে পারে।"

তারক ছোট একটু "হুঁ" দিয়া ভাত নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং তন্ময় হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিতে দেখিল, শ্রান্তা, ক্লান্তা বর্ষিয়সী জননী দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়া ঝিমাইতেছেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া জননীকে তুলিয়া দিল। তাহার পর উভয়ে শয়ন করিল।

রাত্রিটা তাহার দুশ্চিন্তায় কাটিল। পরদিনও সে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লগিল। কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে সে সঙ্কুচিতভাবে তাহার ভ্রাতৃজায়াকে জিজ্ঞাসা করিল,, "দাদার চিঠি পেয়েছ, বৌ ? আমায় ত কিছু লেখে নি। কবে আসছে লিখেছে ?" তরলা বলিল, "ছুটীর আর দশ দিন আছে।"

হঠাৎ তারক কাতর দৃষ্টিতে তরলার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এখানে কি তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে, বৌ ? একটা ঠিকে ঝি রেখে দেবো ? অভ্যেস নেই তোমার—কি বল ?"

প্রশ্নের মধ্যে কতখানি স্নেহ ও আদর প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন-কর্ত্তার মনটাকে জড়াইয়া ছিল, তরলার তাহা বুঝিয়া লইতে

বিলম্ব হইল না। সরল শিশুর মত এই দেবরটি! তাহারও মনটা নরম হইয়া আসিল। সেও স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, 'না, কেন, কষ্ট কিসের? ঠাকুরপো যেন কি! ঘর-সংসার করতে গেলে অমন কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে, ওতে কি বেটাছেলেরা কাণ দেয়?" তরলার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল

তারকের বক্ষের উপর হইতে যেন জগদ্দল পাষাণের গুরুভার নামিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস নির্গত হইল। সে আরও মিনতির স্বরে বলিল, "আমরা গরীব ব'লে তোমায় মনের মত ক'রে রাখতে পারি নি, বৌদি। আর তিনটে মাস আমায় সময় দাও, আমার বাইসম্যানি পাকা হ'লে, কোন কষ্টই আর হবে না।"

তরলা হাসিয়া বলিল, "কষ্ট কি, ভাই! তোমার মত লক্ষ্মণ দেওর থাকতে কষ্ট কি আবার?"

তারক তাহার হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, "না, বলছিলুম কি, বাইসম্যানের পূরো মাইনেটা পেলেই সীতানাথ দের ঐ একতলা কোঠাবাড়ীটায় উঠে যাব। দাদা একলা ক'দিক সামলাবে বল দিকি।"

'দাদার' নামটি যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই কার্য্য করিল। এতক্ষণ তরলা প্রফুল্লমনে হাসিয়া দেবরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এই নাম শ্রবণের পর তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মুখরা চপলা অমনই তীব্রকণ্ঠে বলিল, "অত সুখে আর কায নেই, যা আছে, তাই থাকলে হয়। সত্যি

বলছি ভাই, তুমি আছ বলেই এখানে তিষ্ঠে আছি, নইলে এ বাড়ীতে কাক-চিল বাস করে ?”

তারকের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে চাহে সকলে মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! ঘরে কি এতটুকুও শান্তি নাই ? কি আশ্চর্য্য! ইহারা কেহই তাহার দাদার দিকে চাহিল না ?—তাহার শিবতুল্য দাদা! তাহার মনে ঈষৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে বলিল, “তা যাই বল বউ, দাদা আমার গরীব গোমস্তা হলেও বংশে খাটো নয়, আমার মত মুখ্খুও নয়। দাদার মত মানুষ হাজারে ক'টা ?”

তারক দাঁড়াইল না, হন্ হন্ করিয়া কাযে চলিয়া গেল। তরলা নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহার পর আরও দুই চারি দিন তারক গুপীনাথকে তাহাদের গৃহের আশে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। তাহাকে দেখিলেই গুপীনাথ নিমিষে সরিয়া যাইত। তারকের মন বিষম সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। লোকটার মতলব কি ? সে সঙ্কল্প করিল, এক দিন সে সুযোগ মত তাহাকে ধরিয়া এ বিষয়ে বোঝাপাড়া করিয়া লইবে। এক দিন সত্য সত্যই সেই সুযোগ ঘটিয়া গেল।

সে দিন কলে অতিরিক্ত কায করিবার প্রয়োজন ছিল না। তারক সকাল সকাল কলের কায সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। মনটা তাহার ভাল ছিল না। জ্যেষ্ঠাগ্রজের পত্র পাইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মস্থলে কয়দিন হইতে কলেরা দেখা দিয়াছে। তারক

কলেরাকে যমের মত ভয় করিত। সে জানিত, বিষাক্ত সাপে দংশন করিলে যেমন মানুষের নিস্তার নাই, তেমনই এই ভয়ঙ্কর রোগ মানুষকে একবার আক্রমণ করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। পত্র পাইয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে অগ্রজকে পত্র পাঠ চলিয়া আসিতে লিখিল, ছুটী মঞ্জুর না হইলে কর্ম্মে জবাব দিতেও যেন দ্বিধাবোধ না করে, ইহাও সে লিখিয়া দিল।

কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে সে গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। গলির মধ্যস্থ কুস্তির আখড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সে দেখিল, একটা লোক বুক ফুলাইয়া হেলিয়া দুলিয়া খালের দিকে চলিয়াছে—সে গুপীনাথ।

তারক তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তোমাকেই খুঁজছিলুম। আমার বাড়ীর জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি কেন হে তোমায়? কি ভেবেছ?" গুপীনাথ প্রথমটা বিস্মিত হইল—ক্ষুদ্র মেষশাবক, ব্যাঘ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে জল ঘোলা করিল কেন? তাহার পর সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "যদিই দাঁড়াই, তোর কোন্ বাবা কি কর্‌তে পারে?"

তারক ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া এক লম্ফে তাহার অঙ্গের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! মানুষ রুদ্ধ লৌহদ্বারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে দ্বারের যে ক্ষতি হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গুপীনাথ বজ্রের মত ভীষণ মুষ্টি উত্তোলিত করিয়া এক আঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী করিয়া দিল, তারকের ললাটদেশ

হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িল, সে মাত্র একটি আর্ত্তনাদ করিয়া প্রায় অচৈতন্যের মত পড়িয়া রহিল।

আখড়ার মধ্য হইতে একটি লোক এই সময়ে বহির্গত হইতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল; দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তারকনাথকে ধরিয়া তুলিল, বলিল, "ইস্! রক্ত যে গড়িয়ে পড়ছে। ওরে ভবা, শীগগির্ আয় তোরা এদিকে, আহা হা, বাচ্চা ছেলে!"

তরুণের দল হৈ হৈ করিয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া আসিল, কাহারও দেহ নগ্ন, মৃত্তিকালিপ্ত, কেহ মাত্র কৌপীনধারী, কেহ বা বস্ত্র পরিধান করিতে করিতেই বাহির হইয়া আসিয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া অন্য লোক হইলে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িত, কিন্তু গুপীনাথ সে ধাতুতে গঠিত নহে। সে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "আহা হা, কচি খোকা! একটা ঘুষির ভর সইতে পারে না, এসেছে তেড়ে মারতে।"

তারকনাথ ততক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, আখড়ার ব্যায়াম-বীররা তাহার আঘাতস্থল তখন জল দিয়া ধুইয়া দিতেছে। তারকনাথ ভগ্নস্বরে বলিল, "ক্ষমতা নেই, নইলে তোর মুখ লাথি মেরে ভেঙ্গে দিতুম জানিস—"

গুপীনাথ বন্য মহিষের মত তাহাকে আবার তাড়া করিয়া আসিল। কিন্তু এবার তাহার যাওয়াটা তত সহজ হইল না। যে লোকটি তারককে প্রথমে আসিয়া ধরিয়া তুলিয়াছিল, সে বজ্রমুষ্টিতে গুপীনাথের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। সে

রণেন্দ্র। গুপীনাথ বাধা পাইয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, ভীষণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া রণেন্দ্রকে প্রহার করিতে গেল। কিন্তু সে চেষ্টাও তাহার ব্যর্থ হইল। রণেন্দ্র অতি সহজে সুদক্ষ কৌশলে তাহার আর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া এমন মুচড়াইয়া ধরিল যে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল। রণেন্দ্র জিজিৎসু জানিত।

গুপীনাথ ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া ইতর ভাষায় গালি পাড়িয়া রণেন্দ্রের মুষ্টি হইতে হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রণেন্দ্রকে দুই এক পদাঘাত করিতেও ক্ষান্ত হইল না, চীৎকার করিয়া বলিল, "শালা, চিনিস নি আমায়? আমি গুপে গুণ্ডা।"

রণেন্দ্রের বন্ধুরা তাহার ইতরামি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে গেল। রণেন্দ্র সঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া মৃদু হাসিয়া গুপীনাথকে বলিল, "ধীরে বন্ধু, ধীরে! তুমি গুপে গুণ্ডাই হও আর গুপে মেড়াই হও, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তোমার গুণ্ডামী এই বালকের উপর ফলাচ্ছিলে কেন বল ত? লড়তে চাও, চল, আখড়ার মধ্যে। এদের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছে লড়তে চাও লড়বে। কেমন হে?"

বন্ধুরাও চীৎকার করিয়া বলিল, "আলবাৎ।" খুব একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। গুপীনাথের দেহখানা ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রণেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। রণেন্দ্র সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তারকের অঙ্গে

হস্তাবমর্ষণ করিয়া সস্নেহে বলিল, "কেমন হে ছোকরা, ব্যথাটা কমেছে একটু ? এস, আখড়ার মধ্যে গিয়ে একটু জিরুবে চ..।"

রণেন্দ্র তারককে লইয়া আখড়ায় প্রবেশ করিতেছিল, বন্ধুরাও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, এমন সময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় গুপীনাথ বাধা দিয়া বলিল, "কোথা যাবি, শালা"—

কিন্তু কথাটা তাহাকে শেষ করিতে হইল না, রণেন্দ্রের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সে টলিয়া আখড়ার বেড়ার গায়ে পড়িল। রণেন্দ্র একবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "ফের গাল ? সাহস থাকে, শক্তি দেখা, মুখ খারাপ করলে মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

রণেন্দ্র কথাটা বলিয়া গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া বন্ধুদের হস্তে অর্পণ করিয়া সংঘর্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ব্যায়াম-পুষ্ট বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ গেঞ্জির আবরণসত্বেও স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইল।

গুপীনাথ একবার অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল। তাহার পর বলিল, "একদিকে এত জন, আর আমি একলা। আচ্ছা এর পর"—

রণেন্দ্র বলিল' "মুখে ও সবাই ব'লে থাকে। সব বেটাকেই জানা আছে।"

পথে জনতা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা লোক বাজার হইতে দুইটা ঝুনা নারিকেল কিনিয়া লইয়া যাইতেছিল। রণেন্দ্র তাহার হস্ত হইতে একটা নারিকেল লইয়া বলিল, "আচ্ছা, কার

কত জোর আছে, জানাই যাবে এতে। ভাঙ্গ ত হে গুণ্ডা, এই নারকোলটা টিপে।"

গুপীনাথ রুষ্ট স্বরে বলিল, "তামাসা করবার যায়গা পাও নি আর? মানুষে হাতে নারকোল ভেঙ্গে থাকে না কি?"

রণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না ভাঙ্গলে তোমায় বলবো কেন? দেখ, ভেঙ্গে দিচ্ছি।" রণেন্দ্র একটি নারিকেল লইয়া দুই হস্তের মধ্যে ধরিয়া চাপ দিল, তাহার মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল। জনতা নীরব নিথর হইয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল—সকলেরই মুখে ঔৎসুক্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে মড়মড় শব্দে নারিকেল ভাঙ্গিয়া পড়িল! জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া রণেন্দ্রের প্রশংসায় মুখর হইল।

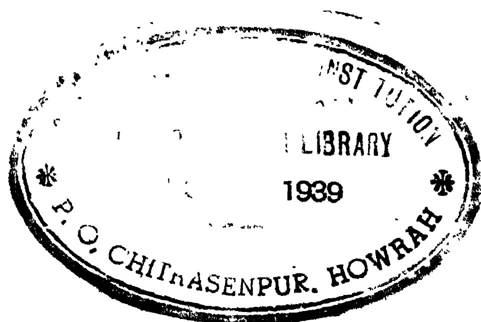
গুপীনাথের মুখখানা কালো আঁধার হইয়া গেল, সে তবুও বলিল, "নারকেলটা পচা ছিল।"

রণেন্দ্র বলিল, "বেশ আর একটা রয়েছে, এটা না হয় তুমিই ভাঙ্গো।"

গুপীনাথ নারিকেলটা লইয়া একবার প্রাণপণ শক্তিতে চাপ দিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। সে আরও দুই তিনবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন বারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

রণেন্দ্র তাহার হস্ত হইতে নারিকেলটি লইয়া বলিল, "কি হে, দেখলে, নারকোলটা ভাল, না পচা? পচা নয় বোধ হয়? দেখ, এটাকেও ভাঙ্গি।"

কথামত কার্য্য সম্পন্ন করিতে রণেন্দ্রের এক মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। জনতা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। গুপীনাথ আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, সে যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।" রণেন্দ্র হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই প্রাণ-খোলা হাসি স্থানটার বিকট গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া দিল।



৮

রাজেশ্বর বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন। জ্যোৎস্না আর পূর্ব্বের মত গ্রামের পথে ভ্রমণে বহির্গত হয় না। পিতার নিষেধাজ্ঞা হইতেও তাহার আরও একটা বড় ভয়ের কারণ ছিল,—যদি দেখা হয়! সেই অপরিচিত অথচ পরিচিত আগন্তুক যদি এই গ্রামেই অবস্থান করে! এ খবর সে রাখে না, রাখিবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। যাহার সহিত ইহকালের সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াও ইহ-জীবনের মত ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার উপস্থিতিতে কোন কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তবু—তবু সেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা মনে পড়িলে বক্ষ দুরু দুরু করে কেন? যদি সে গ্রামে উপস্থিত থাকে, তবে হয় ত ঘটনাক্রমে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইতে পারে। সে বিপদ স্বেচ্ছায় আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি?

কিন্তু তাহার উপস্থিতির সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন না হইলেও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী তাহার উপস্থিতির কথা প্রায় নিত্যই

জানাইয়া দেয়। সে দেখে, সম্মুখের উদ্যান ও উদ্যান-বাটিকার আকৃতি প্রকৃতির নিত্যই পরিবর্ত্তন হইতেছে—সেই শ্মশানের বিকট নীরবতা নিত্য ভঙ্গ হইতেছে—লোক-লস্করের হাঁকডাকে উদ্যান কোলাহলমুখরিত হইতেছে, নিরাভরণা বিধবা যেন সালঙ্কারা হইয়া উঠিতেছে। কখনও সে শুনিতে পায়, সনাতন লোক-লস্করকে ধমক দিয়া শাসাইতেছে, "বিকেলে এসে বাবু যদি পুকুর-পাড়ের এ ঝোপটা দেখতে পায়, তা হ'লে অনর্থ বাধাবে ব'লে দিচ্ছি।" আজ তরিতরকারির ডালি, কাল ফুল-ফলের; কিন্তু তাহাদের আলয়ে কিছুই ত গৃহীত হয় না। সুধা ছুটিয়া আসিয়া আনন্দে করতালি দিয়া বলে, "অ-দিদি, অ-দিদি! দেখবে এস না, রণেন বাবু কত বড় একটা রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে। খাসা লোক, না দিদি?" কিন্তু রামধনিয়ার ত সে সওগাদ লইবার হুকুম নাই!

এক দিন এ জন্য সনাতন তাহাকে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল, "বাবুর জিনিষ বাবু দিয়েছে, নেবে না কেন, মা লক্ষ্মি?" জ্যোৎস্না মহা বিপদে পড়িল, কথার উত্তর দিতে সে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সে অন্য কথা পাড়িয়া মিষ্ট কথায় সনাতনকে ভুলাইয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল!

রামধনিয়া দুই তিন দিন খবর দিয়াছে, বাগানের জমীদার বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। অমনই জ্যোৎস্নার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়াছে, ধমনীতে রক্তের স্রোত তীরবেগে বহিয়াছে! কিন্তু সে যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর অকম্পিত রাখিয়া জবাব

দিয়াছে, পিতা এখানে নাই, কাযেই সাক্ষাৎ হইবে না। তবু তিনি সাক্ষাতের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে ছাড়েন নাই।

জ্যোৎস্নার মন রণেন্দ্রের ব্যবহারে কি ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিত? সে কেবল ভাবিত, পিতা এত দিন পরে এখানে বাস করিতে আসিয়া ভাল করেন নাই। কত দিন সে মনে করিয়াছে, এ বিষয়ে পিতাকে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিবে, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই।

এক দিন অপরাহ্নে জ্যোৎস্না তাহাদের বাগানের ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ের সদ্য-সংস্কৃত শাণের ঘাটে বসিয়া এই সমস্ত কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিল। গৃহে রামাবতারের পত্নী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পিতা কলিকাতায়, পিসীমাতা সুধাকে লইয়া বামুনপাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন, মালী ও রামধনিয়া হাটে গিয়াছিল।

জ্যোৎস্না অতীত ও বর্ত্তমানের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। তখন অস্তগমনোন্মুখ সহস্ররশ্মির রক্তরশ্মিজাল পশ্চিমগগনপ্রান্তে সিন্দুর লেপিয়া দিয়াছিল। বাতাসের মৃদুমন্দ আন্দোলনে সরোবরের কালো জলে ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছিল। ঝাউ-দেবদারুর পত্ররাশি সর্ সর্ শব্দে খসিয়া পড়িয়া বীথিকার বক্ষে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রহিয়া রহিয়া পাখীর কূজন বকুলশাখার পত্রান্তরাল হইতে আকাশে ভাসিয়া আসিতেছিল। বায়ুতাড়িত সরোবরের কালো জলের উপর আকাশের রাঙ্গা ছবির প্রতিচ্ছায়া

পড়িয়া আন্দোলিত হইতেছিল। কতকাল—কতকাল পূর্ব্বে এই ভদ্রাসনে তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল—তং-ন সে কতটুকু—সে কথা ত তাহার বিন্দুমাত্র মনে নাই, সর্ব্বধ্বংসী কাল তাহার স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে!

"ওঃ এখানে আপনি? ফটক ভেজান ছিল, ভিতরে এসে কারও সাড়াশব্দ পেলুম না। দু'টো কথা ব'লতে এলুম ব্রজেশ্বর বাবুকে—তিনি কি বাড়ীতে নেই?"

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বিস্ময়ের অবকাশে রণেন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখুন, বড় জরুরী কায, দুটো কথা বলতে এসেছিলুম, বেশী না। এই চাতালটার এক পাশে বসতে পারি কি?"

জ্যোৎস্না কোন উত্তর না দিয়া অবনত-মস্তকে স্থান ত্যাগ করিতে গেল। রণেন্দ্র নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও অপমানাহত স্বরে বলিল, "দেখুন, পথের ভিখিরী অতিথি এলেও গেরস্ত তাকে দাঁড়াতে বলে, দু'মুঠো দেবার জন্যে। অন্ততঃ দেবে কি না দেবে, ব'লে দেয়। আমি মান-অপমানের কথা মনে না করেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম, তা কথাটাও শুনে যাবেন না?"

জ্যোৎস্না চমকিয়া দাঁড়াইল। রণেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এমন একটা করুণ মিনতির বিষাদপূর্ণ ঝঙ্কার উঠিল যে, তাহা তরুণীর হৃদয়তারে আঘাত করিয়া সশব্দে বাজিয়া উঠিল।

রণেন্দ্র বলিয়া চলিল, "আপনার পিতা এখানে নেই। সুধা

বালক, কাযেই জরুরী একটা কথা, যা না বললেই নয়, আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা ব'লে যাই ? ক'দিন চেষ্টা ক'রে ফল পাই নি। ভেবেছিলুম, রাজেশ্বর বাবু ফিরে এসেছেন, তাই এসেছিলুম। তিনি আসেন নি, কিন্তু সময়ও আমার আর নেই। শীগ্‌গীর—বোধ হয়, আজ রাতেই—আমায় এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু ফিরবো কবে জানি নে, হয় ত আর ফিরবোই না। তাই কথাটা আপনাকে না ব'লে যেতে পারছি না।"

জ্যোৎস্না ঘামিয়া উঠিল, এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। প্রতি মুহূর্তেই সে তাহার ভ্রাতা ও পিতৃস্বসার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ যেন তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের নামগন্ধও নাই। সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "যা বলবার, কল্‌কাতায় বাবাকে গিয়ে ত বলতে পারেন।"

বাঁধ ভাঙ্গিলে রুদ্ধ জলস্রোত যেমন উদ্দাম অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া বাহির হয়, রণেন্দ্রের মনের কপাট উন্মুক্ত হইবার অবসর পাইয়া কথার স্রোত জ্যোৎস্নাকে সেই ভাবে ভাসাইয়া দিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "না, তা পারি নে, বোধ হয়, সে সময়ও পাব না। কলকাতায় কবে ফিরবো, তাও জানি নে ; তাই আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, দয়া ক'রে শুনুন। আপনারা এখানকার বিষয় সম্পত্তির জন্যে আমার নামে নালিশ করেছেন, শুনলুম। কিন্তু আইন-আদালত করবার দরকার কি ? ন্যায্য-মতে এ সব সম্পত্তিই আপনার, আমার এতে কোন অধিকার

নেই। মরবার আগে আমার ঠাকুরদাদা এ সব বিষয়-সম্পত্তি আপনার নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যা ঘটে গিয়েছে, যদিও তার জন্যে আমি দায়ী নই, আপনিও নন, তা হ'লেও ইহজন্মে বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলনের কোন আশা নেই। এ কথা আপনার বাবা উকীলের চিঠি দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

জ্যোৎস্না বিচলিত হইয়া উঠিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "এ সব কথা আমাকে না ব'লে বাবাকে লিখে দেবেন।"

রণেন্দ্র পূর্ব্বের মত দ্রুত কণ্ঠে, অধীর আবেগে বলিয়া গেল, "না, তা হবে না। আপনার বাবা বোধ হয় আমার চিঠি পড়বেন না, না পড়েই ছিঁড়ে ফেলবেন। কথাটা এমন কিছু না, এই গাঁয়ের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। বলেইছি ত, ঠাকুরদাদা মরবার সময়ে আপনার কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুশোচনা ক'রে দানপত্র ক'রে গিয়েছেন, বোধ হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে। ধরতে গেলে ন্যায়তঃ বিষয় এখন আপনার, সে সব কথা তাঁর দানপত্রে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। আমি সেই দানপত্র তাঁর মৃত্যুর পর প'ড়ে আপনাদের বিস্তর খোঁজ করেছি, কিন্তু ফল পাইনি। যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, এই গ্রামের বিষয় আপনার, সে দিন থেকে তার উপস্বত্বও ভোগ করি নি, যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনই রেখে দিয়েছি। এই নিন দানপত্র।"

রণেন্দ্র একটা কাগজের তাড়া জ্যোৎস্নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। কি জানি কেন, জ্যোৎস্না একটা কথা বলিবার লোভ

সম্বরণ করিতে পারিল না। "যেমন অবস্থায় পেয়েছিলেন, তেমনই রেখে দিয়েছেন ?"

রণেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক! ও কথাটা বলতে পারেন বটে। তা দেখুন, আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকৃতুম, বিষয়-সম্পত্তি দেখবার অবকাশ পেতুম না। ঠিক করেছিলুম, যাঁর বিষয়, তাঁর সন্ধান পেলে তাঁর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু সন্ধানও পাই নি, নিজেও দেখি নি। সে জন্যে এ সব নষ্ট হয়ে গেছে বটে। এর জন্যে নিশ্চয়ই আমি দায়ী। তা, এবার এসে —যে দিন আপনাদের পরিচয় পেয়েছি—সেই দিন থেকে এসে যতটা সম্ভব ত্রুটি শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা করছি। এখন একবার বাগানটা দেখে আসবেন, কতটা কি করতে পেরেছি। বাকীটা শুধরে নেবার জন্যে আপনার নামে ব্যাঙ্কে কতকটা নগদ টাকা জমা রেখে দিয়েছি, এই নিন তার চেক-বই। যারা এ সব বিষয়-আশয় দেখছিল, কাযে তাদেরই রেখে দিয়েছি। তাদের কোন অপরাধ নেই, তারা বারবার আমার অকর্ম্মণ্যতার জন্য অনুযোগ করেছে। ইচ্ছে হ'লে আপনি তাদের রাখতে পারেন, না হ'লে ছাড়িয়ে আপনার নিজের পছন্দমত লোক রাখতে পারেন। তবে সোনাদা'—থাক্ গিয়ে—আমি এখন চল্লুম। নমস্কার।" রণেন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইল।

জ্যোৎস্না কাগজের বাণ্ডিলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এ সব কেন রেখে যাচ্ছেন! আমি ত ওসব নিতে পারব না। আপনি বাবাকে দেবেন।"

রণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, এতে ত কোন গোলের কথা নেই। বিষয় আপনার, আপনি মালিক—এতে আর কারো মতামতের ত দরকার নেই।"

জ্যোৎস্না বলিল, "না, আমাদের অধিকার নেই। বিশেষ যেখান থেকে এ দান এসেছে, তা নেওয়া আমাদের উচিত কি না, তা বাবা বলতে পারেন, আমি জানি না।"

রণেন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? শুনেছি, আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। মৃত্যুকালে যিনি অনুতাপ ক'রে গিয়েছেন, নিজের ভুল বুঝে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গিয়েছেন,—তাঁকে পরলোকে তৃপ্তি দেবার জন্যেও ত অন্ততঃ আপনার এ দান নেওয়া উচিত। দেখুন, মানুষে মানুষে রাগারাগি হয়, কিন্তু মরা মানুষের উপর কি রাগ ক'রে থাকতে হয়?"

জ্যোৎস্নার মুখে কথা যোগাইল না, সে কি উত্তর দিবে? তথাপি সে দলিলগুলি রণেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিল।

রণেন্দ্র বিষণ্ণ মুখে বলিল, "তা হ'লে দয়া করবেন না? আচ্ছা, দলিলগুলো আপনি না নিলেও ক্ষতি নেই, ও সব রেজেষ্ট্রী করা আছে। তবে চেক-বইখানা? ওখানাও নেবেন না? না নিন, তবুও রইলো। জানি, যা আপনার ন্যায্য প্রাপ্য, তা দিয়ে গেলুম, নিন বা না নিন, আমি আর দেখতে আসবো না।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া রণেন্দ্র দ্রুতপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

জ্যোৎস্না নিস্পন্দ, নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে কিছু পরে দলিলগুলি কুড়াইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিল, সে এইগুলি লইয়া কি করিবে? এখনই সরোবরের শীতল বারিরাশির মধ্যে কি ঐগুলির সমাধির ব্যবস্থা করিবে, না রাখিয়া দিয়া পিতার মতামতের জন্য অপেক্ষা করিবে?

বাণ্ডিলের সাদা ধপ্‌ধপে খামের মোড়কের উপর মুক্তার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর করকমলে তাঁহার পরিত্যক্ত স্বামীর শ্রদ্ধার উপহার।

শ্রীরণেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী।"

মুগ্ধনেত্রে জ্যোৎস্না সেই অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, যেন অক্ষরগুলির প্রাণস্পন্দন হইতেছে, যেন সেগুলি নাচিয়া নাচিয়া অতীতের কত কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রণেন্দ্রনাথ তাহার স্বামী! অথচ পত্নীর অধিকার হইতে সে বঞ্চিত। বিধাতার এ কি রহস্যলীলা?

অকস্মাৎ তাহার মোহভঙ্গ হইল—দেখিল, রণেন্দ্রনাথ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। রণেন্দ্র কোন ভণিতা না করিয়াই বলিল, "হাঁ দেখুন, আর একটা ভিক্ষে চাইবো ব'লে ফিরে এলুম। বোধ হয় আপত্তি হবে না?"

জ্যোৎস্না বলিল, "ভিক্ষে? আমার কাছে?"

রণেন্দ্র বলিল, "হাঁ, আপনার কাছে। বাগানবাড়ীর যে দিক্‌টা একেবারে পোড়ো, মাস দুই তিনের জন্যে ঐ দিকের দুটো কুঠরী আমি ধার চাই, এর জন্যে আপনি যা ভাড়া ধার্য্য করবেন

দেবো, আপনি মাস মাস সোনাদা'র কাছেই পাবেন, দরকার হয় যদি, এখনই সব ভাড়াটাও দিয়ে দিতে পারি—"

জ্যোৎস্না ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আপনার বাড়ী, আপনি থাকবেন, তাতে আমাদের কি ? আপনি দলিলপত্র নিয়ে যান, আমি নেবো না।"

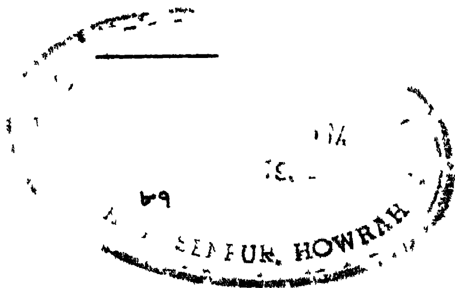
রণেন্দ্র দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া গিয়া বলিল, "বলেইছি ত, নিন বা না নিন, কিছুই এসে যায় না।"

রণেন্দ্র নমস্কার করিয়া যাইতেছিল, জ্যোৎস্নার মুখে চোখে হঠাৎ একটা দুষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। সে বলিল, "এই যে বললেন, কোথায় যাবেন ঠিক নেই, তবে ঘর নিয়ে কি হবে ?"

রণেন্দ্র বলিল, "ওঃ, আপনি তা মনে ক'রে রেখেছেন ? দেখুন, আমি থাকবো না, আমার এক বন্ধু দিন কতক থাকবেন, মন হ'লে হয় ত কখনও ক্বচিৎ আমিও ঘণ্টা কতকের জন্যে আসতেও পারি।"

রণেন্দ্র আর দাঁড়াইল না।

সে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ জ্যোৎস্না চাতালের উপর বসিয়া দলিলপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু ভিতরে কি আছে, খুলিয়া দেখিল না, উহাতে তাহার আগ্রহ ছিল কি না, সে-ই বলিতে পারে।



৯

কালীনাথ তোফা আরামে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিল। রণেন্দ্রের কৃপায় তাহার কোন অভাব ছিল না। রণেন্দ্র গ্রামে আসিয়াই তাহাকে বাগানবাড়ীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। সে আসিয়াই লোক-লস্করকে হাত করিয়া লইয়াছিল। তাহাকে সকলেই হুকুমবরদার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। কেবল একজন লোক তাহাকে বিশেষ আমল দেয় নাই। সে সনাতন মালী।

কালীনাথ সুচতুর এবং বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ক ছিল। সে দুই চারি দিনের মধ্যেই রণেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তির হদিশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। রণেন্দ্রের বিবাহিত জীবনের অনেক কিছুই সে জানিত। তাহার পর রণেন্দ্রের নিকট যখন সে জ্যোৎস্না-ময়ীদের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিল, তখন সে মনে মনে তাহার কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া লইল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যের অপার সাগর হইতে চতুর ডুবুরী হইলে অনেক মণিমুক্তা আহরণ করিতে পারে, এ কথা সে বিলক্ষণ বুঝিয়া

লইল। রণেন্দ্রকে সে ভালমানুষ অর্থাৎ 'বোকা' বলিয়া জানিত, এ জন্য সে প্রতি কার্য্যেই তাহার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। কিন্তু গোল বাধিল সনাতনকে লইয়া। বুড়া বড় দুষ্ট, তাহাকে যে রাজা উজীর মারিয়া ভুলান যায় না, তাহা সে দুই দিনেই বুঝিয়া লইয়াছিল।

এক দিন সে বাগানের লোক-লস্করকে দিয়া বাগানবাড়ী পরিষ্কৃত করাইয়া লইবার সময় তাহাদিগকে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির পূর্ব্ব-পরিচয় দিতেছিল। তাহাদেরও মস্ত জমীদারী ছিল, এইরূপ এক-আধটি নহে, কত বাগানবাড়ী ছিল। জমীদারী করিয়া সে ঘুণ হইয়া গিয়াছে। সাধে কি রণেন্দ্র তাহাকে দেখাশুনা করিবার জন্য এখানে আনিয়াছে? কত সাধ্য-সাধনার পর তবে না সে সম্মত হইয়াছে। কেবল অত্যন্ত আপনার জন বলিয়া, আর তাহার মাথার উপর কেহ নাই বলিয়াই সে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া রণেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তির তদারক করিতে আসিয়াছে। যে ভীষণ রকমের সব গলদ আছে, তাহার সংস্কারসাধন করিতে যে কত সময় ও পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহা সে-ই জানে।

অবশ্য এ সমস্ত কথা রণেন্দ্র ও সনাতনের অসাক্ষাতেই যে হইয়াছিল, তাহা বলার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। সনাতন যখন বিস্মিত লোক-লস্করের প্রমুখাৎ সকল কথা অবগত হইল, তখন কেবল ঈষৎ হাস্য করিল, কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না। নির্জ্জনে সে কালীনাথের পূর্ব্ব-ইতিহাস স্মরণ

করিল। জমীদার! জমীদারই বটে! তাহার সদাশিব বাবুর অন্নে যখন এই কালীনাথ প্রতিপালিত হইত, তখন পাণ-চুরুট-ওয়ালা বা মণিহারী দোকানদার অথবা লেমনেড-বরফওয়ালার তাগাদার চোটে তাহাকে অস্থির হইতে হইত। সে তখন বাবুর সহিত কলিকাতায় থাকিত। সে সকল দেনা তাহাকেই অনেক সময় মিটাইতে হইত, আবার কখনও কখনও মোটা রকমের দেনা হইলে তাহার বাবুর কাণে সে কথা উঠিত, তখন হাঙ্গামা মিটিত। রণেন্দ্র এ জন্য তাহার নামে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা দিয়া রাখিয়াছিল। কালীনাথ যখন শাল-আলোয়ানওয়ালা অথবা জামা-কাপড়ওয়ালার জন্য চেক কাটিতে আরম্ভ করিত, তখন চেকের বহর যে কোথায় গিয়া পৌছিত, তাহা কালীনাথ বুঝিয়াও বুঝিত না। শেষে এমন হইত যে, পাওনাদার তাহার চেকের টাকা কখনও পাইত না। হ্যাণ্ডনোট কাটিতেও সে বিশেষ দক্ষ ছিল, কিন্তু তাহার হ্যাণ্ডনোটের টাকা কেহ কখনও পাইয়াছে বলিয়া সনাতন শুনে নাই। এ সকল দেনা অবশেষে রণেন্দ্রকেই মিটাইয়া দিতে হইয়াছিল। এমন একবার নহে, একাধিকবারই হইয়াছে। সেই আপদ আবার তাহার বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছে, না জানি ইহার কি পরিণামই বা হয়! সনাতনের এই ভাবনাটা অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিল।

কালীনাথও মনে ভাবিত, এই বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যটা তাহার জীবনের পূর্ব্ব-ইতিহাস অবগত আছে। উহাকে কিরূপে হাত

করা যায়, এ বিষয়ে সে নানা ফন্দী খাটাইত। সনাতনকে বশ করিতে না পারিলে সে ত নিষ্কণ্টক হইতে পারিবে না। খাতাপত্র লইয়া বসিয়া সে এই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রণেন্দ্র ঝড়ের মত বেগে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "সমস্ত ঠিক ক'রে এলুম, তার জিনিষ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার সঙ্গে তাদের যা কিছু বোঝাপড়া। আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। ম্যানেজার বাবু দু'চারদিনের মধ্যেই এসে পড়ছেন, তাঁর কাছে সব বুঝে সুঝে নিও, বুঝলে, কালীদা'।"

কালীনাথ বলিল, "আরে বোসোই না, একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ যে দেখছি। গাড়ী ত রাত্তির ৮টার আগে নেই, এত তাড়াতাড়ি কিসের ?"

রণেন্দ্র বলিল, "না দাদা, বসবার যো নেই, একবার ভট্টাচার্য্য-পাড়ায় যেতে হবে এখুনি, ওঁদের ওখানে একটা টিউবওয়েলের কথা পেড়েছিলেন, সেটার বন্দোবস্ত ক'রে যেতে হবে।"

কালীনাথ বলিল, "বাঃ, এ ত চমৎকার ব্যবস্থা। এই আমার উপরেই সব ভার দেওয়া হ'ল—আবার তা হ'লে—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "ওঃ, তাও ত বটে! তা হোক, তবে এটা নিজেই বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব। আর—হাঁ দেখ কালীদা, খাতের গাজি বলছিল, ওদের পাঠশালের চালা-ঘরখানায় আর কুলুচ্ছে না। আমি মনে কচ্ছি, ওটা ফেলে দিয়ে খানতিনেক কোঠা-ঘর তুলে দেবো, কি বল ?"

কালীনাথ হাসিয়া বলিল, "ডিক্রী-ডিসমিস সেরে ফেলে জিজ্ঞেস করছো, কি রায় দেবো—মন্দ নয়।"

রণেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, তা নয়! আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম ওটা, তবু তোমার মতটা একবার—"

কালীনাথ বলিল, "তোমার জিনিষ—তুমি যা ইচ্ছে করবে, এতে আবার আমার মতামত কি? হাঁ, ভাল কথা, ও গাঁয়ের বৈঠকখানা-বাড়ীর দরুণ যে ঘর ক'খানা স্কুল-ডিস্পেন্সারীর জন্যে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো কি ঐখেনেই থাকবে, না ও দুটোর জন্যেও আলাদা কোঠা করতে হবে? আর লাইব্রেরীটা?"

রণেন্দ্র রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "না, আর দেরী করলে চলবে না—চললুম, কালীদা'। যা করবার, তুমিই কোরো। ওগুলোতে সবেমাত্র ত হাত দিয়েছি আমি, এতদিন কর্ত্তাদের আমলের ব্যবস্থাই চ'লে আসছে বৈ ত নয়।"

রণেন্দ্র আর দাঁড়াইল না, যেমন ঝড়ের বেগে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই বাহির হইয়া গেল। কালীনাথ বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল মাত্র। তাহার মুখচক্ষুতে তখন যে হিংসা-ঈর্ষ্যার কঠোর ভাব আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা মুহূর্ত্তে উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বিধাতার কি অবিচার! এই হস্তিমূর্খের হস্তে তিনি কি বুঝিয়া এত বড় একটা অগাধ সম্পত্তির ভার দিয়াছেন! ইহারা কলসীর জল গড়াইয়া

খাইতেই জানে, কি করিলে কলসী অহোরাত্র শীতল স্বাদু জলে পূর্ণ থাকে, তাহা ইহাদের মাথায় আসে না! যাউক সে কথা, বিধাতা যখন এত দিনের পর সুবিচার করিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এত বড় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন সেও সেই বিশ্বাসের সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিবে না।

প্রথমেই পথের কাঁটা কয়টাকে না সরাইলে চলিতেছে না। কে এই মালীটা? বেতনভুক্ ভৃত্য—তাহার এত প্রভুত্ব কেন? এ কণ্টক উদ্ধার করিতে হইলে অন্য কণ্টকেরই প্রয়োজন। সে কে? কালীনাথ আপন মনে হাসিল। সে কণ্টকটি যে কে, তাহা সে পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুই কণ্টকের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে উভয়ের সাহায্যে উভয়কেই সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে।

"কালী বাবু কি ডেকেছিলেন আমায়?" সনাতন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা কালীনাথ যে চমকিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সে সংসারের খেলায় ঘুণ খেলোয়াড়, সহজে ভাবে অভিভূত হইবার পরিচয় সে দিবে না, ইহা নিশ্চিত। যাহার উচ্ছেদসাধনের সাধু কল্পনায় সে মনে মনে কত কি ফন্দী আঁটিতেছিল, হঠাৎ সে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ইহাতে তাহার চমকিত হইবারই কথা; কিন্তু সে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিবলে বলীয়ান্। মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কে, সনাতন? হাঁ, ডেকেছিলুম তোমায় বটে। বাগানে ক'জন লোক খাটছে রোজ? তাদের নাম, ঠিকানা আর রোজের খাতা

দিও আমায় কাল—একবার দেখে ব'লে দেবো, এখন থেকে কি ভাবে কায চলবে বাগানের। আর করালীকেও কাল সকালে খাতাপত্তোর নিয়ে বাগানে আসতে ব'লে দিও। এখন থেকে রোজ সকালে বাগানেই সেরেস্তা বসবে, তাকে জানিও।"

সনাতনের মুখখানা কালো হাঁড়ীর মত আঁধার হইয়া গেল। কিন্তু মুখের কথায় সে কোনও ভাবান্তরের পরিচয় না দিয়া কেবল ছোট একটি "হাঁ, তাই হবে" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। কালীনাথ বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, শোন। সামনের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বাগানে এসে দৌরাত্ম্য করে, ফুল তুলে নিয়ে যায়, গাছপালা ভাঙ্গে ব'লে শুনেছি। ওদের ও-সব করতে বারণ ক'রে দিও। বাগানে ঢুকতেই বা দাও কেন?"

সনাতনের মন এক্ষণে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে তেজোগর্ব্বদৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "যদিও তারা আর বাগানে আসে না, তবুও বলছি, বাবু যা বারণ করেন নি, আমি তা বারণ করতে পারবো না, কাউকে তা বারণ করতে দেবোও না। কালী বাবু, এই তোমায় ব'লে রাখলুম।"

ক্রোধে বলিষ্ঠ ভৃত্যের সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল।

কালীনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কি বারণ করা হবে না হবে, তার হুকুম চালাবার মালিক তুমি নও। আজ থেকে আমার হুকুমমত সবাইকে চলতে হবে, এটা জেনে রেখো, সনাতন।"

সনাতনও দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "কারও অন্যায় হুকুম এ বয়সে কখনও তামিল করি নি, সে স্বভাবও আমার নেই। যে মালিক

সেও আমায় এমন অন্যায় হুকুম করতে সাহস করে নি কখনও, কালী বাবু।”

কালীনাথ বলিল, “রাগ দেখিও না, সনাতন, রাগে কোন ফল নেই। আমি যে ভাবে চলতে বলবো, তোমাদের সকলকেই এখন থেকে সেই ভাবে চলতে হবে।—বুঝলে? অনর্থক চেঁচা-মেচিতে ফল কি?” কালীনাথের ওষ্ঠের কোণে ব্যঙ্গ-মিশ্রিত মৃদু হাস্য-রেখা খেলিয়া গেল। সে বিন্দুমাত্রও উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিল না।

সনাতন করযোড়ে বিনীত স্বরে বলিল, “তা হ’লে আমায় ছুটী দাও, বাবু। আমি চ’লে যাচ্ছি কাল থেকে। তুমি অন্য লোক বন্দোবস্ত করো।”

সনাতন পুনরায় প্রস্থানোদ্যত হইল। হাতের পাশার ভিন্নরূপ দান পড়িল দেখিয়া কালীনাথ মুহূর্ত্তে ভাবপরিবর্ত্তন করিয়া হাসিমুখে বলিল, “আরে ছি সনাতন, বুড়ো বয়সেও তোমার রাগ গেল না? আমি যে পরখ করছিলুম তোমায়, তাও বুঝতে পার নি? কেন, এর আগে কতবার ত তোমায় এমনই ক’রে রাগিয়েছি। আরে ছ্যাঃ!” কালীনাথ সনাতনের পৃষ্ঠদেশে আদরের মৃদু করস্পর্শ করিয়া হাসিয়া আবার বলিল, “ওদের বাগানে আসতে মানা ক’রে লাভ কি আমার বল ত? তোমার বাবু যাদের আদর ক’রে বাগানে আসতে দিয়েছে, আমি তাদের বারণ করব? বিশেষ তুমি যখন ওদের এত আদর-যত্ন কর? আরে ছ্যাঃ! কাল থেকে বরং ওদের রোজ

বাগানে আসতে ব'লে দিও। আর দেখ, মাঝে মাঝে ফুলের ফলের ডালি পাঠিয়ে দিও ওদের, বুঝলে ?"

সনাতন একবারে আদরে গলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, "তাই ত বলি বাবু, এও না কি কখনও হয় ? যে বংশে বাবুর জন্ম, তার সঙ্গে তোমার রক্তের টান রয়েছে, এও কি মিথ্যে হয় ? বাবু, ছেলেমেয়ে দুটি বড় ভাল। একবার যদি ওদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ"—

কালীনাথ আগ্রহভরে বলিল, "এর আর কি হয়েছে—কালই আমি ওদের সঙ্গে দেখা করবো। তবে ওরা ক'দিন দেখছি বড় একটা এ দিকে আসে না—ওরা কি এখানে নেই।"

সনাতন বলিল, "থাকবে না কেন, তবে হয় ত কায পড়েছে—"

কালীনাথ বলিল, "যাক্, এর পর না হয় এক দিন দেখাসাক্ষাৎ কোরবো। তুমি তা হ'লে মালীদের দেখোশুনো। মানুষের রোজগুলো ঠিকঠাক ক'রে ফেলা যাবে দু'জনে, কি বল ?"

সনাতন হৃষ্টচিত্তে বলিল, "সে সব ঠিক ক'রে দেবো, বাবু। একবার ইষ্টিশানটা হয়ে আসি দৌড়ে।"

সনাতন নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। কালীনাথ তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে ক্রূর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র। তাহার পর আপন মনে মৃদুমন্দ হাস্য করিল। সে হাস্যের সহিত কি বিষ মিশ্রিত ছিল! এত সহজে যে তাহার কার্য্যোদ্ধারের ভিত্তিপত্তন হইবে, কালীনাথ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

১০

পাড়ায় হুলস্থুল, তারকদের বাড়ীর বৌ গত রাত্রি হইতে কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আজই তারকের দাদার কলিকাতায় আসিবার দিন, তারক সেই জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। সকাল হইতেই সে বাজার-হাটেই ব্যস্ত ছিল, সে জন্য সে সকালে কলের কাযে যায় নাই।

বেলা ৯টার পরেও যখন তারকের মা পুত্রবধূর কোন সাড়া পাইলেন না, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। তারকও সেই সময়ে বাজার করিয়া ফিরিল। মা ও পুত্র যখন চারিদিকে খুঁজিয়াও তরলার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন হতাশ হইয়া দুই জনে বারান্দার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাবক কাতর-কণ্ঠে বলিল, "মা, কি হবে ?"

সারদাসুন্দরী মনে যাহাই ভাবুন, বাহিরে ঔদাসীন্যের ও তাচ্ছীল্য-বিরক্তির ভাব দেখাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,

"কি আবার হবে! আপদ গেছে, বালাই গেছে। মর, মর! গেলি ত গুষ্ঠী শুদ্ধ মুখ পুড়িয়ে গেলি কেন বল দিকি—"

তারক বাধা দিয়া বলিল, "অমন কথা বোলো না, মা, হয় ত রাগের মাথায় বাপের বাড়ী গেছে, একবার—"

সারদাসুন্দরী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আরে থাম-বাপু তুই! বলে, জন্ম গেল—"

"বাবু তার হ্যায়—" বাহির হইতে গম্ভীর স্বরে পিওনের আওয়াজ আসিল। তারক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তার? কৈ দেখি।" এক লম্ফে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তারক লাল খামে মোড়া তার লইয়া ভিতরে আসিল। পিওন তার দিয়া সহি লইয়া চলিয়া গেল।

তার পড়িতে পড়িতে তারক থর-থর কাঁপিয়া উঠিল—বুঝি অন্তরের জমাট-বাঁধা সপ্ত সমুদ্রের ক্রন্দন তাহার নয়ন ছাপাইয়া নামিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল, হয় ত তাহার বৌদিদি কোথা হইতে এই তার করিয়াছে। কিন্তু গত রাত্রিতে যে গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই অল্পসময়ের মধ্যে যে তার পাঠানো সম্ভব নহে, এ কথাটা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু এ কি ভীষণ সংবাদ!—"তোমার ভ্রাতার সাংঘাতিক কলেরার আক্রমণ হইয়াছে, এখনই চলিয়া আইস।"

বিধাতার এ কি অভিসম্পাত! বজ্রপাতের উপর আবার বজ্রাঘাত! তারক সংসারের আঘাতসহনে একবারেই অসমর্থ—

তারকনাথের উপরে এ কি আঘাতের উপর আঘাত! মা বলিলেন, "কি রে, কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস কেন?"

তারকের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইবার পর তারক যখন তারের কথা জননীকে নিবেদন করিল, তখন সারদাসুন্দরী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার কান্নায় যোগদান করিলেন। তারক পাড়ায় বাহির হইয়া একখানা রেলের টাইম টেবল যোগাড় করিয়া জানিয়া লইল, বেলা আড়াইটার পূর্ব্বে গাড়ী নাই।

সে দিন আর বাড়ীতে উনান জ্বলিল না, মাতাপুত্র জল-স্পর্শও করিল না। তারক কিছু ডালিম, বেদানা সংগ্রহ করিতে গিয়া শুনিল, পাড়ার গুপে গুণ্ডাও কল্য রাত্রি হইতে বাড়ী আসে নাই। তাহার সরল মন তথাপি কু গাহিল না। কিন্তু তাহার জননী যখন সব কথা শুনিলেন, তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখছিস কি, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশী আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে, তার পাপেই আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হতে বসেছে।"

ইহার পর যখন সারদাসুন্দরী পুত্রবধূর শয়নকক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাহারই স্বহস্ত-লিখিত একখানি লিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন সকল সন্দেহেরই অবসান হইল। সেই পত্রে পুত্রবধূ তাহার দেবরকে জানাইয়াছে, সে জন্মের মত তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহাকে

পাড়ারই কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দয়া করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে যেন আর অনুসন্ধান করা না হয়। তারকের মনে হইল, যেন তাহার হস্ত-পদ অবশ হইয়া আসিতেছে, পৃথিবীটা এত বিশ্রী! সারদাসুন্দরীর মুখে কেবল উচ্চারিত হইল, অকৃতজ্ঞ! এমন যে ভ্রাতৃজায়া-অন্ত-প্রাণ দেবর —তাহারও মুখ চাহিল না? ছি ছি!

ষ্টেশনের দিকে যাত্রাকালে তারকনাথ পাড়ার লোকদেব মধ্যে কাণাঘুষা হইতে দেখিল। এক এক স্থানে এক একটা ছোট জটলা হইয়াছে, সকলেই আগ্রহভরে কথা কহিতেছে. কিন্তু তারককে দেখিলেই সকলে নীরবতা অবলম্বন করিতেছে। তারক বুঝিতে পারিল, অনেকেই তাহার প্রতি করুণা ও কৃপার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কেন, তাহা বুঝিতে তারকের বিশেষ কষ্ট হইল না। তাহার মুখ-চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল।

শিবের অসাধ্য রোগ—গিয়া কি দেখিতে পাইব,—এই চিন্তাই সারাপথ তারকনাথকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিল।

রোগীর কক্ষে উপনীত হইয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। পরিত্যক্ত কক্ষের মধ্যে ছিন্ন মলিন শয্যায় তাহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ মন্মথনাথ শয়ান রহিয়াছে। তাহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, মুখমণ্ডল আসন্ন মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট। ব্যাধিপীড়িত রোগীর মলমূত্র পরিষ্কৃত করিবার লোক ত নাই-ই, —মুখে এক বিন্দু জলদান করে, এমন কেহ নাই। গ্রাম প্রায় জনশূন্য, নায়েব গোমস্তারা তাহাকে তার পাঠাইয়া পলায়ন

করিয়াছে, বেলদার পেয়াদারাও অন্তর্ধান করিয়াছে, গ্রাম শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। ক্রোশ দুই দূরে এক জন ডাক্তার আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া আনে কে? আশ্চর্য্য এই মানুষের প্রাণ! এই অনাদৃত পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মন্মথর দেহে প্রাণ এখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

প্রথমটা তারকনাথ ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভ্রাতার বুকে মুখ লুকাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর কঠোর কর্ত্তব্য-পালনে উদ্যত হইল। অভুক্ত অস্নাত অবস্থাতেই সে স্বহস্তে রোগীর কক্ষের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করিল। কাছারীর সম্মুখেই বৃহৎ পুষ্করিণী, কাছারীতে আসবাবপত্রেরও অভাব ছিল না। কাজেই রোগীর পরিষ্কৃত শয্যা সংগৃহীত হইল, গ্রামের একখানি মাত্র মুদীর দোকান হইতে অবশিষ্ট অভাব যথাসম্ভব দূর করা হইল। তারকনাথ ভ্রাতাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়া স্নানান্তে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে চলিয়া গেল—সেখানে কলেরার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই গ্রামে সে মোদকের দোকানে যথাসম্ভব ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিয়া এক জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথ, কখনও কোনও কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন কি না, কেহ জানে না। কিন্তু তথাপি তাঁহার হাতযশ ছিল। তিনি ভিজিট ও পাল্কীভাড়া প্রকেটস্থ করিবার পর বলিয়া গেলেন, যেন রোগীকে অতি অবশ্য সদরের হাঁসপাতালে পাল্কীযোগে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হয়।

কারণ, রোগীর নাড়ীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে 'কেস্‌টা' তিনি নিজের দায়িত্বে হাতে রাখিতে ভরসা করেন না। কথাটা শুনিয়া তারকের মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

' কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কাযে তাহা সফল করা তত সহজ নহে। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে নর-যান সংগ্রহ করা দুষ্কর। ডাক্তার বাবুর বেতনভুক্‌ বাহক ছিল বলিয়াই তিনি নরযান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা জুটিত না। গোযানে স্থানান্তরিত করা নিষেধ। একমাত্র ডুলী ভরসা, কিন্তু তাহাতে কলেরা রোগে আক্রান্ত শয্যাশায়ী রোগীকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। কাযেই মন্মথকে স্থানান্তরিত করা ঘটিয়া উঠিল না।

তারক সেই যে ভ্রাতাকে লইয়া যমের সহিত যুদ্ধে বসিল, প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় সাত দিন সাত রাত্রি সেই ভাবেই কাটাইল। ডাক্তার মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন, বলিতেন, "তারক, এই ভাবে সেবা করিয়া আপনার জীবনকে বিপন্ন করিতেছ।" তারকের মুখের কোণে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিত।

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে। তারক আপনার মনের মত করিয়া যাহা পরম যত্নে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিধাতার একটি নির্ম্মম আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। অষ্টম দিবসে মন্মথনাথ এপারের সকল জ্বালাযন্ত্রণা এড়াইয়া ওপারের অজানা দেশে চলিয়া গেল।

তারকের সৌভাগ্য যে, এই দারুণ আঘাত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অগ্রজের সৎকারের পর সে বাসায় ফিরিয়া সেই যে অসুস্থ-অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে সে দুই তিন দিন আর উঠিয়া বসিতে পারে নাই, তাহার চৈতন্যও ফিরিয়া পায় নাই, সৎকারের সময় সে কাহারও সাহায্য পায় নাই, একাকী অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। জ্ঞানসঞ্চার হইলে সে নয়ন মেলিয়া দেখিয়াছিল, কে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেছে। কে সে? সে কি তাহারই পাড়ার রণেন বাবু?

১১

দেহের খাদ্য যেমন অন্ন-জল, মনের খাদ্য তেমনই সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যে মনের পুষ্টি, আত্মার তৃপ্তি। যিনি চিরসুন্দর, তাঁহারই ত এই বিচিত্র সৃষ্টি!

কিন্তু এমন এক একটা মানুষ থাকে, যাহাকে সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিতে পারে না। এই ভোগায়তন দেহের তৃপ্তিতে তাহার আত্মা তৃপ্ত হয়—টাকা আনা পাই নাড়াচাড়ায় সে যত আনন্দ পায়, অথবা রসনাতৃপ্তিকর লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদনে সে যত তৃপ্তি অনুভব করে, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহাকে তত আনন্দ দিতে পারে না।

কালীনাথ চাঁপাপুকুরে আসিবার পর একাধিকবার জ্যোৎস্না ও সুধাংশুকে দেখিয়াছে। রূপে কে না মুগ্ধ হয়, আকৃষ্ট হয়? সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্ম হইতে কেহ সহজে মন বা নয়ন ফিরাইতে পারে না। সে পুষ্প চয়ন করিয়া ভোগের ইচ্ছা মনে উদয় হইতে

না পারে, কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নিদর্শন বলিয়া—দেবতার পূজার অর্ঘ্য বলিয়া তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায় ত কোন বাধা নাই। কিন্তু কালীনাথ সে দৃষ্টিতে কখনও কোন প্রাণীকে বা উদ্ভিদকে দেখে নাই। সৃষ্টির তাবৎ পদার্থকেই সে দেখিয়া আসিয়াছে টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে—কিসে সেই পদার্থ হইতে তাহার লাভের সুবিধা বা সুযোগ হইতে পারে, তাহাই তাহার লক্ষ্যের বিষয় ছিল। সে ভ্রাতাভগিনীর অতীত ইতিহাসের বিষয় অবগত ছিল। কিসে ইহাকে মূলধনরূপে খাটাইয়া সে দুই পয়সা সুদ আদায় করিয়া আপনার লাভের খাতায় জমা দিতে পারে, সে তাহারই চেষ্টায় অবহিত হইয়াছিল।

এই সাধু উদ্দেশ্য লইয়া সে একাধিকবার জ্যোৎস্না ও সুধাংশুর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়াছিল। সুধাংশুর সহিত আলাপ জমাইতে পারিলেও এই স্বল্পভাষিণী তরুণীর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পায় নাই। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের তরুণীর সহিত আলাপ করার অসুবিধা অপর্য্যাপ্ত। তাহা ছাড়া জ্যোৎস্না সর্ব্বপ্রযত্নে কালীনাথকে পরিহার করিয়াই চলিত। ইহাতে কালীনাথ মনে মনে তাহার প্রতি আদৌ প্রসন্ন হইতে পারে নাই। সে যে বাঙ্গালী হিন্দুঘরের প্রচলিত অবরোধ-প্রথা তেমন ভাবে মানিয়া চলিত না, তাহা কালীনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রয়োজন হইলেই প্রকাশ্যে সে পথে বাহির হইত এবং অপরের সহিত কথাও কহিত. সোনা মালীর সহিত তাহার আলাপটা সকলের অপেক্ষা অধিক। তবে? এই

গর্ব্বিতার এত দর্প-দম্ভ কিসের জন্য ? কে সে ? তাহার পিতা ত গ্রামের একটা সামান্য লোক ! হিংসা ও ঈর্ষ্যায় কালীনাথের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিত। ইহার সমুচিত প্রতিফল না দিলে কালীনাথের প্রাণ তৃপ্ত হইতে পারে না। কালীনাথ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথায় আঘাত দিলে এ দর্প চূর্ণ হইবে, তাহাই সে বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তবে প্রকাশ্যে বিশেষ সদ্ভাব রাখিতে হইবে, এমন ভাবে না চলিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাহা কালীনাথ বহুবার অতীত জীবনে বুঝিয়াছে।

এক দিন সে রাজেশ্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ-পরিচয় করিল। রাজেশ্বর বাবু তাহাকে রণেন্দ্রের আত্মীয় বলিয়া জানিতেন, কাযেই প্রথমে আলাপে সম্মত হন নাই। কিন্তু সে যখন রণেন্দ্রের ও রণেন্দ্রের বংশের অশেষ নিন্দাবাদ করিয়া তাহার নিজের বংশের সহিত রাজেশ্বর বাবুর নিকট-সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন রাজেশ্বর বাবু তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত আকৃষ্ট হইলেন। শেষে আলাপ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হইয়াছিল, কথার কৌশলে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার কালীনাথের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সুধাংশু ইহার পূর্ব্বে কত দিন দিদির নিকট তাহার কত গুণগান করিয়াছে এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু জ্যোৎস্না কোনও দিন এ বিষয়ে উৎসাহ অনুভব করে নাই। কেন যে দেখিলেই কালীনাথের প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিত, তাহা জ্যোৎস্না নিজেই বুঝিতে পারিত না। ঘনিষ্ঠতা দুই তিন মাসের মধ্যে এতই

জমিয়া উঠিল যে, রাজেশ্বর বাবু কালীনাথের 'রাজু কাকা'য় এবং কালীনাথ ভ্রাতা-ভগিনীর কাছে 'কালী দাদা'য় পরিণত হইল।

কিন্তু এক বিষয়ে কালীনাথ রাজেশ্বর বাবুকে কিছুতেই সম্মত করাইতে পারে নাই। বাগানের ফলমূল তরিতরকারী বা পুষ্করিণীর মাছ সে একদিনও তাঁহাকে উপহার দিয়া গ্রহণ করাইতে পারে নাই। এ বিষয়ে রাজুবাবু তাহাকে তীব্র কণ্ঠে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন বালক সুধা কালীদা'র কাছে একটা ফুলের তোড়া লইয়া পিতাব নিকট যে ভৎর্সনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার জীবনে বোধ হয় তেমন আর কখনও পায় নাই। বালক বিস্মিত হইয়া ভাবিত, কেন এমন হয়? এ বিষয়ে তাহার পিতাও যেমন কঠিন, তাহার সহোদরাও তেমনই কঠিন—কেন এই বিবাগ?

রণেন্দ্র ছয়মাস গ্রামত্যাগ করিবার পর এক দিন বৃদ্ধ সনাতন জ্যোৎস্নাময়ীকে সঙ্গোপনে একখানি পত্র দিয়া সকাতরে বলিল, "দিদিমণি, এই বুড়োর অনুরোধ, এ চিঠিখানা একবার পড়ো। আমার অনুরোধ—জান না, এ চিঠিখানা পড়লে একটা মহাপ্রাণী বাঁচলেও বাঁচতে পারে।" সনাতন দাড়াইল না, কাযে চলিয়া গেল।

জ্যোৎস্নার হৃৎস্পন্দন অকারণে দ্রুত হইয়া উঠিল। উপরের নাম ঠিকানা—"কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী, সাং চাঁপাপুকুর।"—হস্তাক্ষর পরিচিত—মুক্তাপাতির ন্যায় একটির পর একটি সুসজ্জিত! ইহার পূর্ব্বে ডাকযোগে এমন ত একাধিক

পত্র তাহার নাম-ঠিকানায় আসিয়াছে, কিন্তু সে না পড়িয়াই সেগুলি ছিন্ন অথবা অগ্নিসাৎ করিয়াছে। তবে আবার কেন? সনাতন এমন অনুরোধ কেন করিল? ইহা তাহার অত্যন্ত অন্যায়!

জ্যোৎস্না একবার পত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন সনাতনের উপর—ততোধিক পত্র-লেখকের উপর—তাহার সমস্ত মনটা ক্রোধে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে নখাগ্রে দৃঢ়ভাবে ধৃত পত্রখানি যেন আপনিই তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইল, সে কি ভাবিয়া আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল। গবাক্ষসান্নিধ্যে একখানি জলচৌকী ছিল, জ্যোৎস্না প্রায়ই তাহার উপর আসন পাতিয়া বসিয়া বাহিরের গাছপালা দেখিত, মুক্ত আকাশে পাখী উড়িয়া যাইতে দেখিত; বৃষ্টিধারায় স্নাত বৃক্ষশাখায় পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অথবা আকাশে বিচিত্র রামধনুর শোভা দেখিয়া তাহার চিত্ত আনন্দরসে অভিষিক্ত হইত। মুষ্টিবদ্ধ পত্রখানি লইয়া জ্যোৎস্না আসন গ্রহণ করিল। তাহার মনের দ্বন্দ্ব তখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে—পত্র দূরে নিক্ষেপ করি কি না! তাহার মনে হইল, যেন অতীতে, কত যুগযুগান্তের অন্তরালে, তাহার সংশয়াকুল মনের মাঝারে এই দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল, যেন এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, অথচ তাহার মীমাংসা হয় নাই!

মুষ্টি হইতে পত্র মুক্ত হইল—একবার পত্র পাঠ করিবার ইচ্ছা ক্ষণেকের জন্য জাগরিত হইল, তখনই আবার পত্র

মুষ্টিবদ্ধ হইল। একাধিকবার এইরূপে ইতস্ততঃ করিবার পর জ্যোৎস্না পত্রাবরণ উন্মোচন করিল,—সে সময়ে তাহার চম্পকাঙ্গুলীগুলি কম্পিত হইতেছিল, বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল।

ভিতরে সেই সজ্জিত মুক্তাক্ষরশ্রেণী—দৃষ্টিপাতমাত্র জ্যোৎস্নার মুখখানি কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সলাজ চকিত দৃষ্টি কক্ষের চারি দিকে নিপতিত হইল। বক্ষের দ্রুতস্পন্দন কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে জ্যোৎস্না পাঠ করিল :—

"জ্যোৎস্না!

ক্ষমা! যদিও অপরাধ আমার স্বকৃত নয়, তবুও পূর্ব্ব-পুরুষদের হ'য়ে ক্ষমা চাইছি। অপরাধের কি ক্ষমা নেই? পরের পাপে আমার জীবনে ব্যর্থতা এনে দিচ্ছ, এ কেমন বিচার?

ছ'মাস চেষ্টা করেছি, ভুলতে পারি নি। কেন আবার দেখা দিয়েছিলে? বাল্য ও কৈশোরে যে বন্ধন বিধাতার বিধানে দৃঢ় হয়েছিল, মানুষের চেষ্টায় সে বন্ধনকে শিথিল করবার আয়োজন কম ছিল না। কালের প্রভাবে কৈশোরের স্মৃতি একরকম ক'রে হয় ত চাপা প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পিত যৌবনে আবার কেন দেখা হ'ল? সে দেখার স্মৃতি—যাক্। একটা ভিক্ষে চাইছি; ক্ষমা। যদি সে ভিক্ষা দাও, তা হ'লে একটা ছত্র—সামান্য ক'টা অক্ষর লিখে জানিও। এই আমার শেষ লেখা! জানি না, উত্তর পাব কি না। আগে যত কিছু লিখেছি, জবাব পাই নি, তাই ডাকে না দিয়ে সোনাদার হাতে

দিয়ে পাঠালুম। একটা কথা ভেবে দেখো,—শুনেছি, তুমি শিক্ষিতা—স্বামী ব'লে কি আমার কোন অধিকার নেই? স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এ জগতে কেউ ভেঙ্গে দিতে পারে কি?—ইতি

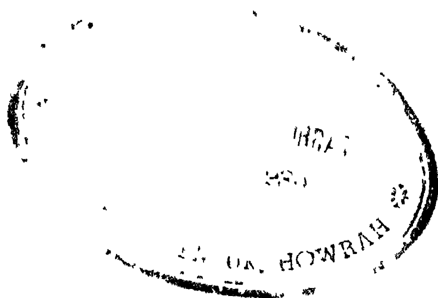
রণেন্দ্র।"

পত্র দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জ্যোৎস্না বাহিরে শূন্যাকাশের দিকে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টি কোনও দূরদূরান্তরের অতীতের অন্তস্তলে গিয়া স্পর্শ করিল, কি সম্মুখের অনন্ত অন্ধকারের পাতালগর্ভের তলদেশ অন্বেষণ করিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। তাহার হৃদয়ে তখন মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতেছিল কি?

পত্রখানি আবার মুষ্টিমুক্ত করিয়া সে একবার পাঠ করিল। পড়িতে পড়িতে তাহার দীর্ঘায়ত নয়ন দুইটি নিমিলিতপ্রায় হইয়া আসিল। হঠাৎ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আসন ছাড়িয়া সে কক্ষমধ্যে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, পত্র মুষ্টিবদ্ধ হইয়া পিষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। জ্যোৎস্না গবাক্ষপার্শ্বস্থ কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বাপীতটের অভিমুখে চলিয়া গেল। কক্ষমধ্যে যে তাহার স্বামীর পত্র পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, তাহা তাহার মনেই রহিল না। ক্ষণপরে চোরের মত সঙ্গোপনে পা টিপিয়া একটি উল্কী-বিভূষিতা নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি লইয়া

অঞ্চলে লুকাইয়া তেমনই চোরের মত কক্ষত্যাগ করিল। সে জ্যোস্নাদের নূতন ঝি।

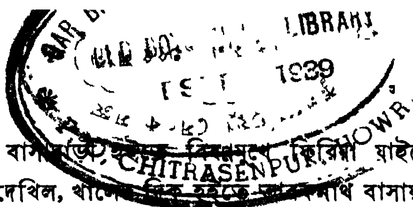
পত্রবাহিকা অপরের অলক্ষ্যে নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহত্যাগ করিল। সম্মুখের বাবুদের বাগানের অপর পার্শ্বস্থ ভগ্ন প্রাচীরের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সরোবরের সোপানে বসিয়া যখন জ্যোস্না বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র বীচিমালার দিকে স্থির দৃষ্টি রক্ষা করিয়াও সেদিকে দেখিতেছিল না, তখন তাহার অলক্ষ্যে যে ষড়যন্ত্রের জাল রচিত হইতেছিল, তাহা ত তাহার ঘুণাক্ষরেও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না!



১২

শ্যামবাজারে রণেন্দ্রের বাসাবাড়ীতে তেমন আর মজলিস বসে না। গৃহস্বামী অনুপস্থিত, কাযেই বন্ধুবান্ধবের তেমন সমাগমও আর নাই। পাড়ার আখড়াও যাহার যত্নে বড় হইয়াছিল, তাহার অভাবে ক্রমে উঠিয়া যাইবার দশায় উপনীত হইয়াছে। রণেন্দ্রের ভৃত্য-পরিজন বাসাবাড়ীতে সবই আছে, কিন্তু হুকুম করিবার কেহ নাই। ক্বচিৎ কখনও দুই এক জন বন্ধুবান্ধব গৃহস্বামীর সন্ধানে আসিলে বৈঠকখানার ঘরের দ্বার, গবাক্ষ উন্মুক্ত হয়, হয় ত আলো জ্বলে, পাখা চলে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যেমন প্রাণ ছাড়িয়া গেল দেহ সাড়া দেয় না, তেমনই রণেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে গৃহখানি যেন লোকের ডাকে সাড়া দিত না। আখড়ার দ্বার বন্ধই থাকে, তবে রণেন্দ্র একবারে জমীর এক বৎসরের অগ্রিম ভাড়া দিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া উহা আখড়ারই অধিকারে ছিল।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভবেন্দ্র রণেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া



তাহার বা[illegible] ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, খা[illegible] দিক হইতে [illegible]নাথ বাসায় ফিরিতেছে। সে তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কি হে ছোক্‌রা, তোমায় যে আর দেখতেই পাই না হে, একবারে ডুমুরের ফুল—"

তারক ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিল, "আমরা গরীব-গুরবো লোক মশাই, আপনারা আমাদের না দেখলেই ভাল।" সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভবেন তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "বল কি, তারক? তুমি ত এমন মেজাজের ছিলে না—বলি, হ'ল কি? রণা তোমায় বাসায় এনে চিকিৎসা-সেবা ক'রে বাঁচিয়ে দিলে। তুমি আবার বড়লোকের নিন্দে করছ? ছি!"

তারকের মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। সে কাতরস্বরে বলিল, "সে কথা ত কখনও অস্বীকার করি নি। রণেন বাবু যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু—"

ভবেন বলিল, "কিন্তু কি? ওঃ, তখন তোমাতে আর ওতে কি গলাগলি ভাব—সে ত কম দিনের কথা নয়, বছর ঘুরে যেতে চললো। তার পর কি যে হ'ল—তুমিও আখড়া ছাড়লে, সেও বাড়ীঘর ছাড়লে—কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল!"

তারক অশান্তি বোধ করিয়া বলিল, "সরুন মশাই, রাত হয়ে গেল, মা একলা রয়েছে ঘরে।"

ভবেন বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের বাড়ীর সে ব্যাপারটার কি হ'ল? কোন খোঁজ-টোজ পেলে?"

তারক মুখ-চক্ষু আগুন করিয়া বলিল, "আপনারাই ত বেশী

জানেন সে কথা। সেই জন্তেই এ পাড়ায় এখনও আছি, নইলে—"

ভবেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমরা বেশী জানি ? তার মানে ? ভাই মারা গিয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে দেখছি। সেই গুপে গুণ্ডাটাও ত বেশ ছাতি ফুলিয়ে যাওয়া আসা করছে এখনও। অথচ—অথচ—"

তারক বলিল, "অথচ—অথচ কি ? গুপীনাথ কাযটা করেছে—এটা ঠিক, কিন্তু কার জন্তে, সেটা জানেন কি ?"

ভবেন বলিল, "কি বলছ, তারক, কিছুই ত বুঝতে পারছি না ! এ সব হেঁয়ালি রেখে সোজা কথা বল দিকি। এ পাড়ায় রয়েছ কার উপর রাগ দেখাতে বল ত ?"

উভয়ে পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া তখন তারকদের বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। হঠাৎ তারক বলিল, "আসুন বাড়ীর ভেতরে, সব দেখাচ্ছি আপনাকে।"

উভয়ে তারকের বাসায় প্রবেশ করিল। তারক ভবেনকে লইয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ভবেন সত্যই অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিল। ব্যাপার কি ? টিনের তোরঙ্গ খুলিয়া তারক একখানা পত্র বাহির করিল। ভবেনের হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিল, "পড়ুন।"

ভবেন পত্র পাঠ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। পত্রের হস্তাক্ষর রণেন্দ্রের, তাহা মাত্র একটি ছত্র দেখিয়াই বুঝিল। পত্রের ছাপ কাশীর বাঙ্গালীটোলার। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—ঠিকানা কিছুই নাই। পত্রের কথা এই :—

"অনেক কষ্টে খুঁজে বার করেছি কাল। কার সঙ্গে এসেছে, কবে এসেছে এখানে, কোথায় ছিল তার আগে, কিছুই বলতে চায় না। বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও বলে, যাবে না। জোর ক'রে নিয়ে গেলে আবার পালিয়ে আসবে। আগের চিঠিতে তোমায় জানিয়েছিলুম, গুপীনাথকে হঠাৎ দশাশ্বমেধের বাজারে ধরে ফেলে ভয় দেখিয়ে টাকা খাইয়ে পেটের কথা বার ক'রে নিয়েছিলুম। সে বলেছিল, তোমার বৌদি তাকে কাশী পৌঁছে দেবার কথা ব'লে অনেক দিন ধ'রে অনুরোধ করেছিল, টাকাও দিয়েছিল। একদিন সে নেশার ঝোঁকে তাকে নিয়ে কাশীতে এসে পাণ্ডার বাড়ী উঠেছিল। সে দিন রাতেই সে আরতি দেখতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। গুপে ঢের খুঁজেছিল তাকে, কিন্তু সন্ধান পায় নি। সে শপথ ক'রে বলেছে এ ছাড়া সে কিছুই জানে না। হাতে যা সামান্য পুঁজি ছিল, তাইতেই কয়দিন কাটিয়েছে, পরে জয়নারায়ণ স্কুলে সামান্য ১০৲ টাকা মাইনের ড্রিল মাষ্টারী করে। আমার পায় ধ'রে কাঁদতে লাগলো—তাকে খরচা দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার সব কথা সত্য নয়। তা হ'লে কাশী আসবার আগে এত দিন কোথায় ছিল, তা বলে না কেন? যা হোক, কলকাতায় ফিরে এর কিনারা করবো। তার পর প্রায় মাসখানেকের ওপর তোলপাড় ক'রে খোঁজবার পর তার পাত্তা পেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই ফিরে যেতে চাইছে না। পুলিসের গোলমালে যেতে চাইনে, তাই কিছু করতে পারছি নে। নিয়ে কিন্তু যাবই।

তুমি দু' চার দিন কলে ছুটী পাও না? তুমি এলে ভাল হ'ত। আশা করি, তোমরা ভাল আছ। ইতি রণেন্দ্র।"

ভবেন পাঠান্তে বলিল, "ওঃ, তাই এত দিন উধাও! তা, এ ত ভাল করেছে। রণা তোমাদের অনিষ্ট করেছে, এই ভাবের ইঙ্গিতই যেন করছিলে তুমি; কিন্তু এতে অনিষ্টের কোন কথা ত নাই।"

তারক আর একখানি পত্র বাহির করিয়া ভবেনকে পড়িতে দিল। হস্তাক্ষর অপরিচিত, অতি কদর্য্য, বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। স্বাক্ষর রহিয়াছে গুপীনাথ শাহা—সাং বাঙ্গালীটোলা, কাশী। পত্র বহুদিন পূর্ব্বের। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—তারকের বউদিদি শ্বাশুড়ীর উপর রাগ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পাড়ারই কোন স্ত্রীলোক—নাপিতানী বা ধোপানী এই রকম কিছু হইবে—এ জন্য পাড়ার কোন বড়লোকের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিত। সে রণেন বাবু। সবই ঠিকঠাক ছিল, কেবল সে অর্থাৎ গুপীনাথ নিমিত্ত মাত্র। সে কাশী পৌঁছাইয়া দিবার দিনই তাহার বৌদি পলাইয়া রণেন বাবুর কাছে যায়। সেখান হইতে রণেনবাবু তাহাকে লইয়া হিল্লী-দিল্লী ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাশী ফিরিয়াছে। কিন্তু কিছুই স্বীকার করে না। বলে, কিছুই জানে না, আবার তাহার উপর উল্টা চাপ দেয়। অথচ সে বিশ্বনাথের শপথ করিয়া বলিতেছে, কাশী পৌঁছানর পরদিন হইতে সে তাহার বৌদির কোন খবর রাখে না। মিথ্যা কি সত্য, তাহা সে কাশীর বটক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।

ভবেন চিঠিখানা পাঠ করিয়া ক্ষণেক নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তারক তোমার মা কি করছেন? তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলবো।"

তারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বাবু, মা বোধ হয় জপে বসেছে। মা, ও মা! হাঁ, তাই, তা এখুনি আমায় ভাত দিতে আসবে'খন। কেন, কি দরকার?"

ভবেন বলিল, "থাক, আর এক দিন এসে তখন দেখা করবো। তারক, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, ধূর্ত্ত ধড়িবাজ লোকের বদমাইসি বোঝবার তোমার এখন ঢের দেরী। এসব কথা তোমার মাকেই বলবো এসে কাল।"

ভবেন উঠিয়া পড়িল। কিন্তু তারক বাধা দিয়া বলিল, "বিশ্বাস হল না, বাবু? ভাবছেন, ছোঁড়াটা কলে দিন-মজুরী করে, আকাট মুখ্যু, ওকে ঐ গুপে গুণ্ডা দমপটি দিয়েছে? না বাবু, তা নয়। বসুন এইখানে আর একটু, আর একখানা চিঠি দেখাচ্ছি।"

কথাটা বলিতে বলিতে তারক আর একখানা পত্র বাহির করিয়া ভবেনের হস্তে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিল, —"নইলে যে-রণেন বাবু আমায় যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, তাঁর উপর সন্দেহ করি? দেখুন না প'ড়ে। ছোট ভাইয়ের মত কোলে তুলে রোগে সেবা করেছেন, মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু তাঁর যে বাইরেটা ভাল, ভেতরটা বিষ, তা কি ভুলেও কখন মনে করেছি?"

ভবেন পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। পত্র লিখিতেছে তারকের ভ্রাতৃজায়া গুপীনাথকে বটুক পাণ্ডার কাল-ভৈরবের গলির ঠিকানায়। তাহা এই :—"অনর্থক আমার খোঁজ ক'রে কাশী ব'সে থেকো না, আমায় খুঁজে পাবে না। আমি যার আশ্রয়ে আছি, তিনি বড় লোক, আমাদের পাড়াতেই থাকতেন, যার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল, যে তোমায় অপমান করেছিল বলেছিলে। আগে থাকতে আমাদের বন্দোবস্ত হয়েছিল—তোমায় কেবল উপলক্ষ ক'রে কাশী এসেছিলাম। কিছু টাকা মণি-অর্ডারে তোমার ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, পেলে কলকাতায় ফিরে যেও। ইতি, তরলা।"

তারকনাথ কি বলিতেছিল, সে দিকে ভবেনের আদৌ দৃষ্টি ছিল না, সে তখন ভাবিতেছিল, জগতে মানুষ চিনিয়া লওয়ার মত কঠিন কায আর কিছু আছে কি না?

সেই দিন ভবেন বাসায় ফিরিয়া চাঁপাপুকুরে কালীনাথকে লিখিল, "কালীদা, রণেনের সন্ধান পেয়েছি, সে কাশীতে আছে। কাশীতে কোথায় থাকে, তোমরা নিশ্চয় জানো। তুমি, কালীচরণ, ম্যানেজার বাবু বা সনাতন, কেউ না কেউ কাশীর বাড়ীর ঠিকানা জান না, এ হতেই পারে না। তাই বলছি, যে অবস্থায় থাক, তোমরা যে কেউ কাশী চ'লে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আন। আনতেই হবে, বিশেষ দরকার।"

এই পত্র কালীনাথের উন্নতির পথে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল, পরে জানা যাইবে।

১৩

"এ্যাঁ, বলেন কি? রণেন বাবু?" সেক্রেটারী বিনয় বাবু প্রশ্ন করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আগ্রহভরে বাবু শীতলপ্রসাদের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিনয় বাবু বেনারস বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক, বাবু শীতলপ্রসাদ রাজঘাটের কংগ্রেস কমিটীর অন্যতম সদস্য। শীতলপ্রসাদ বলিলেন, "কলকাতার বাগবাজার থেকে যে বাবু এসেছেন, তিনিই ত বলছেন এ কথা।"

"তাঁর কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কি? ঘর ভাঙ্গাবার চতুর লোকের অভাব আজকাল নেই, তা জানেন কি?"

"এঁর কাছে যে উত্তর-কলকাতা কংগ্রেসের মার্কা দেওয়া পরিচয়পত্র আছে।"

"বটে? তা ইনি কি খবর এনেছেন?"

"ইনি বলেছেন, রণেন বাবুর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। উনি না কি কলকাতা থেকে একটি গেরস্তর বউকে বার ক'রে

নিয়ে এসেছেন। তা ছাড়া উনি অন্য মতলব নিয়েও আমাদের এখানে মিশতে পারেন। সে মতলব ভাল নয়।”

“কিন্তু তাঁর ত পয়সার অভাব নেই, বড় লোক শুনেছি। তিনি হীন কাযে ঢুকবেন কেন? ধরুণ না, আমাদের কমিটিতে ত হাত লাগাত পাঁচ ছ’শ’ টাকা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের অফিসের জন্যে পাকাপাকি একখানা বাড়ীই দেবেন বলেছেন। উনি কি দুঃখে—”

শীতলপ্রসাদ তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই বলিলেন, “আমরাও ত তাই বলছি, ওঁর অভাব কিসের? সে দিন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে হাজার টাকা দান করেছেন, আমাদের কোয়াটারের হাঁসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডের চাঁদার খাতায় ওঁর নামে দেখলুম হাজার টাকা ফেলা রয়েছে।”

“তবে? তবে কি ক’রে বলা যায়, তিনি আর কিছু। রাম! ও আপনারা ভুল সংবাদ পেয়েছেন।”

“তাই হোক্, সংবাদ ভুল হ’লে আমরা যত সুখী হব, বোধ হয়, এত আর কেউ হবে না। রণেন্দ্র বাবু যথার্থই আমাদের মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছেন। গঠন মূলক কাজ,—কি করে দেশের লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘোচে, তার ব্যবস্থা ও উপায় ক’রে দিতে উনি কম উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। আবার যেমন বলতে কইতে, তেমনি লিখতে পড়তে,তার পর দরকার হ’লে এমন ক’রে দরাজ হাতে কে দান করে বলুন ত? তবে কি জানেন কলকাতার লোকটি বলছেন, টাকাটা কিন্তু অন্য জায়গা থেকে আস্‌ছে।”

বিনয় বাবু তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন—
—ও সব বাজে কথা। যে নিজে মস্ত ধনী, জমীদার, সে উঞ্ছবৃত্তি করবে না।"

শীতলপ্রসাদ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিদায় গ্রহণের সময় বলিলেন, "তাই যেন হয়। এমন বন্ধু কিন্তু বেনারস কংগ্রেস কখনও পাবে না। কি বলেন? বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী সব তাতেই অনর্গল বক্তৃতা ক'রে যেতে পারেন—এমন ক'জন? থাক্, চললুম, আমাদের সেক্রেটারী মশাই জানাতে বলেছেন, তাই এসেছিলুম, যা ভাল বোঝেন, করবেন।"

শীতলপ্রসাদ বিদায় গ্রহণ করিবার পর বিনয় বাবু কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে কমিটীর কয় জন সদস্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমটা বিনয় বাবুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। হঠাৎ তিনি শুনিলেন, তাঁহারই সহকারী রমানাথ বলিতেছেন, "দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম! রণেন বাবু! আমার চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

বিনয় বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রণেন বাবু? কি করেছেন তিনি?"

রমানাথের সঙ্গে আরও দুই চারি জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কাজ যা করেছেন, তা খুব নোংরা বলেই মনে হচ্ছে—তবে—"

বিনয় বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "রমানাথই একলা বলুক ব্যাপারখানা কি?"

রমানাথ যাহা বলিল, তাহার ভাবটা এই যে, সে একাধিক দিন রণেন বাবুকে এয়োর বটতলার একটা বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে—বাড়ীটার সুনাম নেই, পাড়ার কৃষ্ণ ময়রা এ কথা বলিয়াছে! তাহা ছাড়া নিবারণ ভট্টাচার্য্যও বলিয়াছে, ভিতরে কিছু গোলমাল আছে, না হইলে অল্প বয়সের একটি মেয়েমানুষ একলা ঐ বাড়ীটাতে থাকে, অভিভাবক কেহই নাই। রণেন বাবুর ওখানে যাওয়া-আসা যেন কেমন কেমন মনে হয়!

বিনয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নিজে দেখেছো ঐ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতে—রণেন বাবুকে?"

"কোথায় আমাকে কে যেতে দেখেছে, বিনয় বাবু?" যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা হইতেছিল, সেই রণেন্দ্রনাথ স্বয়ংই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে চাহিয়া রহিল। কক্ষমধ্যে যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

কক্ষের বিকট নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রণেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এই মূহূর্ত্তে আমার কথাই কইছিলেন বোধ হলো। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বিনয় বাবু, আমার অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা হচ্ছিল কি না?"

বিনয় বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অপ্রীতিকর কায করলে অবশ্যই সে সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনা হ'তে পারে।"

রণেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু সে আলোচনা অপরাধীর সামনে হলেই ভাল হয় না? অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে?"

বিনয় বাবু বলিলেন, "এর ভেতর লুকোচুরির কিছুই নেই। আজ না হোক, কাল বা দু'দিন পরে আপনার সামনেই এ বিষয়ে আলোচনা হ'ত। যাক্, ভালই হয়েছে, আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। আপনার সঙ্গে উত্তর-কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পর্ক কি?"

রণেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "সে বিষয় কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য, এ কথা আমি মনে করি নে। তবে আপনি যদি ভদ্রভাবে, বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'ল বলি, এখানে আপনাদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, সেখানেও তাই ছিল, তবে সেখানকার চেয়ে এখানে কাজ একটু বেড়েছে— এখানে আপনাদের তরফ থেকে প্রচার ক'রে বেড়াতে হচ্ছে।"

"সেখান থেকে আপনার বিশিষ্ট পরিচয় পত্র কিছু আনাতে পারেন?"

"এত দিন যা দরকার হয় নি, আজ হঠাৎ তা হচ্ছে কেন?"

"কারণ উপস্থিত হয়েছে বলেই বলছি। থাক্, এয়োর বটতলার একটা বাড়ীর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?"

রণেন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আপনাদের কোন সম্বন্ধ নেই, ও বিষয়ে আমি কোন পরিচয় দিতে চাই নি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?"

বিনয় বাবু কিঞ্চিৎ নরম স্বরে বলিলেন, "দেখুন রণেন বাবু, আপনার উপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে বলেই এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি। জানি, আপনি নির্দ্দোষ। তবুও সন্দেহের কথা যখন উঠেছে, তখন এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার মীমাংসা হয়ে যাওয়া ভাল। মহাত্মার উপদেশ জানেন ত, সত্যাগ্রহীদের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হওয়া প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন।"

রণেন্দ্রও নরম হইয়া বলিল, "যখন এ ভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন আমার কথায় বিশ্বাস করুন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি কাশীতে আছি, সেই জন্য ঐ বাড়ীতে আমায় যাতায়াত করতে হয়। এর বেশী আপনাকে কিছু বলতে পারবো না।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "দেখুন, শুনেছি, একটি তরুণী একলা ঐ বাড়ীতে থাকেন—"

রণেন্দ্র অধীর হইয়া বলিল, "বস্, ঐ পর্য্যন্ত। এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলবো না। বলহেছি ত, এতে আপনারা আমায় যে ভাবে বুঝতে ইচ্ছে করেন, বুঝুন। অবশ্য আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে খুবই দুঃখিত হব, কিন্তু উপায় নেই। আপনারা যে লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তা জানা ছিল না। বোধ হয় এর পর থেকে আমার উপস্থিতি আপনাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হবে। তার দরকার নেই, আমি আপনিই এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে চলব।"

রণেন্দ্র গৃহত্যাগের জন্য দুই পদ অগ্রসর হইল। বিনয় বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "রণেন বাবু, আপনি আমাদের ভুল

বুঝছেন। আমাদের দোষ কি বলুন? আপনার উপর আমাদের এত বিশ্বাস আছে বলেই ত এ অপবাদের প্রতিবাদ আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।"

রণেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এত দিন আমার সঙ্গে ব্যবহার করেও যখন আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারলেন না আপনারা, তখন সাক্ষ্য প্রমাণ দিলেও যে রাখতে পারবেন, তা ত মনে হচ্ছে না।" সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

সকলে ক্ষণকাল নীরবে তাহার যাত্রাপথের দিকে সন্নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর বিনয় বাবু বলিলেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, রণেন্দ্র বাবু অপরাধী। যা হোক, এ বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। দুঃখ এই, বেনারস কমিটী থেকে একটা উজ্জ্বল রত্ন চ'লে গেল। কিন্তু কি করবো, আমরা নিরুপায়, জেনে-শুনে ত অন্যায়ের প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না।"

রমানাথ বলিলেন, "একবার খোঁজ করে দেখলে হতো না?"

বিনয় বাবু বলিলেন, "তুমিই ত বলছো, নিজে দেখে এসেছ—তবে—"

রমানাথ বলিলেন, "আমার ত ভুল হ'তে পারে।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সে তখন করা যাবে, এখন চলুন বাড়ী যাওয়া যাক্।"

তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সকলেরই মনটা অসম্ভব ভারী হইয়া রহিল।

১৪

জ্যোৎস্না কি করিবে? অন্ধকারে সে ত পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এমন জটিল সমস্যা কাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহার মত বয়সে? সমস্ত পৃথিবীই কি যোগাযোগ করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছে? সে পিতৃ-আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করে নাই, অবিচারিতচিত্তে সে সেই আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছে। তবে এবার তাহার বিবেক তাহার মনের মধ্যে সংশয়ের ছায়াপাত করিতেছে কেন?

মুষ্টিবদ্ধ নূতন পত্রখানির কথাই সে ভাবিতেছিল। আর একখানি পত্রের সহিত ইহার কত প্রভেদ? কোন্‌টা সত্য? মানুষ কি এত বিশ্রী? এত খল, এত কপট? শ্বশুরকুল যত অন্যায় আচরণ করুক, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে স্বামী কোন অপরাধ করিয়াছে,—এমন প্রমাণ এত দিন কেহ ত দিতে পারে নাই। কিন্তু, কিন্তু এই পত্র?

জ্যোৎস্না চঞ্চলচরণে কক্ষমধ্যে দুই চারিবার পাদচারণা করিয়া বেড়াইল। এ পত্রে যাহা আছে, তাহা কি সত্য? পূর্ব্বরাত্রিতে যে তাহার মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সমস্ত অন্তরটা দেখাইয়া দিয়াছিল, যে তাহার পত্নীত্বের দায়িত্বের নিকটে আপনাকে পরিপূর্ণ বিলাইয়া দিয়া দয়াভিক্ষা করিয়াছিল,—না দয়া নহে, ন্যায়বিচার চাহিয়াছিল, সে কি এই পত্রে বর্ণিত বিশ্বাসহন্তা চরিত্র-হীনের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে?

জ্যোৎস্না অস্থির হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সমস্ত কক্ষটার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে দ্বিপ্রহরের কঠোর রৌদ্রতাপে সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাতর, অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল। আম্রশাখায় উপবিষ্ট একটা বায়স পত্রান্তরাল হইতে কর্কশস্বরে মধ্যাহ্নের বিরাট অপরিমেয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। একটা পল্লী-কুকুর আবর্জ্জনাস্তূপের ভস্মরাশির মধ্যে অর্দ্ধশায়িত হইয়া হাঁপাইতেছিল।

জ্যোৎস্না সূর্য্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চমকিয়া গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এত আলো—এত বাতাস ত তাহার দেহে ভাল লাগিতেছিল না। কক্ষ নির্জ্জন, কিন্তু বাহিরের জগৎ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া সমীপস্থ আসনের উপর বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে পত্রখানি মুষ্টিমধ্য হইতে উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি এইরূপ:—

শ্রীদুর্গা শরণম্

দশাশ্বমেধ ঘাট,
কাশী

গুপীনাথ বাবু,

তোমায় না জানিয়ে ত চলে এসেছি। আগেই তা ঠিক ক'রে রেখেছিলুম। তুমি উপলক্ষ, একটা আশ্রয় না পেলে কুলের বার হতে পারতুম না। আমাদের পাড়ার যিনি রাজা, তাঁর সঙ্গে আগে হতেই সমস্ত ঠিকঠাক ছিল। কে তিনি, তুমিও জান। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর কুস্তীর আখড়া ছিল, আর বাসার ঠিক দক্ষিণ গায়েই তাঁর আস্তাবলও তুমি দেখেছ। নামটা নাই করলুম। আমি কাশী পৌঁছেই তার বন্দোবস্তমত পাণ্ডার ওখান থেকে এখানে এসে উঠেছি। কোথায়, তা তোমার জেনে কায নেই। আমার খোঁজ কোরো না, যে পাণ্ডার বাড়ীতে এসে আমরা উঠেছিলুম, সে বেচারীকে পীড়াপীড়ি কোরো না, সেও কিছু জানে না। সেই যে তুমি পাণ্ডার সঙ্গে আলাদা বাসা খুঁজতে বেরুলে, আমিও সেই সুযোগে বিশ্বনাথ দেখতে বেরুলুম। পথে বেরিয়েই গাড়ী ভাড়া ক'রে সটান এখানে এসে উঠেছি। লোকজন সব ঠিক আছে। তিনি দু'চার দিনের মধ্যেই এখানে এসে উঠবেন, একটু গোলমাল থেমে গেলেই তিনি পশ্চিম বেড়াবার নাম ক'রে বেরুবেন।

কলকাতা ছাড়বার দিন যে টাকা তোমার হাতে দিয়েছি, তার মধ্যে বড় জোর না হয় পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ করেছো।

বাকী দেড়শো টাকা তোমার কাছে এখনও আছে। আরও যা দরকার হয়, দেবো। কলকাতায় ফিরে যাও, সেখানকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবো। যে পাণ্ডার বাড়ী উঠেছিলুম, তাকে চিঠিতে কলকাতা পৌঁছাবার খবর দিও, আমার লোক গিয়ে জেনে আসবে। টাকা যা চাও, তার জন্যে ভেবো না, তবে বুঝে-সুঝে মাঝে মাঝে চেয়ো। বাবুর টাকার মায়া নেই।

তুমি আমার যে উপকার করেছ, তা ভুলবো না। তার জন্যে তোমায় সন্তুষ্ট করবো। কিন্তু তার বেশী না। যদি আমার খোঁজ করতে চেষ্টা করো, তা হ'লে তোমার এ কুল ও-কুল দু'কুল যাবে বলে রাখলুম। ইতি—

শ্রীমতী তরলা দাসী।

এই তরলাই ত শ্যামবাজারের তারকনাথের ভ্রাতৃজায়া। গুপীনাথ এই তারকনাথকে লইয়া তাহার পিতার নিকট আসিয়াছিল। তাহারা দুই জনেই ত তাহার পিতাকে শ্যামপুকুর ও কাশীর ঘটনা শুনাইয়াছিল। আবার এই তারকনাথই যাহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেছে, তাহার নিঃস্বার্থ সেবার কথা সে-ই অম্লান-বদনে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকারও করিয়াছে। সে স্বয়ং অন্তরাল হইতে দেখিয়াছে, তখন তারকনাথের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছে, নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। সে সেবায় সেবাকারীর জীবনের আশঙ্কারও কারণ ছিল, কেন না, তারকনাথ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল—

সংক্রামক রোগাক্রান্ত তারকনাথকে সকলেই ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, কেবল—

যাউক সে কথা। যে আত্মদেহদানে পরের সেবা করিয়া তাহাকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনে, তাহারই সম্বন্ধে দুশ্চরিত্রা নারীর এই পত্র! এ কি প্রহেলিকা!

জ্যোৎস্নার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, হস্ত আবার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল, একটি দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতসারে নির্গত হইয়া গেল। রক্ত-কমলতুল্য ওষ্ঠে অধর সংন্যস্ত করিয়া সে কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া বাহিরের সূর্য্যালোকিত শূন্যাকাশের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল।

আবার চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হইল। আশ্চর্য্য এ যোগা-যোগ! তরলার সহিত গুপীনাথের মিলন, উভয়ের গৃহত্যাগ, গুপীনাথ ও তারকনাথ পরস্পর পূর্ব্বশত্রু, অকস্মাৎ উভয়ের মিলন, যিনি তাহাদের কথা বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহেন, সেই তাহার পিতা রাজেশ্বর বাবুর সকাশে তাহাদের আগমন ও পত্র দান—এই যোগাযোগ বিস্ময়কর বটে! তবে জগতে সকলই সম্ভব, ইহাও সম্ভব হইতে পারে না, তাহাই বা কে বলিল?

"দিদিমণি, এক বাবু দেখা করতে চান—" রামাবতারের কণ্ঠস্বরে জ্যোৎস্না চমকিয়া উঠিল, দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি বলছো, রামাবতার?"

"এক বাবু দেখা করতে চান।"

"আমার সঙ্গে? বললে না কেন, কর্ত্তা বাড়ী নেই।"

"বলেছিলাম, বাবু খোকা বাবুকে নিয়ে সদরে গেছে কামমে, দোসরা সময়ে আসবে।"

"তবে?"

"বল্‌লে, বাবুর কাছে কাম নেহি আছে, দিদিবাবুকা সাথ কাম আছে। এই লিখা দিয়েছে।"

জ্যোৎস্নার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অপরিচিত আগন্তুক—অন্তপুরের মহিলার সহিত দেখা করিতে চাহে, ইহার অর্থ কি? কম্পিতহৃদয়ে পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাহার বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কি সাহস এই মানুষটার! তাহাতে লেখা ছিল,—

"জ্যোৎস্না!

মাত্র একবার দর্শনপ্রার্থী। কেবলমাত্র দুই চারিটি জিজ্ঞাসা, তার পর আর বিরক্ত করতে আসব না। কাশী হ'তে একটানা এসেছি, বড় আশা করেই এসেছি, বোধ হয়, নিরাশ হবো না।

রণেন্দ্র।"

বিস্ময় অকস্মাৎ দারুণ ক্রোধে পরিণত হইল,—এই মানুষটা নিজেই নির্লজ্জের মত স্বীকার করিতেছে, সে পাপের স্থান হইতে সদ্য এখানে আসিতেছে, আসিয়াই ভদ্রকুলবধূর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে! জ্যোৎস্না ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, "বল গে যাও, আমার কাছে বলবার তাঁর কিছু নেই, কর্ত্তাবাবু বাড়ী ফিরে এলে দেখা করতে পারেন।" রামাবতার, "জী" বলিয়া

মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া যাইতেছিল, দুই তিনটি সোপানও অবতরণ করিয়াছিল, এমন সময়ে তাহার ডাক পড়িল।

জ্যোৎস্না পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "না, দেখ, তাঁকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি।" রামাবতার নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। কি ভাবিয়া জ্যোৎস্না হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। হয় ত, সে এই অশিষ্ট আগন্তুকের ধৃষ্টতার সরাসরি সমুচিত উত্তর দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

বাহিরের কক্ষে রণেন্দ্র অস্থির অধীরের মত পাদচারণা করিতেছিল। হঠাৎ অলঙ্কারের শব্দ শুনিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া কক্ষদ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল।

"জ্যোৎস্না!" দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বারের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া রণেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নার মুখ-চক্ষুতে সে যে ভাবাভিব্যক্তি হইতে দেখিল, তাহাতে তাহার আর অগ্রসর হইতে সাহসে কুলাইল না, অবাক্ বিস্ময়ে সে কেবল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার হৃদয়ে তখন কি ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

কক্ষে পদার্পণ করিয়াই সে স্পষ্টকণ্ঠে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান আপনি আমাদের কছে? বাবা এখানে নেই জানেন বোধ হয়?"

তখনও রণেন্দ্রের বিস্ময় অপনোদিত হয় নাই, তখনও সে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

জ্যোৎস্না পুনরায় গভীরকণ্ঠে বলিল, "বাবার কাছে কি দরকারে এসেছেন, ব'লে যান।"

রণেন্দ্রের মোহ অপসারিত হইল, সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "ব'লে ত দিয়েইছিলুম, তোমার কাছেই আমার দরকার, জ্যোৎস্না!—"

রণেন্দ্রের স্বর কম্পিত হইল, সে দুই পদ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চরণ হুকুম শুনিল না, কম্পিত চরণে সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যোৎস্না পরুষকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে আপনার কোন দরকারই নেই—মিছে কষ্ট দিলেন কেন?"

জ্যোৎস্না কক্ষত্যাগ করিতেছিল। রণেন্দ্র যেন চেষ্টা করিয়া হৃদয়ে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নার হস্তধারণ করিবার জন্য কম্পিতহস্ত প্রসারণ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। ব্যথিত অভিমানাহত স্বরে বলিল, "চ'লে যাচ্ছ? আমি তোমারি জন্যে কাশী থেকে অনাহারে অনিদ্রায় চ'লে আসছি—নিষ্ঠুর! চিঠিখানার জবাব পর্য্যন্ত দিলে না?"

একবার—মুহূর্ত্তের জন্য জ্যোৎস্নার বুক বোধ হয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন দুষ্টা সরস্বতী তাহার রসনাগ্রে ক্ষুরধার বিষাক্ত শরাগ্রের মত আবির্ভূত হইল। কঠোর ব্যঙ্গের স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কাশীই ত আপনার যোগ্যস্থান—যেখানে আপনার মনের কথা স্বচ্ছন্দে খুলে বলতে পারেন—"

আঘাতের উপর তীব্রতর আঘাত! রণেন্দ্রের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—দারুণ ক্রোধ ও অভিমান তাহার সমস্ত মনটাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সেও কঠোর-স্বরে বলিল, "ঠিক কথা। আপনাদের পিতা-পুত্রীর মত ষড়যন্ত্রী মিথ্যা প্রচারকের সংস্রব হ'তে নরকে বাসও ভাল বটে! এ যুগে আন্তরিকতা বা অকপটতার ত স্থান নেই।"

জ্যোৎস্না সমান ওজনে বলিল, "মিথ্যাবাদী কপট ভণ্ড ষড়যন্ত্রীরা ত কাউকে ডেকে পাঠায় নি বাড়ী ব'য়ে এসে ঝগড়া করতে।"

রণেন্দ্রের মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে গর্ব্বভরে প্রস্থানোদ্যতা জ্যোৎস্নার পথরোধ করিয়া প্রায় নতজানু হইয়া কাতর করুণকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর জ্যোৎস্না, আমায় ক্ষমা কর। আমার মাথার ঠিক নেই। চারিদিক্ হ'তে পৃথিবীটা যেন আমায় পিষে মারতে উঠেছে। এ সময়ে সবার চেয়ে আপনার জনের কাছে সান্ত্বনা সহানুভূতি পেতে ছুটে এসেছিলুম। আমায় বাঁচাও জ্যোৎস্না—তোমার কাছে আশা পেলে আমি সারা জগতের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করি না। আমার অজ্ঞাতে যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকি, তা আমি জানি না, তুমি ক্ষমা করো, তুমি আমায় হাত ধ'রে তোমার কাছে টেনে নাও, আমার আর কে আছে, জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্নার সমস্ত শরীরটাই যে কাঁপিতেছিল, তাহা নহে, তাহার সমগ্র অন্তরও ভীষণভাবে স্পন্দিত—আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু তথাপি সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রণেন্দ্র হঠাৎ জ্যোৎস্নার কুসুম-পেলব করাঙ্গুলি ধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে দয়া করবে না? ন্যায়-বিচার করবে না? পূর্ব্বের স্মৃতির আগুন জ্বেলে রেখে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়েই রাখবে? বেশ, তবে তাই হোক্। আর আসবো না; এই শেষ! ভবিষ্যতে যখন নিজের ভ্রম বুঝতে পারবে,তখন হয় ত খোঁজ করলে স্বর্গে মর্ত্তে আমার দেখা পাবে না—তখন কোথায় নরকের কোন্ স্তরে নেমে যাব, তা বলতে পারিনে।"

রণেন্দ্র ঝড়ের বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। জ্যোৎস্নার সমগ্র অন্তর কি এই প্রচণ্ড বাত্যায় অবিচলিতই রহিল? একটা কুকুর-বিড়ালও জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গেলে—না, সে ত ন্যায়-বিচারই চাহিয়াছে। তবে? তাহার অপরাধের ইহজগতে ক্ষমা কোথায়?

জ্যোৎস্নার করাঙ্গুলিগুলি আগুনের মত জ্বলিতেছিল। এ কি স্পর্শের প্রভাব? দূর হউক দুর্ভাবনা। কিসের অনুশোচনা? কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—যতই কঠোর হউক, তবু কর্ত্তব্য। জ্যোৎস্না তখন পিতৃদত্ত পত্রখানার কথা স্মরণ করিয়া আহত মনের ক্ষতে প্রলেপ দিয়া সান্ত্বনা অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সত্যই কি তাহা সান্ত্বনা?

১৫

মাতালের মত টলিতে টলিতে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রণেন্দ্র ষ্টেশনে আসিয়াছিল। কোনও মতে প্রথম শ্রেণীর নির্জ্জন কামরায় প্রবেশ করিয়া সে আসনের উপর আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল।

পৃথিবী, সংসার, সমাজ সবই কি আজ তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায় নাই? মানুষের সহিত মানুষের মধুর, পবিত্র সম্বন্ধ? বাজে কথা, মিথ্যার প্রহসন! ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি?—কবির উদ্ভট কল্পনা!

কিছু নাই, কেহ নাই! আছে শুধু মানুষ, তাহার উৎকট দম্ভ, স্বার্থপরতা, ভোগবিলাস লইয়া। উহাই সত্য, নিছক সত্য। আর সব মিথ্যা—সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা, মায়া মাত্র।

চরিত্রের পবিত্রতা, মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, দয়া-মায়া—ব্যথিতের বেদনায় হৃদয়ে অসহ্য বেদনা বোধ? বোকামী, নির্ব্বুদ্ধিতা, প্রকাণ্ড অর্ব্বাচীনতা!

সারা জীবন ধরিয়া, জ্ঞানসঞ্চারের পর পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে যে আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, চিন্তায়, কার্য্যে যাহা সার্থক করিয়া তুলিবার সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা প্রকাণ্ড ভ্রান্তিপূর্ণ। বৃথা সে পবিত্র জীবনযাপনে প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছে। বৃথাই সে এত কাল সংযমের পথে চলিয়া তাহার বুভুক্ষু আত্মাকে কষ্ট দিয়াছে।

কেন? কাহার জন্য, কিসের জন্য?—

কামরার বাতায়নপথে শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিয়া রণেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

চলমান, শব্দায়মান ট্রেণের প্রচণ্ড শব্দকেও যেন অতিক্রম করিয়া তাহার অস্বাভাবিক হাস্যরব তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রচণ্ড-ভাবে আঘাত করিল।

সেই বিকৃত হাস্যরবের শ্রোতা সে শুধু নিজে। কিন্তু মূহূর্ত্তের জন্য সেই হাস্যরবে সে চমকিয়া উঠিল। এ কি তাহারই কণ্ঠস্বর? না, পাপ, শয়তান, তাহার অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-জয়ের আনন্দবার্ত্তা বিভীষণ রবে ঘোষণা করিতেছে?

নিমেষ মাত্র। পর-মূহূর্ত্তেই সে অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়া গেল।

মানস-দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুর দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের দ্বার কঠিনরূপে, অটলভাবে রুদ্ধ হইয়া যেন সর্ব্ব-প্রকার কোমল ভাবধারার প্রবাহ-বেগকে প্রতিহত করিয়া দিল।

সুন্দরী বালিকা পত্নীর সহিত তাহার কৈশোর-বয়সের

পরিচয়ের অতি অল্পমাত্র নিদর্শনকে সে কোনও দিন বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিল কি? অভিভাবকদিগের বাদ-বিসম্বাদ, মনান্তরের ফলে, মুকুলিত প্রেমপদ্ম সহস্রদলে বিকশিত হইয়া চরিতার্থতার সুযোগ পায় নাই সত্য, কিন্তু বালিকা পত্নীর স্মৃতি তাহার কিশোর-চিত্তে যে চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার পবিত্রতার কথা সে যৌবনেও এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্বীকার করিয়াছিল কি? অন্তর্হিতা পত্নীর কথা মনে করিয়াই সে অনুরুদ্ধ হইয়াও দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার সত্যনিষ্ঠ অন্তর শুধু বালিকা জ্যোৎস্নাকে প্রিয়তমার আসনে বসাইয়া অন্যের অগোচরে নিভৃতে প্রেম-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াই চরিতার্থ হইত।

কিন্তু তাহার ইতিহাস কে জানে? কে জানে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত সে তাহারই ধ্যানে মগ্ন থাকিতে ভালবাসিত? এতকাল পরে তাহার দেখা পাইয়া, তাহাকে পাইবার জন্য আবেদন করিয়া সে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—তাহার হৃদয়ের যাবতীয় কোমল প্রবৃত্তিকে পাষাণচাপে নিষ্পেষিত করিয়া,তাহার বিবাহিতা পত্নী তাহাকে নিদারুণ উপহাসের সহিত তাড়াইয়া দিয়াছে।

ইহার পর সংসার, সমাজ, ধর্ম্মের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইহকাল? পরকাল?—সে বিষয়ের সার্থকতা কোথায়? যাহার ইহকাল এমনই ভাবে উপেক্ষিত, অনাদৃত, লাঞ্ছিত, পরকাল আছে কি না, তাহা ভাবিয়া লাভ?

অসহ্য! অসহ্য!—

রণেন্দ্র অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। শত বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। প্রভূত অর্থ, দেহে পরিপূর্ণ শক্তি, অটুট স্বাস্থ্য, উচ্ছল যৌবন—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও কি সে যৌবনের উন্মাদনায় গা ভাসাইয়া দিয়াছে? তথাপি, তথাপি, তাহারই পত্নীর নিকট হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কি কুৎসিত ইঙ্গিতই না আসিয়াছে!

পৃথিবীর সকলেই যদি স্বার্থ লইয়াই তৃপ্তি লাভ করে, বস্তু-তান্ত্রিক জগতের রূপ, রস ভোগ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করাই যদি বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সেও কি নির্ব্বোধের মত তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধু অভিশাপই কুড়াইতে থাকিবে?

আসনে বসিয়া পড়িয়া সে দুই হস্তে বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিল। এ কি দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ তাহার চঞ্চল অন্তররাজ্যে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে! এত দিনের সাধনা, এত দিনের সংযমকে ধূলিসাৎ করিয়া উন্মত্ত জয়োল্লাসে কাহারা বাহিরে আসিতে চাহিতেছে?

অতি অম্লান, অতি অস্ফুট আর এক জনের কণ্ঠস্বর মিনতি করিয়া কি যেন বলিতে চাহিতেছে। রণেন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

এক দিকে উন্মত্ত জয়োল্লাস—অন্য দিকে ক্ষীণ মিনতির কাতরতা! রণেন্দ্র অধীরভাবে গাড়ীর জানালায় শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিয়া নিৰ্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

১৬

"তার পর ?" কালীনাথ জিজ্ঞাসুনেত্রে গুপীনাথের দিকে তাকাইয়া রহিল। রণেন্দ্রের শ্যামপুকুরের বাসায় বসিবার কক্ষে কথা হইতেছিল।

গুপীনাথ টেবলের উপরে অবস্থিত বোতল হইতে গেলাসে সরস রক্ত মদিরা ঢালিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "তার পর আর কি? কাশীর আটঘাট ঠিক ক'রে ফেলেছি—বাছাধনের সে দিকে আর চালাকিটি চলবে না। গুপীনাথ যে কাযে হাত দিয়েছে—"

কালীনাথ এবার গুপীনাথের হাতের গেলাস ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, না, আর খায় না, যথেষ্ট হয়েছে। কাশীর ব্যাপার সবই কি সামলে নেওয়া গেল ? আর এ দিকে ? এই ছোঁড়াটা—তারকটা ? সেটা কি এখনও তার বৌদির অপমানে—বংশের অপমানে হন্যে কুকুর হয়ে তার সন্ধানে ঘুরছে ?"

গুপীনাথ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "টাকা ছাড়ো বাবা—

টাকা ছাড়ো। আর কেবল মুখের কথায় গুপেগুণ্ডা ভিজছে না। সেই বাবা, সেই বাবা—ছুঁড়ীটাকে নিয়ে কাশী স'রে পড়বার আগে যা ঝেড়েছিলে কিছু—"

কালীনাথ পুনরায় বাধা দিয়া বলিল, "বটে রে নেমকহারাম? তার পর তারকা ছোঁড়াকে লেলিয়ে দেবার আগে কাশীর কমিটীতে চর পাঠাবার সময়?"

গুপীনাথ মুখভঙ্গী সহকারে বলিল, "বাঃ বাঃ, সে সব ত বখরা হয়েই গেল, শর্ম্মা পেলেন কি বাবা বল ত? ও সব হবে না, নগদ পাঁচশোখানি ঝাড় ত এতে আছি, নইলে—উঃ তারকা ছোঁড়াকে বাগ মানাতে যা ফিকির করতে হয়েছিলো! না বাবা, পাঁচশোতেও শানাবে না—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখন গেলাস রাখ, সন্ধ্যে থেকেই ত গিলছিস—"

"কৈ বাবা, সবে ত আধ বোতল দিয়েছ, এতেই বদনাম?"

"আচ্ছা রে বেটাচ্ছেলে, যত চাস্ পাবি, আগে আসল কাযটা হাঁসিল কর দিকি।"

গুপীনাথ হঠাৎ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "রোখো রোখো! একবারে অত কথা না, সব গুলিয়ে দিচ্ছ, বাবা। কি কি করতে হবে, সাফ ব'লে যাও ত, শর্ম্মা কিছুতে পেছ্‌পা হবে না।" গুপীনাথ দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া বলিল, "শালা, পাড়ার মধ্যে দশ জনের সামনে অপমান করেছে—গুপে গুণ্ডা তা ভুলবে? মনেও ভেবো না তা। হুঁ!"

কালীনাথ এইবার নিজেই মদের গেলাস আগাইয়া দিয়া বলিল, "তারকটা কি কাশীর সন্ধান পেয়েছে?"

"কোথায় আছে তা কি জানতে দিয়েছি! সে জানে, রণেন ব্যাটা তার বৌদিকে নিয়ে হিল্লী-দিল্লী হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু এবার সন্ধান দিতেই হবে বাবা, না হ'লে চলছে না, বেটা সন্ধানের জন্যে সত্যিই এবার ক্ষেপে উঠেছে"—

"না, না, বলি শোন না। ওসব গোঁয়ার্তুমি চালের চেয়ে বুদ্ধির মার-পেঁচ খেলে দেখ দিকি, বেটাকে ঘাল করতে কতক্ষণ?"—

হঠাৎ গুপীনাথ মদের ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবু, ও শালার ওপর তোমার এত আখোচ্ কেন বল দিকি? এ দিকে ত বল তোমার ভাই।"

কালীনাথের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া বলিল, "যা, যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমার কি? আমি আজ আছি, কাল নেই। বলেছি ত, বুড়োর জন্যেই সব করা যাচ্ছে—বুড়োদের কি কম শাস্তি দিয়েছে। আহা, বুড়োর মেয়েটা!"

"তা যা বল বাবু, ও মেয়েটাকে দেখলে কি জানি কেন বুকখানা কেঁপে ওঠে। তোমার সঙ্গে যা দুচারবার ওদের গাঁয়ে গিয়েছি, তাতে ওকে দেখে—এত বড় দুর্দ্দান্ত যে গুপে গুণ্ডা, তারও মুখ দিয়ে রা সরে নি।"

"নে, নে বেটা, তোর সবই বাড়াবাড়ি। গলা টিপলে দুধ

বেরোয়, সেদিনকার মেয়ে—তবে যা বলেছিস, ওর বাপটা এমন ভাল লোক! ওটা কিন্তু ভিন্ন রকমের, গুমরে মটমট করছে যেন! তা হোক গে, ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? হচ্ছে বুড়োকে নিয়ে কথা। আহা, মা-মরা মেয়ে—জামাইটা বয়ে যাচ্ছে, মেয়েটা ভেসে ভেসে বেড়াবে। দেখ, চেষ্টা ক'রে যদি জব্দ-মব্দ ক'রে ছোঁড়াটাকে ফেরাতে পারা যায়—তা হ'লে বুড়োর ঘরটা বজায় থাকে।"

গুপীনাথ হঠাৎ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বটে! ও শালা জাহান্নামে যাক না কেন, আমার কি বয়ে গেল তাতে? ও সবে আমি নেই। শালাকে জেল খাটাবো, তবে ছাড়বো। গোড়ায় সর্ত্ত ক'রে এখন পেছুনো, বাবা? দাও বাবা মজুরী ফেলে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই, আর ওতে থাকছি নি, বাবা।"

কালীনাথ এবার এক গেলাস ঢালিয়া বলিল, "আহা, ছেলেমানষি করিস কেন বল ত? নে ধর, এই নোটের তাড়া। মোদ্দা তারকা ছোঁড়াটাকে শীগ্‌গির কাশীর সন্ধান দিস নি—কি জানি, যদি রাগের মাথায় খুন-খারাপি ক'রে বসে!"

গুপীনাথ নোটের তাড়া বাগাইয়া লইয়া গণিয়া দেখিল, তাহার পর গুম্ফে হাত বুলাইয়া কহিল, "পড় বাবা আত্মারাম! কত কেরামতই জান রে বাবা, কত কেরামতই জান। সেই ভয়ে ত ঘুম হচ্ছে না তোমার! বল বাবা, কি মতলব ঠাওরেছ নতুন?"

কালীনাথ বিস্মিত হইবার ভাব দেখাইয়া বলিল, "মতলব?

আমি? সাতেও নেই, পাঁচেও নেই বাবা! ছোঁড়াটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে—বিষয়টা যাতে রক্ষা হয়, তারই জন্যে।"

গুপীনাথ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে গুপে গুণ্ডাকে হাত করেছ? যাক গে বাবা, কে থাকে রাজা-রাজড়ার কথায়—আমার পাওনা গণ্ডা যা হয় বাবা, মিটিয়ে দেও—বস্!"

কালীনাথ হঠাৎ চমকিত হইয়া বলিল, "চুপ! সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পাচ্ছি। ঐ ভবেশ বেটা বুঝি! মার চেয়ে আপনার জন, তাকে বলি ডান। যা, পালা, বারান্দার ও-পাশের বাঁকা সিঁড়িটে দিয়ে স'রে পড়, যেন না দেখতে পায়।"

আগন্তুক ততক্ষণ কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়াছে। তাহার মুখের উপর বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মিপাত হইবা মাত্র কালীনাথ চমকিত হইয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আগন্তুক ইত্যবসরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া নীরবে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সে রণেন্দ্রনাথ। কালীনাথ তাহাকে অতিমাত্র পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন দেখিল।

কালীনাথ মুহূর্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আরে, রণেন যে, তুমি কোত্থেকে হে? কাশী থেকে রওনা হয়েছ কবে, কৈ, কিছুই জানাও নি ত!"

রণেন্দ্র ক্ষীণ অবসন্ন বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "না, জানান হয় নি।"

ভাবগতি দেখিয়া কালীনাথ সতর্ক হইল। সমবেদনায় কণ্ঠস্বরকে কোমলতর করিয়া সে বলিল, "ইস! মুখ-চোখ যে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, চুল রুক্ষ,—ব্যাপারখানা কি? খাওয়া-দাওয়া হয় নি না কি, রাতে ঘুমোও নি না কি?"

রণেন্দ্র কেবল একটি ছোট 'হুঁ' দিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া টেবলের উপর মাথা রাখিল।

কালীনাথ সত্যই এবার শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইয়া, কাছে আসিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "সত্যি কি হয়েছে, রণেন? তুমি ত সহজে এমন হও না। চান করবে? আমি বলি, আগে এক কাপ চা—"

হস্তসঙ্কেতে নিষেধ করিয়া রণেন্দ্র তদবস্থায় থাকিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই।"

"একটু সরবৎ? তাও না? ওহো হো, তৈরীই ত রয়েছে, খুব ঠাণ্ডা—এটা বিয়ারের পঞ্চ—খেয়ে ফেল দিকি ঢক ক'রে এক গেলাস—একে মদ বলে না, অথচ শরীরটাও জুড়িয়ে যাবে'খন।" কালীনাথ রণেন্দ্রের হস্তে সুরাপাত্র দিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বড় ঠাণ্ডা, ভারী স্নিগ্ধকর—ওতে নেশাও হয় না, অথচ সব অবসাদ কষ্ট দূর হয়ে যায়, আমরা প্রায়ই ত খাই"—

রণেন্দ্র যন্ত্রচালিতবৎ আধারের পানীয় গলাধঃকরণ করিল। মুহূর্ত্তকাল মুখ বিকৃত করিয়া সে পূর্ব্ববৎ আবার মুখ গুঁজিয়া

পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল, "আর এক গ্লাস, কালীদা'! বরফটা বেশী ক'রে দিয়ো।"—

কালীনাথ আগ্রহভরে গ্লাস তুলিয়া দিল, রণেন্দ্র নিমিষে তাহা মুখে ঢালিয়া ফেলিল। এবার আর সে মাথা গুঁজিল না, তাহার অবসাদের ভাবটা যেন হঠাৎ অন্তর্হিত হইল, নয়ন হইতে একটা তীব্র জ্যোতি নির্গত হইল, সে আনন্দ-ভরে বলিল, "বাঃ বাঃ কালীদা'—ভারী সুন্দর ত! দাও, দাও।" সে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিল। এই ভাবে আরও দুই একবার চলিল।

ইত্যবসরে কালীনাথের আদেশে কিছু আহার্য্যও আনীত হইল। রণেন্দ্রের তখন আর আহারের আপত্তি ছিল না। স্নিগ্ধ বাতাসে তখন তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা অপ্রত্যাশিত স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। সে উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া মনের আনন্দে একটা অভ্যস্ত গানের সুর ভাঁজিতেছিল।

আহার্য্য মুখে দিয়া সে বলিল, "কালীদা' মন্তর জান তুমি নিশ্চয়! আঃ, প্রাণটা বাঁচালে তুমি! দাও, দাও,—ঐ সরবৎ এক গেলাস।"

কালীনাথ এক গাল হাসিয়া বলিল' "কি আর আমি করতে পারলুম তোর বল্! বাপ-পিতামহের জমীদারীটা, তাও দেখলিনি, কেবল হো-হো-টো-টো ক'রে—"

রণেন্দ্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "আঃ! আবার কি কথা নিয়ে এসে ফেল্‌লে—ও সব ত তোমার উপর ভার দেওয়াই রয়েছে, কালীদা'। নাও, তুমি এ গেলাসটা খাও।"

কালীনাথ গেলাসটি হাতে লইয়া সোডা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "সে ত তুমি ব'লে খালাস, কিন্তু কাযের সময় আমায় মানে কে ? এ সব কাযে মুখের হুকুমে ত ফল হয় না, ভাই।" কালীনাথ স্বয়ং গেলাস নিঃশেষ করিয়া রণেন্দ্রের হস্তে পুনরায় পূর্ণমাত্রা প্রদান করিল।

রণেন্দ্র সুরাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আরে বাস রে, এই কথা ? কি চাই তোমার বল না, কালীদা' সব তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। ওঃ, কি আরাম !"

কালীনাথ টানার মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া টেবলের উপর পাতিয়া বলিল, "দাও দিকি একটা সই ক'রে। ভাবছ আমার নামে দান-পত্তর ? তোমার কালীদা' তেমন হ'লে এতদিন অনেক কিছু করতে পারতো, ওটা আমমোক্তারনামা—এতে আমায় ক্ষমতা না দিলে তোমারই লোকজন মানে না—কায করবো কোত্থেকে ?"

রণেন্দ্র বলিল, "দাও"। কাগজে সে কম্পিত হস্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনরূপে সহি করিল। সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত, তাহা হইলে সে-সময়ে সে কালীনাথের মুখে যুগপৎ আনন্দ, তৃপ্তি ও হিংসা-ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাইত। যতক্ষণ সহি চলিল, ততক্ষণ কালীনাথের হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ বোধ হয় কালীনাথ স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছিল !

কলমটা রণেন্দ্রের হাত হইতে খসিয়া পড়িল, রণেন্দ্র যেন তন্দ্রাঘোরে টেবলের উপর এলাইয়া পড়িল। কালীনাথ তৎক্ষণাৎ

ভৃত্য-পরিজনকে আহ্বান করিয়া রণেন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া সোফার উপর শয়ন করাইয়া দিল, তাহার হিংসা-পরিপূরিত কুটিল দৃষ্টি তখনও রণেন্দ্রকে অনুসরণ করিতেছিল।

বুভুক্ষু বহুদিন পরে সম্মুখে আহার্য্য দেখিলে যেরূপ ভাবে সেই দিকে অপলক-নেত্রে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, কালীনাথ কিছুক্ষণ সহি-করা আম-মোক্তারনামা খানা ঠিক সেই ভাবে দেখিতে লাগিল। তৃপ্তি আর হয় না! একবার এদিক, আরবার ওদিক, নানারূপে নাড়িয়া চাড়িয়া সে স্বাক্ষরটি পরীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কক্ষে সে ও রণেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

পরীক্ষা সাঙ্গ হইলে তাহার মুখমণ্ডল বিদ্যুতের আলোকে বিদ্যুতেরই মত হাসিয়া উঠিল। এ আনন্দ অংশ করিয়া ভোগ করিবার কেহ নাই, ইহাই তাহার সুখ!

একটা লোক রাজপথ দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে গাহিয়া যাইতেছিল,—"মন তোর এ ভ্রম গেল না"—রণেন্দ্র তন্দ্রাজড়িত স্বরে বলিল, 'ভ্রম? ভ্রম, না সত্য? ও কে গেল, কালীদা'?"

কালীনাথ বলিল, "ঘুমো, ঘুমো, মিছে বকিস্ না।"

রণেন্দ্র সোফায় হঠাৎ অর্দ্ধোত্থিত হইয়া বলিল, "বলবে না কে গেল? আচ্ছা, আচ্ছা!" রণেন্দ্র আবার শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটি হেঁচকী উঠিল।

কালীনাথ ঈষৎ উষ্ণস্বরে বলিল, "কি মিছিমিছি জ্বালাতন করছ? বলছি ত চুপচাপ শুয়ে থাক, কাল তখন কথা হবে।"

কালীনাথ বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দ্বারপ্রান্ত হইতে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে স্পষ্ট শুনিল, যাহাকে সে সংজ্ঞাহীন বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে বলিতেছে,—"গুপে গুণ্ডা—আমার এখানে কেন?"

কালীনাথ স্তম্ভিত হইয়া দ্বারপথে দাঁড়াইয়া রহিল।

১৭

রাজেশ্বর বাবু কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কন্যার শ্বশুরকুলের অন্য যে দোষই থাকুক না কেন, তাহারা যে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পারে, ইহা সম্ভবপরই নহে। বিশেষতঃ রণেন্দ্র পিতৃপিতামহের ধারা যতই অনুকরণ করুক, সে যে রাজনীতিক ডাকাতিতে লিপ্ত, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? তারকনাথ তাহার বিপক্ষে এই যে অভিযোগ করিতেছে, ইহা কি সত্য? তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কাজেই সে তাঁহাকে একবার রণেন্দ্রের বাগানবাড়ীটা সার্চ্চ করিতে বলিতেছে, অন্ততঃ মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ কথা জানাইতে বলিতেছে যে, বাগানবাড়ীতে বোমার আড্ডা ছিল, কলিকাতা শ্যামপুকুরের বাড়ীতেও তাই। এখানে সার্চ্চ হইবার পর কলিকাতার ব্যবস্থা পরে করা যাইতে পারে। রণেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতার বয়স্যদের লইয়া এই বাগানবাড়ীর ভাঙ্গা কুঠুরীতে আসিয়া তুই চারিদিন অবস্থান করিত, সে অঞ্চলে

ভৃত্য-পরিজন কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জ্যোৎস্নাও তাঁহাকে বলিয়াছে যে, রণেন্দ্র জ্যোৎস্নাকে বাগানবাড়ী দান করিবার কথা পাড়িয়াও মাঝে মাঝে ঐ ভাঙ্গা দিকটায় দুই এক দিনের জন্য আসিয়া বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহার অর্থ কি ?

আরও এক সমস্যা ছিল। কালীনাথ দুঃখ করিতেছিল, এত দিন রণেন্দ্রকে যে-রোগে ধরে নাই, এবার কাশী হইতে ফিরিবার পর সে তাহার সেই রোগ দেখিয়াছিল। সে মদ্যপ হইয়াছে, গেলাসের উপর গেলাসেও তাহার তৃপ্তি হয় না। পূর্ব্বে সে জানিত, রণেন্দ্র মাঝে মাঝে পরিমিত সুরাপান করিত, কিন্তু এমন সাংঘাতিক মাতাল হইতে সে তাহাকে কখনও দেখে নাই। কথাটা বলিতে বলিতে কালীনাথ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। আহা, সে যে তাহার জগতে আত্মীয় বন্ধু বলিতে মাত্র একজন ! কিন্তু স্বদেশীওয়ালারা যে অপরাধই করুক, তাহারা চরিত্রহীন বা মদ্যপ, এমন কথা এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। তবে রণেন্দ্রে ইহা সম্ভব হইল কিরূপে ? কিন্তু একটা কথা, আমড়াগাছে কি আম ফলিয়া থাকে ?—আমড়াই পাওয়া যায়। শয়তানের বংশে শয়তানই জন্মিয়া থাকে।

কথাগুলি মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে রাজেশ্বর বাবুর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাসাপথে একটা স্বস্তির নিশ্বাসও নির্গত হইয়া গেল। উঃ, ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে, আজ যদি তাঁহার প্রাণসমা

কন্যাকে উহার গৃহে বাস করিতে হইত, তাহা হইলে কি হইত!

সত্যই সে রণেন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু দাম্পত্যজীবন যাপন করিবার সুযোগ না হওয়াতে স্বামীর প্রতি পত্নীর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সুতরাং রণেন্দ্রের অধোগতির সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রাণসমা দুহিতার মনে বেদনার জ্বালা ধূমায়িত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে না। পিতার এই সাবধানতা ও বিজ্ঞতার জন্য উত্তরকালে কন্যা কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

"বাবা!" কন্যার কণ্ঠস্বরে রাজেশ্বর বাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আগ্রহভরা স্নিগ্ধ শান্ত স্বরে বলিলেন, "এস মা, এস, আমি তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলাম। আমায় কিছু বলবে ব'লে এসেছ কি?"

জ্যোৎস্না বলিল, "হ্যাঁ বাবা, কথাটা তোমায় বলতেই এলুম। সনাতন বলছিল, কালী বাবু নাকি খুবই বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছেন।"

"তার মানে?"

"লোকজনের সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করছেন, জমীজমা ইচ্ছামত বিলিবন্দেজ করছেন—"

রাজেশ্বর বাবুর প্রসন্ন মুখ হঠাৎ অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "তাতে আমাদের কি এলো গেল?"

জ্যোৎস্নার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, সে নতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেশ্বর বাবু যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, বিধির ইচ্ছায় তাহাই জুটিয়া গেল। তিনি গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "দেখ মা, ওদের গুণের কথা ক্রমে একটির পর একটি প্রকাশ পাচ্ছে। কালী ছোকরা ভাল, ও আছে ব'লে বিষয়টা ওদের রক্ষে পাচ্ছে, নইলে ও বিষয় ত উড়েই গিয়েছিল। এখন ও কড়া হয়েছে বলেই চাকর-গোমস্তারা চেঁচামেচি করছে। যাক্ গে, মরুক গে, ওদের ও-বিষয় থাকলো, কি গেল, তাতে আমাদের কিছুই এসে যায় না। যা গুণ সব বেরুচ্ছে—ভগবান্ রক্ষে করেছেন, ওর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের আপদবালাই ঘুচে গেছে।"

জ্যোৎস্না কোন কথার উত্তর না দিয়া নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল; রাজেশ্বর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "চলে যেয়ো না, সবটা শুনে যাও। শোন নি বোধ হয়, এখন একেবারে চরিত্রহীন মাতাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল তাই নয়, কাশীর কেলেঙ্কারীর পর এখানে ফিরে এসে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করে নি! অধঃপাতের শেষ ধাপে না নামলে এমন প্রবৃত্তি ভদ্রসন্তানের হয় না। এখানে এসে শুনলুম, শ্যামপুকুরের বাসায় সাত দিন ধ'রে না কি মদেই ডুবে রয়েছে। তার উপর—থাক্ গে, সে আর তোমার শুনে কায নেই, সে—"

সেই মুহূর্ত্তে দ্বার সান্নিধ্যে একটা লোক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "দিদিমণি, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীগ্‌গির আসুন—"

রাজেশ্বরবাবু ও জ্যোৎস্না বিস্ময়ে প্রায় নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন; মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া জ্যোৎস্না ব্যাকুল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে পঞ্চানন? কার সর্ব্বনাশ হয়েছে?"

পঞ্চার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়াছিল, সে প্রায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আর কি হবে মা, যা বলেছিল কালী বাবু, তাই কর্‌লে—সোনা দাদাকে আজ মেরেছে, মেরে আবার পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে—"

লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে দিন-মজুর, সনাতনের সহকারিরূপে বাগানবাড়ীতে কার্য্য করে।

রাজেশ্বর বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তা, আমরা তার কি করবো?"

জ্যোৎস্না সে কথায় মনোযোগ না দিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "সোনাদা'কে মেরে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে, কালী বাবু? কেন? সে কি করেছে?"

পঞ্চানন তুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি জানি দিদিমণি, ক'দিন থেকে তু'জনে ঝগড়া-বিবাদ খুবই চলছিল, কি সব জমীবিলির বন্দোবস্ত নিয়ে—বিশেষ এবারে কলকাতা থেকে ফিরে অবধি কালী বাবু একেবারে আগুনের মূর্ত্তি ধরেছে, কালও ঝগড়া বেধেছিলো, বচসা হতে হতে কালী বাবু সোনাদা'কে বল্‌লে,—

বেরো হারামজাদা আমার বাড়ী থেকে। শুনেই সোনাদা' বুনো মোষের মত ছুটে গিয়ে বললে, 'হারামজাদা? মুখ সামলে কথা কোয়ো বলে দিচ্ছি! ওঃ, লাট সাহেব এলেন যেন, তবু যদি বাড়ী-বাগানের মালিক হতো!' এই আর যায় কোথা! কালী বাবু রেগে বললে, 'যত বড় মুখ তত বড় কথা—ছুঁচো বেটা কোথাকার, জুতিয়ে লাট ক'রে দেবো জানিস!' সোনাদা'ও সামলাতে পারলে না, যা মুখে এলো, তাই ব'লে ফিরিয়ে গাল দিলে, কালী বাবুও জুতো ছুঁড়ে মারলে, সোনাদা' ফিরিয়ে মারতে গেল, সবাই মিলে আমরা ধ'রে ফেললুম—"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তা ঠিকই ত করেছে কালীনাথ। চাকরের এত বড় স্পর্দ্ধা—"

বাধা দিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "তা এতে পুলিস এল কেন?"

পঞ্চানন বলিল, "ঐ যে গো দিদিমণি, আজ ভোর হতেই কালী বাবু গোল তুললে, টাকা-কড়ি আর দলিল-পত্তোর খোয়া গেছে। পুলিশ এলো, দারোগা-চৌকীদার এলো, ঘর-দুয়ার খোঁজা-খুঁজি হলো,—তাই ছুটে এলুম দিদিমণি। এতক্ষণে কি হলো কে জানে বাবু।"

জ্যোৎস্না পিতার মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি হবে বাবা? তুমি একবার যাও না—সোনাদা'—"

এই সময়ে বহির্দ্বারে একটা কলরব উঠিল, অনেক লোক যেন একসঙ্গে কথা কহিতেছে। কক্ষস্থ সকলে সবিস্ময়ে

বহির্দ্দেশের দিকে চাহিয়া রহিল, রাজেশ্বর বাবু আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"নমস্কার, আপনার কাছেই আস্‌ছিলুম আমরা, কেস্‌টা ত খারাপই দাঁড়াচ্ছে—যাকে বলে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনো। জানলেন, মশাই—" দারোগা বাবু কথাগুলি বলিতে বলিতে বারান্দার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কয় জন গোমস্তা ও পল্লীবাসীর সঙ্গে কালীনাথও তাহাদের পশ্চাতে ছিল।

দারোগা বাবু আসন পরিগ্রহ করিলে পর রাজেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, দারোগা বাবু?"

দারোগা বাবু হাতের ছড়িটার উপর দক্ষিণ হস্তটি রক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরের পর কালী বাবু থানায় খবর পাঠান যে, বাগানবাড়ীতে খুব বড় রকমের একটা চুরি হয়েছে—কেমন, না কালী বাবু?"

কালীনাথের দৃষ্টি তখন কক্ষমধ্যে আবদ্ধ ছিল। সে কি ভয়-চকিত দৃষ্টিতে খুঁজিতেছিল, তাহার ভয়ের মানুষটি সেই স্থানে অবস্থান করিতেছে কি না? সে দারোগা বাবুর অতর্কিত প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিল, "এ্যাঁ, কি বলছেন?"

দারোগা বাবু সে কথার কোনও জবাব না দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"এসে কালী বাবুর কাছে শুনলুম, কি কি জিনিষ চুরি গেছে, তার লিষ্টিও তৈরী ক'রে রেখেছি, এই দেখুন। বাড়ী আর বাগানে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন কালী বাবু বললেন, বাগানবাড়ীর পোড়ো

দিক্‌টায় তালাবন্ধ থাকে, হয় ত সেই দিকেই চোরাই মাল থাকতে পারে। সে দিক্‌টার চাবী সোনা মালীর কাছেই ছিল। সার্চ্চ ক'রে সেখানে কেবল যে চোরাই মাল পাওয়া গেল, তা নয়, তার সঙ্গে মস্ত একটা বোমার কারখানাও বেরিয়ে পড়লো!"

রাজেশ্বর বাবু বলিয়া উঠিলেন "বোমার কারখানা? সত্যি?"

দারোগা বাবু বলিলেন, "হাঁ তাই। জীবন্ত বোমা, বোমার মাল-মশলা আর কতকগুলো তরোয়াল আর রিভলভার টোটা!"

রাজেশ্বর বাবুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দারোগা বাবু তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন "এ অবস্থায় ঐ লোকটাকে গ্রেফতার করা ছাড়া অন্য উপায় দেখতে পাই না। সে বল্‌ছে কিছুই জানে না, ও দিক্‌টা তালাবন্ধই থাকত, কখনও কখনও ওর মনিব দু'চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ও দিক্‌টায় থাকত। দু'চারজন পাড়ার ভদ্র লোককে সাক্ষী রেখে সার্চ্চ ক'রে এসেছি, যেমন অবস্থায় ছিল, ঘর দুয়োর তেমনই অবস্থায় রেখে তালা দিয়ে পাহারা রেখে এসেছি। এখন আপনি গিয়ে একবার দেখে এই লিষ্টিটা সই ক'রে দিলেই হয়। আর সোনা মালীর সম্বন্ধে কি করা যায়, তাও ঠিক ক'রে আসতে হবে আপনাকে।"

রাজেশ্বর বাবুর বিস্ময় তখনও অপনোদিত হয় নাই। তিনি বলিলেন, "গাঁয়ের ভিতর এত বড় একটা কাণ্ড হ'চ্ছে, কেউ তা এতদিন জানতে পারলে না—"

এই সময়ে কালীনাথ বলিল, "আমি ঘরে থেকেই কিছু জানতে পারি নি, বাইরের লোক কি করে জানবে?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তাই ত!"

দারোগা বাবু বলিলেন "চলুন, বাগানবাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্। আপনি—"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেল, "দেখুন, আমি গিয়ে ত কিছু করতে পারবো না, আমি সবে এই পদ পেয়েছি, তার উপর প্রথম শ্রেণীর নই।"

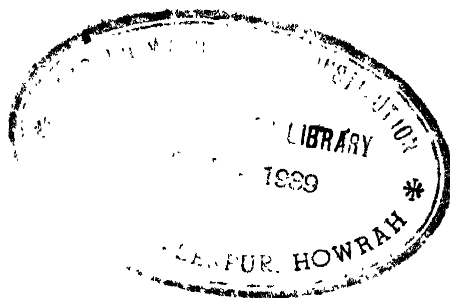
দারোগা বাবু বাহিরের ফটক পার হইতে হইতে বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? লিষ্টি আপনি সই করলে ওর আর মার নেই। আপাততঃ ঐ লোকটাকে পুলিস হেপাজতে রাখতেই হবে, তারপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডেপুটি বাবুর কাছে হাজির করলেই হবে।"

রাজেশ্বর বাবু তখনও আপনার বাগানের ফটক পার হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। দারোগা বাবু তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে বলিলেন, 'দেখুন দারোগা বাবু, আমার যেতে অন্য বাধা নেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন একটা পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে—"

দারোগা বাবু বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সব সরকারী কাযে পারিবারিক প্রশ্ন আসতেই পারে না। আসুন, বেলাও প'ড়ে এলো।" রাজেশ্বর বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষুণ্নমনে অগ্রসর হইলেন।

সকলেই স্থানত্যাগ করিয়াছে। কক্ষমধ্যে জ্যোৎস্না কেবল একা। সে কক্ষমধ্যে থাকিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। সে বিস্ময়-স্তিমিত-হৃদয়ে ভাবিতেছিল, এই ব্যাপারের মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে। ইহার কতটুকু সম্ভব ? যাহাই হউক, অপরাধী যিনিই হউন, তাহার সনাতন দাদা নির্দ্দোষ। যদি জগতের আর সকলে বলে সে দোষী, তাহা হইলেও সে তাহা বিশ্বাস করিবে না—সোনা দাদাকে রক্ষা করিতেই হইবে!

কিন্তু জ্যোৎস্না বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।



১৮

"যাও, মিছরি পোখরা।—"

ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে ট্যাক্সী যাত্রিবহন করিয়া ছুটিল।

আরোহী রণেন্দ্রনাথ। কিন্তু কয়দিনে তাহার সে কান্তশ্রী কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল। কালীনাথের কৃপায় বিস্মৃতি-রাজ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত রাখিবার পর, আজ সে কাশীতে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার একমাত্র আপনার জন,—দেবতা, অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াও, যখন বিনা অপরাধে তাহাকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—ইহজন্মে মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন কাহার জন্য সে আপনাকে ঐহিক সুখভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিবে? পবিত্র, সংযত জীবন যাপনের মূল্য যদি অপমান, লাঞ্ছনা, মিথ্যা অপবাদ, তবে সে-জীবনকেই বা কেন সে বরণ করিয়া লইবে?

কালীদাদা তাহাকে যে অমৃত-সেবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছে, কয় দিন তাহারই প্রভাবে সে হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার তীব্রজ্বালা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিল। এমন বিশল্যকরণী আর নাই। গাড়ীর মধ্যে সে সহযাত্রীদের উপস্থিতিবশতঃ অমৃতধারা পানের সুযোগ পায় নাই। সারা রাত্রি তাহাকে সেজন্য দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এখন কেহ কাছে নাই। ট্যাক্সী দ্রুতবেগে ঈপ্সিত রাজ্যের অভিমুখে চলিয়াছে।

রণেন্দ্র পকেট হইতে তার দ্বারা সুরক্ষিত বোতলটি বাহির করিয়া তরল অমৃতধারার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিল।

আঃ!—

রণেন্দ্র একবার বাহিরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাতাসে তাহার রুক্ষ কেশগুলি আন্দোলিত হইতে লাগিল। বোতলবাহিনীর ঐন্দ্রজালিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল।

না—এতদিন সে ব্যর্থ জীবনই যাপন করিয়া আসিয়াছে। ভুল—প্রকাণ্ড ভ্রান্তি!

কেন সে জীবনকে উপভোগ করিবে না? এই সূর্য্যালোক-সমুজ্জ্বল ধরণীর বিচিত্র শোভা, বস্তুতান্ত্রিক জগতের বহুবিধ ভোগ্য বস্তুকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আস্বাদন না করিয়া, সে নির্ব্বোধের ন্যায় যৌবনের মূল্যবান্ দিনগুলির অপব্যয় করিয়াছে।

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।"—অতি চমৎকার বাণী। যে ঋষি এ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া, গিয়াছেন, এ যুগে তাঁহার

দার্শনিক তত্ত্ব উপেক্ষিত সত্য; কিন্তু তিনিই যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনকে উপভোগ করিবার জন্যই মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা কিসে মিথ্যা, কেন ভ্রান্ত ধারণা?

মৃত্যুর পর আবার জন্ম হইবে কি না, তাহার নিশ্চয়তা কি? যাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব ঘোষণা করেন, তাঁহারাই যে অভ্রান্ত, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়? সবই ত অনুমান।

তবে সেই অনুমানের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ঐহিক ভোগ-সুখে বঞ্চিত থাকার কতটুকু মূল্য আছে?

কিছু না কিছু না।—

তরলা!—এই তরুণী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কেন? স্বামিগৃহে তাহার সুখ ছিল না। শাশুড়ীর গঞ্জনায় তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়াই কি সে স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়াছে? না, আরও কিছু?

রণেন্দ্র আপন মনে হাসিয়া উঠিল। চক্রনির্ঘোষশব্দে চালক সম্ভবতঃ তাহার হাস্যধ্বনি শুনিতে পায় নাই।

এই নারী নিশ্চয়ই 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতির ভক্ত। তাই বিবাহিত স্বামীকে—স্নেহময় দেবরকে ত্যাগ করিয়া সুখের সন্ধানে আসিয়াছে। তাহার কুলত্যাগের সঙ্গত হেতু থাকুক বা নাই থাকুক, তাহার আচরণ সমর্থনের যোগ্য হউক বা নাই হউক, তাহাতে কি আসে যায়? সে যখন একান্ত ভাবে রণেন্দ্রের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহার দেহ ও মন,

জীবন ও যৌবন তাহারই সেবার জন্য উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর, তখন কেনই বা সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে ?

এতদিনের সংযত জীবনযাত্রার ফলে যখন খালি নৈরাশ্য, তিরস্কার, অপমান, লাঞ্ছনাই পুরস্কার মিলিয়াছে, তখন অসংযত জীবনযাত্রার প্রবাহে দেহ ও মনকে ভাসাইয়া দিবে না কেন ? বরং তাহাতে লাভের আশাই আছে।

প্রাণ ও মন দিয়া একজন তাহাকে চাহিতেছে, হউক তাহা অন্যায়, হউক তাহা পাপ, সে এখন পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশ করিয়া চলিতে চাহে না। সে তাহার একান্ত উপাসিকা, একান্ত অনুগতা, তাহাকে সে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না।

গাড়ী মোড় বাঁকিয়া মিছরি পোখরার দিকে চলিল।

রণেন্দ্র অকস্মাৎ সোজা হইয়া আসনের উপর বসিল। কিছু দূর যাইবার পর সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী হইতে নামিল। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে অগ্রসর হইল। এক বস্ত্রে সে কলিকাতায় গিয়াছিল, একবস্ত্রেই সে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই প্রাঙ্গণতলে তরলাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

স্নান-অবসানে, আলুলায়িতকুন্তলা তরলার স্নিগ্ধদেহজ্যোতি তাহাকে মুগ্ধ করিল। শ্যামা তরুণীর দেহে যৌবনের জোয়ার কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, তাহার আয়ত কৃষ্ণতার নেত্রযুগলে কি মদির দৃষ্টি !

তরলা রণেন্দ্রকে অকস্মাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি? কি হয়েছে আপনার?"

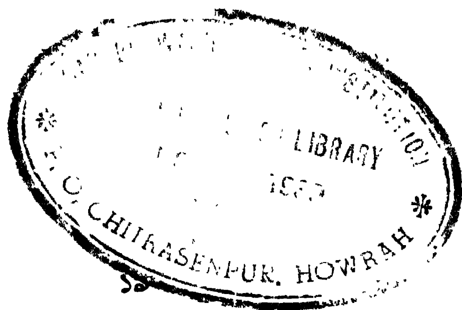
দ্রুত চরণে তরুণী রণেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইল।

রণেন্দ্রের মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। সে বলিয়া উঠিল, "তোমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তাই ফিরে এলাম। চল, আমায় নিয়ে চল।"

বোধ হয় রণেন্দ্রের দেহ দুই একবার টলিয়া উঠিয়াছিল। তরলা তাহার হাত ধরিয়া সোপান বহিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিল।

রণেন্দ্র গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "এখানেই থাকব। তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না, তরলা।"

বেপথুমতী তরলা কোন কথা বলিল না। শুধু বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার রণেন্দ্রের আকৃতি কয় দিনে এমন অসম্ভবরূপে পরিবর্ত্তিত হইল কিরূপে, বোধ হয় তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল।



"আর খেয়ো না—দেখ চেয়ে, চোখ ছুটো কি হয়েছে।"

তরলা রণেন্দ্রের হস্ত হইতে সুরাপাত্রটি কাড়িয়া লইয়া সরাইয়া রাখিল। রণেন্দ্র বিরক্তিভরে বলিল, "আঃ, কর কি, দাও।" কিন্তু তাহার কম্পিত হস্ত উত্তোলিত হইয়া আপনিই অবনত হইয়া পড়িল।

তরলা অনুযোগের সুরে বলিল, "দেখ দিকি, কি চেহারা হয়েছে! খাওয়ার সঙ্গে খোঁজ নেই,—খালি মদ, রাতদিনই মদ।" রণেন্দ্র পুনরায় কম্পিত হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিল, "দাও, মদ দাও।"

তরলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, আর দেব না। চল, চান করবে চল। বিশে ও বিশে—"

"যাই মা," বিশ্বম্ভর নিম্নতল হইতে সাড়া দিল।

রণেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে যথাসম্ভব চীৎকার করিয়া বলিল, "ড্যাম ইওর বিশে। এইও বিশে, মদ লাও!"

বিশ্বম্ভর সাবানের বাক্স ও গামছা-তৈল লইয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। রণেন্দ্র তীরের ন্যায় শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া আবার শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "এই বিশে, মদ আনলি নি? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো, নিয়ে আয় বলছি, হারামজাদা!"

বিশ্বম্ভর কিছু না বলিয়া একটু হাসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাবুর এ মেজাজ যে কৃত্রিম, তাহা সে জানিত। বিশ্বম্ভর ইহাও জানিত যে, গালি-গালাজের পর বাবুর হাতে বকসিস্‌টা খুবই মিষ্ট।

তরলা স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "ছি, ছি, কি করছ বল ত? নাও ওঠ, একটু তেলজল মাথায় দিয়ে দুটো ভাতে বসবে চল। কি ছিলে, কি হয়েছ, তা জান?"

"কি ছিলাম, আর কি হয়েছি" বলিয়া রণেন্দ্র বিকট হাস্য করিয়া নিজেই চমকিত হইল। এবার সত্যই চেষ্টা করিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ হস্তপ্রসারণ করিয়া তরলার একখানি হস্ত ধারণ করিল, পরে তাহার হস্ত কম্পিত করিয়া বলিল, "ব্র্যাভো মাই ডিয়ার! উঃ, কে বলে এ্যাক্‌টিং মানুষকে শেখাতে হয়! হোঃ হোঃ!"

তরলা সবলে হাতখানা ছিনাইয়া লইয়া ক্রোধকম্পিত অভিমান-বিজড়িত স্বরে বলিল, "এ্যাক্‌টিং কি? সত্য কথা বল্‌লেই বুঝি দোষ হয়? না হয় কথা বলবোই না। যা বিশে, চ'লে যা, বাবুর যখন ইচ্ছে হবে নাইবে।"

ততক্ষণ বিশ্বম্ভর দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়াছে। রণেন্দ্র শয্যা হইতে নামিয়া ঈষৎ টলিবার ভান করিয়া ক্রোধস্ফুরিতাধরা প্রস্থানোদ্যতা তরুণীর পথরোধ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তরলা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "যাও, যাও, আর জুতো মেরে গরু দান করতে হবে না।"

রণেন্দ্র তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া আদরের সুরে বলিল, "সে কি তরু? কোথায় ফেলে যাচ্ছ? এস না, একটু বসি দু'জনে, নাওয়া-খাওয়া ত আছেই—"

রণেন্দ্র শয্যায় উপবেশন করিলে পর তরলা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তা ত আছেই। শরীরের প্রতি যদি একটু দৃষ্টি থাকে!" সত্যই তাহার নয়নপ্রান্তে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

রণেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আরে, সত্যিই কেঁদে ফেল্লে, তরু? না না, ছিঃ ছিঃ, কাঁদে না—ঐটে—ঐটে—ঐটে কিছুতেই সইতে পারি না, বাবা। চল, নাইতেই যাওয়া যাক্।" রণেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া দুই পদ অগ্রসর হইল। ঈষৎ টলিয়া বলিল, "ভাবছ মাতাল হয়েছি? আরে রাম! মাতাল আমার চোদ্দপুরুষে হয় নি। কি জান, কলকাতা থেকে ফিরে এসে ভারী ব্যায়রামটা হলো— ডাক্তারে একটু একটু খেতে বল্লে—"

"তাই বুঝি এখন গেলাস থেকে বোতলে উঠেছে? ছিঃ ছিঃ, ও পাপ আর মুখে দিয়ো না বলছি। শরীরের যে আধখানাও নেই এই দু'মাসে।"

রণেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "শরীর? শরীর? হুঁ।" নিম্নতলে এই সময়ে কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল। রণেন্দ্র উপর হইতেই বলিল, "প্রতাপ! এই ও প্রতাপ—চুপ? বিশ্বম্ভর, প্রতাপকে ছেড়ে দাও।"

মুক্তি পাইবামাত্র প্রতাপ লম্ফের পর লম্ফ দিয়া সোপানারোহণ করিয়া প্রভুর পদতলে মুখরক্ষা করিয়া আনন্দভরে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, কখনও বা সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া প্রভুর বক্ষোপরি রক্ষা করিয়া প্রভুর মুখমণ্ডলের সান্নিধ্যে আপন মুখ রক্ষা করিয়া মৃদুস্বরে যেন প্রীতির সম্ভাষণ জানাইল। রণেন্দ্র তাহার মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে আদরের সুরে বলিল, "দেখতে পাস নি, না? কি করবো বল, ব্যায়রাম—উঠি নি কতদিন বিছানা থেকে"—

তরলা বলিল, "ঐ জন্যেই ত বলি, ও ছাই-পাঁশ খেয়ো না। মা গো, সে কি কম্প দিয়ে জ্বর! রাত যেন কাটে না! এমনই দিনের পর দিন। ভাগ্যে সেই সময়ে মোক্ষদা দিদিকে পেয়েছিলুম, ও বাড়ীর ভূতো দিদির চেষ্টায়, না হ'লে কি যে করতুম, একলা মেয়েমানুষ—"

রণেন্দ্র হঠাৎ তরলার একখানি হাত ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তরলা, সে ঋণ তোমার শুধতে পারবো না। যখন যমে-মানুষে আমায় নিয়ে টানাটানি করছিল, তখন তুমি —"

তরলা ঈষৎ কোপের সহিত বলিল, "যাও। ও সব বলো গিয়ে ভূতো দিদিকে, যে তোমার রাঁধুনী-চাকর এনে দিলে,

ডাক্তার-কবিরাজ ডাকালে!—বাসিন্দে কি না, কাশীবাস করেছে যে। এমন লোক কি আর হয়!"

ততক্ষণ বাহিরের বারান্দায় জলচৌকীর উপর রণেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়াছিল, বিশ্বম্ভর তাহাকে তৈল-মর্দ্দন করিয়া দিতেছিল। রণেন্দ্র শয্যাত্যাগ করিবার পর হইতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। তাই সহজ স্বরে রসিকতা করিয়া বলিল, "দাতা দানই করে, আত্মপ্রসাদই তার পুরস্কার, তোমার কি তাতেও বঞ্চিত থাকতে হবে? এ কেমন কথা?" তরলা কোন উত্তর দিল না।

নিম্নতলে বাহিরের দ্বারে কড়া নড়িয়া উঠিল, প্রতাপ চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষণপরেই মোক্ষদা দিদি মিহি-স্বরে জানাইলেন, এক জন কলিকাতা হইতে চিঠি লইয়া আসিয়াছে, বাবুর হাতে দিতে চাহিতেছে।

রণেন্দ্র বলিল, "আসতে বল এখানে।" তরলা কক্ষ-মধ্যে সরিয়া গেল।

আগন্তুক উপরে উঠিয়া রণেন্দ্রকে মুহূর্ত্তকাল ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "ভবেন বাবু পত্র দিয়েছেন। বড় জরুরী, আপনার হাতে দিতে বলেছেন। আমি কাশীতেই বাস করি, দশাশ্বমেধে আমার মণিহারীর দোকান আছে। ভবেন বাবু আমার আত্মীয়।"

রণেন্দ্র বলিল,"জরুরী চিঠি? কেন? আপনি আমার ঠিকানা জানলেন কি ক'রে?"

২০

"আচ্ছা, বেটা টাকা পেলে কোথা ? এ সব কেসে পুলিস ত ছেড়ে দেয় না।" কথাটা বলিয়া কালীনাথ জিজ্ঞাসুনেত্রে গুপীনাথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গুপীনাথ হাসিয়া বলিল, "ও বেটাকে ছাড়লেই বা কি, ধরলেই বা কি! বেটা চাকর বৈ ত নয়।"

তারক বলিল, "দেখুন কালীবাবু, ওকে ধরিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। আহা, ও বেচারী কিছুই জানে না। সকল নষ্টের গোড়া যে, তাকে শাস্তি দিন, তাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দিন, তবেই ত' ন্যায়-বিচার হবে!" বলিতে বলিতে তারকের চক্ষু ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার নয়নে হিংসার যে আগুন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহা এত কোমল বয়সে সম্ভব হইতে পারে, কালীনাথ এ ধারণাই করিতে পারিতেছিল না। গুপীনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "ভাবিস কেন, তারক। শালাকে জেলে পুরেছি এই দেখ না। এখন কালীবাবু আর কিছু ছাড়লেই হয়।"

কালীনাথ ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিল, "আবার কি? আমায় টাকার গাছ পেয়েছিস না কি? আবার কিসের টাকা!"

গুপীনাথ বলিল, "বটে না কি? টাকা কিসের জান না তুমি, না? বাবা ফাঁকীতে এ সব চলে না—তোমার কেস একটা মুখের কথায় ফাঁস ক'রে দিতে পারি জান ত!"

কালীনাথ ইঙ্গিতে গুপীনাথকে নীরব হইতে বলিয়া তারককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি হে ছোকরা, কাশীতে কি ক'রে এলে, তা ত বল্‌লে না।"

তারক বলিল, "কেন, গুপীদা'কে ত সব বলেছি।"

গুপীনাথ বলিল, "হাঁ, হাঁ বলেছে বটে। তা তুমি ঐ সোনা বেটার কথা তুল্‌লে—কায গুছিয়ে এসেছে ছোকরা। এখন বেড়াজাল ফেলা তোমার হাত। তাই ত বলছি, কিছু টাকা ছাড় বাবা, ওকে কাশী পাঠাতে পয়সাকড়ি যা ছিল—গিয়েছে—"

কালীনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ, হাঁ, সে সব দিচ্ছি ঠিক ক'রে, গুপীনাথ। ওর জন্যে ভাবনা কি? বাড়ী চিনে এসেছো, তারকনাথ? কাশীর বাড়ী?"

গুপীনাথ তারককে জবাব দিবার অবসর প্রদান না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠিক যে ক'রে এসেছে, এমন কথা বলতে পারি নে, তবে লোক লাগিয়ে এসেছে ছোকরা।"

কালীনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে? মুঠো মুঠো টাকা খরচ ক'রে এলে—আর বাড়ী ঠিক করতে পার নি?—বাঃ, খুব কাযের ছেলে ত! বাঃ!"

কালীনাথের মুখমণ্ডল বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "আর আমি ত এখানে কেমন তুদিনে ঐ ভবেন বেটাকে ওর হুগলীর মামার বাড়ী থেকে টেনে বার করলুম। কায চাই, জানলে—কায চাই, কথায় শুধু কায হয় না।"

গুপীনাথও তাহার অনুকরণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক, শুধু কথায় কায হয় না, কথা ছাড়া আরও কিছু ছাড়তে হয়, বাবা। হুগলীর কাযটাও মশাই করলে ত ঐ ছোকরা।'

কালীনাথ বিরক্তিভরে বলিল, "আঃ! বলছি ত হবে'খন। হাঁ বল ত ছোকরা, কাশী গিয়ে কি ক'রে এলে —"

এবার আর গুপীনাথ বাধা দিল না, তারক বলিতে লাগিল, "গুপীদা'র কথামত ওদের পেছু নিয়ে হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়ে ওদেরই পাশের কামরায় চেপে বসলুম—"

কালীনাথ অধীরভাবে বলিল, "আহা, ও সব ত জানি—হুগলীতে পৌঁছে ওর বন্ধু ঐ ভবেনবাবু নেমে গেল, তুমি ওর সঙ্গে কাশীতে গিয়ে নামলে পরের দিন সকালে—"

তারক বলিল, "ওর সঙ্গে ? ওর পাশের গাড়ীতে বলুন।"

"হাঁ, হাঁ, তাই হলো। তার পর ?"

গুপীনাথ এতক্ষণে বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, তুমিও যেমন ! সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইতে বসলো, নাও আমি ব'লে যাচ্ছি। এই তার পর ছোঁড়া ওর ট্যাক্সীর পেছনে আর একটা ট্যাক্সীতে চ'ড়ে চললো। মিছরি-পোখরার কাছে নেমে বাবু ত চললেন।

বেশ যাচ্ছিল বরাবর, হঠাৎ মাঝে পড়ল এক কেত্তনের দল—তা'রা মড়া নিয়ে যাচ্ছিল—কেমন না, তারক ?"

তারক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, তাই বটে। দল ছাড়িয়ে ঐ বেটার পেছনে গিয়ে উঠবো, অমনই দেখি আর মানুষ নেই—একেবারে অন্তর্দ্ধান ! যা ! এত কষ্ট—এত পরিশ্রম—"

গুপীনাথ বলিল, "বাঃ, শুধু পরিশ্রম ? তার সঙ্গে রুধির—রূপেয়া ?"

কালীনাথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "যাক গে। তার পর কি করলে ?"

তারক বলিল, "তার পর পাগলের মত কেদারঘাটের দিকে ছুটলুম। কোথায় বা সে, আর কোথায় বা তার চুলের টিকি ! হন্যে হয়ে এধার ওধার চারিধারে ছুটোছুটি ক'রে ঘামে ভিজে গেলুম; এ গলি, সে গলি, কত গলি খোঁজ ক'রে বেড়ালুম, দু'চারটে লোককে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিয়ে গেলুম, কেউ গাল দিলে, কেউ মারতে এল তেড়ে, কিন্তু সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই এলো না। বুনো মোষের মত—"

গুপীনাথ মুখে চুম্‌কুড়ি দিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—'ভ্যালা মোর বাপধন রে ! বেঁচে থাক, বাবা !"

কালীনাথ বিরক্তিভরে বলিল, "আঃ, থাম তুমি। তার পর ?"

তারক পুনরায় বলিল, "কেঁদে ফেললুম। তখন এক জন বাঙ্গালী ময়রা ডেকে বললে, 'কি হয়েছে ছোকরা, কাউকে

খুঁজছো ?' আমি হাউ হাউ করে কেঁদে বললাম, 'হাঁ মশাই, বাবুর সঙ্গে আসছিলুম, এই বরাবর এসে কেত্তনের দল মাঝখানে পড়লো, আর খুজে পেলুম না তাঁকে—কোথায় যাব জানি নি।' দোকানদার বল্লে, 'ওঃ, তুমি বুঝি নতুন এসেছ ? দেখ ছুটোছুটি ক'রে কাশীর গলিতে হারাণো মানুষ ফিরে পাবে না। বরং এইখানে দাঁড়িয়ে থাক, হয়ত তোমার বাবু তোমায় না পেয়ে এদিকে ফিরে আসবেন। আচ্ছা, কি রকম দেখতে তোমার বাবু বল দিকি ?' আমি বললুম, 'খুব লম্বা দোহারা মানুষ—' দোকানদার বল্লে, 'হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল ?' আমি আশার আলো দেখতে পেয়ে বল্লুম, 'হাঁ, হাঁ ব্যাগ আছে'— দোকানদার বল্লে 'তবে হয়েছে। ঐ যে আগে লণ্ঠনটা, ওরই পাশ দিয়ে গলি গেছে, ঐখেনে গিয়ে খোঁজ করো, পাত্তা মিলে যাবে।' তারই কথামত গলিটায় ঢুকলুম। কি বিশ্রী নোংরা সরু গলি ! অনেক বার যাওয়া আসা করেও কোন খোঁজ পেলুম না। ফিরে এলুম দোকানদারের কাছে। দোকানদার বল্লে, 'দেখ একটু জিরিয়ে নাও। চানটান করে জল খেয়ে না হয় খোঁজ কোরো।' তাই হ'ল। দোকানী হোটেল চিনিয়ে দিলে। সেই দিন থেকেই গলিটায় পায়চারী করতে লাগলুম, রাতে হোটেলেই শুতুম। কিন্তু সে যেন ভোজবাজীর তাসের মত উপে গেল। দোকানদারের পরামর্শে দশাশ্বমেধ-ঘাটে সন্ধ্যার সময় খোঁজ করলুম। সাত দিন কাটলে, কোন ফলই হ'ল না। সেই সময়ে গুপীদা'র চিঠি পেলুম এখানে ফিরে আসতে।'

গুপীনাথ বলিল, "তা কি ক'রব, কালীবাবুর জরুরী হুকুম, হুগলীর কাযটার জন্যে—ঐ যে ভবা বেটার শ্রাদ্ধের যোগাড়—"

কালীনাথ অধীর হইয়া বলিল, "আঃ, ও সব কথা পরে হবে। বলতে দাও না, শেষটা কি হ'ল ?"

তারকনাথ বলিল, "তার পর আর কি হবে ? আসবার আগে কেষ্টোকে ব'লে এলুম নজর রাখতে গলিটার উপর। ব'লে দিলুম, তা'রা দু'জন, বাবু আর—"

তারকের মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল—সে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া নীরব হইল।

কালীনাথ তাহাকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "হাঁ হাঁ, বেশ বুদ্ধি খাটিয়েছিলে, ছোকরা। কিছু দিয়েছিলে তাকে ?"

তারক বলিল, "কা'কে ? কেষ্টোকে ? হাঁ, সে আমার মত তিনটে তারককে কিনতে পারে। তবে তার ছোঁড়া চাকর আছে একটা, ঝাঁটপাট দেয়, উনুন ধরায়, রস জ্বাল দেয়, তাকে ঐ কাযে লাগিয়ে দিয়ে এলুম দুটো টাকা হাতে দিয়ে, আর খবর নিতে পারলে, আরও পাঁচ টাকা দেবো ব'লে এলুম। কেষ্টোকে ঠিকানাটাও আমার দিয়ে এলুম—"

কালীনাথ বলিল, "বাঃ, ছোকরা, বেশ করেছ তুমি। তা, কিছু খবর পাওনি তার পরে ?"

তারক বিষণ্নমুখে বলিল, "ঐ যা কিছু যৎসামান্য—কেষ্টো লিখেছে ফিরে যেতে—"

কালীনাথ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, কি লিখেছে দেখি! কিছু ত বল নি?"

গুপীনাথ এতক্ষণ তারকনাথকে চক্ষুর সঙ্কেতে কত কি বলিতেছিল, নির্ব্বোধ তারকনাথ তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইবার গুপীনাথ তারকের উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই বলিল, "ওঃ, খবর ত ভারি! দেখেছে ঘাটে এক দিন, কিন্তু বাড়ী ঠিক করতে পারে নি—"

এই সময়ে বেহারা আসিয়া একখানা পত্র দিল। পত্র আসিয়াছে, রেজেষ্ট্রি ডাকে। পত্র পাঠ করিতে করিতে কালীনাথের মুখ গম্ভীর হইল, সে-মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট প্রকটিত হইয়া উঠিল। গুপীনাথ বলিল, "কি ওখানা?"

কালীনাথ বলিল, "উকীলের চিঠি। তোমরা এখন যাও।"

গুপীনাথ হাত পাতিয়া তারকের দিকে নজর রাখিয়া নিম্নস্বরে কালীনাথকে বলিল, "টাকা?"

কালীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি ত পালাচ্ছি না, টাকাও না, যাও এখন। কাশী ফিরে যাচ্ছ ত আজই, ছোকরা? খরচের টাকাকড়ি হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়ে দিয়ে আসবো।"

গুপীনাথ তারককে লইয়া নিম্নতলে নামিয়া গেল। কালীনাথ পত্রখানা আবার পাঠ করিল। ক্ষণপরে তাহার অধর হাস্য-রেখাঙ্কিত হইল। আপন মনে বলিল, "উঃ, ভয়ে ত ম'রে গেলুম। বাবা, কালীনাথ সে ছেলে নয় যে, কাঁচা কায করবে। এমন কত

রুই-কাতলা খেলিয়ে এলুম, এ ত একটা বাচ্ছা, গলা টিপিলে দুধ বেরোয়!”

চিঠিখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কালীনাথ কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদ-চারণা করিয়া বেড়াইল; কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখমণ্ডল নানা রেখায় অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনোমধ্যে নানা চিন্তার ধারা বহিয়া যাইতে লাগিল। সে তাহাকে উকীলের চিঠি দিবার কে? যাহার বিষয়—সে তাহাকে আম-মোক্তারনামা দিয়া ভার দিয়াছে! সে তাহার স্ত্রী! স্ত্রী—কিসের স্ত্রী? যাহাকে মালিক স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে না, যে স্ত্রী বলিয়া সমাজে গণ্য নহে, সে কিসের স্ত্রী? ওঃ, গোখরোর মত ফণা! বিষ নাই, তার কুলার মত চক্র!

আচ্ছা, জ্যোৎস্নাময়ী বিষয়ের দাবী করে কি হিসাবে? উহার পিতা ত ঐ বিষয় বিষ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, কন্যাকেও করাইয়াছে—তবে? তবে কি সে অন্তরে বাপের মতের বিরুদ্ধভাব পোষণ করে? কিন্তু না, সে ত যতদূর সম্ভব মিশিয়াছে, যতদূর সম্ভব উহাদিগকে মিষ্ট কথায় বশ করিয়াছে, নানা ভাবের কথার আলোচনায় বুঝিয়াছে, কন্যা পিতারই ইঙ্গিত মানিয়া চলে। তবে? হঠাৎ এ বিদ্রোহ কেন? এ উকীলের চিঠি সে কাহার পরামর্শে দিয়াছে? রাজেশ্বর বাবুর পরামর্শে যে নহে, তাহা সে শপথ করিয়া বলিতে পারে। তবে?

কালীনাথ আবার চেয়ারে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল, আলোকের সম্মুখে পত্রখানি খুলিয়া আবার মনোযোগ সহকারে

পাঠ করিল। পত্র খানিতে এই ভাবের কথা লেখা ছিল :—"আমি আমার মক্কেল চাঁপাপুকুর নিবাসিনী শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর উপদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে আপনি যদি তাঁহার চাঁপাপুকুরস্থ বাগানবাটী ও তৎসংক্রান্ত ভদ্রাসন, জমীজমা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়িয়া না দেন, এবং উক্ত সাত দিনের মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার এই ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তিতে দখলীকার স্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমার মক্কেল উক্ত শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী তাঁহার উকীলের পরামর্শ অনুসারে এ বিষয়ে আপনার সহিত আর কোনও লেখালেখি না করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। এতদ্দারা আপনাকে ইহাও জানানো যাইতেছে যে, বাগানবাড়ীর পুরাতন মালী সনাতনকে আমার মক্কেল শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী বাগানের তত্ত্বাবধানে বাহাল করিতেছেন। অতঃপর তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া না দেওয়া তাঁহার বিবেচনা-সাপেক্ষ। সুতরাং তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করার জন্য আপনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন, জানিয়া রাখিবেন।"

কালীনাথের ললাট হিংসা ও ক্রোধে রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। দারুণ হিংসা ও ঘৃণাভরে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া সে আপন মনে বলিল, "এঃ! একেবারে নবাব সেরাজুদ্দৌলা এলেন আর কি! কে তুই?"

কালীনাথ দ্রুত পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহার চিন্তাস্রোত অবিরাম-গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই হতচ্ছাড়া সোনা মালীটা উহার কে? জ্যোৎস্না কত দিনই বা এই গ্রামে আসিয়াছে? বাজেশ্বর ত জামাতার মুখদর্শন করেন না, কন্যাকেও করিতে দেন না, তবে জ্যোৎস্না স্বামীর বিষয়ে অধিকারিণী হয় কিরূপে? এত কৌশলে তরী ভিড়াইয়া তটপ্রান্তেই কি ভরাডুবি হইবে? রাজেশ্বরের ক্রোধের অগ্নিতে এত ইন্ধন যোগান দেওয়া কি বৃথা যাইবে? তবে তাহার কন্যাটা এমন বিপথে চালিত হইল কিরূপে? সে স্বামীর বিষয়েব অধিকারিণীরূপে কলহ বাধাইতে আসে কোন্ সাহসে, কাহার ভরসায়?

বাগান-বাড়ীতে রাজত্ব করিবে সোনা মালী? হাঃ হাঃ হাঃ! কালীনাথ! যে অস্ত্র আছে তোমার হস্তে, দেখি, কে সেই অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধে আগুয়ান হয়!

২১

সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে রাজেশ্বর বাবু চমকিয়া উঠিলেন, চায়ের পেয়ালাটা হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম করিল। উঃ, কি ভীষণ সংবাদ! সংবাদটি এইভাবের—

"গতকল্য কাশীর মিছরিপোখরায় এক লোমহর্ষণ হত্যার চেষ্টা ও আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইতে এই পল্লীর এক দ্বিতল গৃহে একটি বাঙ্গালী যুবক ও যুবতী স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতেছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর একটি কিশোর-বয়স্ক বাঙ্গালী গৃহস্বামীর ভৃত্যকে বলে যে, সে কলিকাতা হইতে এক জরুরী পত্র লইয়া আসিয়াছে, তখনই বাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। গৃহস্বামী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যখন পত্রপাঠে মগ্ন, তখন আগন্তুক হঠাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিনটি গুলী করে। ভৃত্যটি ভয়ে একরূপ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। গৃহস্বামীও প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া কোন বাধা দিতে পারেন নাই। প্রথম

গুলী তাঁহার বামহস্ত ঘর্ষণ করিয়া প্রাচীরে বিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় গুলীও ব্যর্থ হয়। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি যুবতী আর্ত্তনাদ করিয়া উভয়ের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। গুলীটি তাহার বক্ষঃপার্শ্ব ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সেই সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। লোকটা যখন গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তৃতীয়বার পিস্তল তুলিয়া ধরে, তখন জলন্ত উল্কার মত একটা প্রকাণ্ড কুকুর ভীষণ চীৎকার করিয়া কক্ষমধ্যে উপস্থিত হয় এবং লম্ফ দিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। আগন্তুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সেই গুলী কুকুরের মস্তিষ্ক ভেদ করে। আহত যুবক ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং কৌশলে পিস্তলটি ছিনাইয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দেন। ধস্তাধস্তির সময় আততায়ী একবার আপনার কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে, সেই গুলী হত্যাকারীর কণ্ঠ ভেদ করে। এই ভয়াবহ শোচনীয় কাণ্ডে কাশী সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। পুলিস এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহিতেছে না। তাহারা ইহার রহস্য-ভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। গৃহের ভৃত্যের বিবরণে এই সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সে বলিয়াছে, গৃহস্থ কলিকাতার ধনবান্ জমীদার।”

সম্ভ্রান্ত জমীদার, প্রকাণ্ড কুকুর, বালক আততায়ী, সন্দেহজনক জীবন-যাপন,—সবই ত মিলিয়া যাইতেছে! কুক্ষণে তাঁহার প্রাণসমা কন্যাকে এই অভিশপ্ত বংশে সম্প্রদান করা হইয়াছিল! সাহারার শুষ্ক মরুর মত তাহার এই নিঃসঙ্গ জীবনের পরিণাম

কোথায়? হতভাগ্য যুবক—অভিশপ্ত বংশে জন্ম—তাহার মুকুলিত জীবন ব্যর্থতার তপ্তশ্বাসে অকালে শুকাইয়া গেল। আজ সে গৃহহীন, চরিত্রহীন, সে আজ আততায়ীর করাল দণ্ডের লক্ষ্য —হয় ত ইহারও অপেক্ষা ভীষণ শাস্তি তাহার ললাটে লিখিত আছে। এই অভিশপ্ত জীবন হইতে তিনি তাঁহার কন্যার জীবনধারাকে অন্য ধারায় চালিত করিয়া কি অন্যায় করিয়াছেন?

না, তিনি পিতার কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ কি ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন! কি পাপে আজ তাহার এই শাস্তি! সে ত স্বেচ্ছায় তাহার ভাগ্যসূত্র এই অভিশপ্তের সহিত গ্রথিত করে নাই। সে কি তাহার শ্বশুর-কুলের পাপের জন্য দায়ী?

"রাজু বাবু, বাড়ী আছেন না কি?"

রাজেশ্বর বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "আজ্ঞে, আমি কালীনাথ। একবার বাইরে আসবেন কি?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "আরে কালীনাথ, তুমি? ক'দিন দেখিনি যে? এস, এখানেই এস, তোমায় লজ্জা করবার কে আছে? বিশেষ, জ্যোৎস্না এই খানিক আগে সুধাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। এস হে, ভয়ঙ্কর খবর।"

কালীনাথ ভিতরে আসিয়া বলিল, "শুনেছি সব, কাশীর ত?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "হাঁ, কাশীর। হতভাগা প্রাণে মরে নি, এই যা। বৌটার কি হ'ল?"

কালীনাথ বলিল, "কিছুই জানি না। কাগজে যা পড়েছেন আপনি, আমিও তাই জানি। থাক্, সে পরের কথা। দেখুন দিকি, এ চিঠিখানার কিছু জানেন কি?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "চিঠি? দেখি।"

কালীনাথ বলিয়া যাইতে লাগিল, "জানেন ত, আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সে দিয়ে গেছে আমার উপর ভার, নইলে আমার কি মাথাব্যথা? আমায় এ উকীলের চিঠি দেওয়া কেন?"

রাজেশ্বর বাবু বিস্মিত নেত্র উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "তাই ত—এর আমি ত কিছুই জানি না। সব কথা আমায় বলে—এটার বেলা ত আমার পরামর্শ নেয় নি। তুমি চিঠি পেলে কবে?"

কালীনাথ বলিল, "দিন সাত আগে। তখনই চ'লে আসছিলুম, কেবল ক'টা ঝঞ্ঝাট মিটুতে ছিল, তাই দেরী হ'ল। আজ সকালে এখানে আসবার সময় ষ্টেশনে কাগজ কিনে পড়লুম কাশীর ব্যাপার। মনটা একেই চিঠি পেয়ে খারাপ ছিল—তার উপর—যাক্ গে, এ চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য কি? বলছেন, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে নি। তবে জ্যোৎস্না এ উকীলই বা পেলে কোথায়, চিঠিই বা লিখলে কেন, তা ত বুঝতে পারছি না—জ্যোৎস্না—"

কালীনাথ হঠাৎ নীরব হইল, যাহার সম্বন্ধে সে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছিল, সেই জ্যোৎস্নাময়ীই দ্বারে উপস্থিত। রাজেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, ফিরে এলে যে? সুধা কোথায়?"

জ্যোৎস্না সম্মুখে স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিয়া মুখের অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সে পরিষ্কার-কণ্ঠে জবাব দিল, "সুধা প'ড়ে গিয়েছে, পা'টা মচ্‌কে গিয়েছে, সোনাদা'র বাড়ী সে রয়েছে, ফিরে এলুম খবর দিতে। তা'কে এখনই আনবার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

রাজেশ্বর বাবু চমকিত হইয়া দারুণ উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "এঁ্যা, প'ড়ে গিয়েছে, কোথায় ?"

রাজেশ্বর বাবু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যাইবার সময় শুনিলেন, জ্যোৎস্না বলিতেছে, "সোনাদা'র বাড়ীর কাছ বরাবর ছিরু বারুইদের বরোজের পাশে।"

জ্যোৎস্না কালীনাথকে বলিল, "আপনি আমার কথা কি বলছিলেন ? ঘরে ঢোকবার সময় যেন শুনলুম—"

কালীনাথ বলিল, "হাঁ, তোমারই কথা হচ্ছিল, জ্যোৎস্না। দেখ ত এই চিঠিখানা কি তুমিই দিয়েছো ?"

জ্যোৎস্না অবিকম্পিত স্বরে বলিল, "হাঁ।"

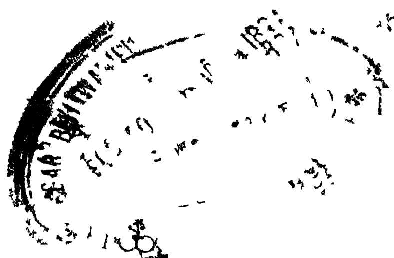
কালীনাথ বিস্মিত হইবার ভান করিয়া ঈষৎ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তুমি ? তুমি জ্যোৎস্না ? তোমার এ চিঠির মানে ?"

জ্যোৎস্না গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "মানে চিঠিতেই আছে। যদি বুঝতে না পেরে থাকেন, তা হ'লে আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি —আজ হ'লে চিঠির ৭ দিনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। এখনও যদি আপনি বাগানবাড়ী সোনাদা'র হাতে ছেড়ে না দেন, তা হ'লে—"

কালীনাথ এইবার সত্যই রুষ্টস্বরে বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে কি করবে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? ওঃ, তবু যদি মালিক তোমায় ঘরে নিত।"

জ্যোৎস্না শেষ অবধি কোন বাধাই দিল না, কথাগুলি নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার পর ধীর স্থির অবিচলিত স্বরে বলিল, "যে পবেব অন্নদাস, সে অসহায় নাবীকে এমনই ক'রেই অপমান ক'রে থাকে বটে। যাক, আমার সময় নেই, শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি। এ বিষয়েব মালিক আমি, তাব দলীল দস্তাবেজ আছে। দেখতে চান, আমাব উকীলেব কাছে সন্ধান নেবেন। উকীলের নাম-ঠিকানা চিঠিতেই আছে। আমাব কথাও যে, কাযও সে, এটা জেনে বাখবেন।"

জ্যোৎস্না কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গর্ব্বিত-পাদক্ষেপে, মহিমময়ীরূপে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। কালীনাথ রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত নীববে আহত-হৃদয়ে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।



২২

বহুক্ষণ পল্লীর গৃহস্থ-গৃহগুলি দীপ নিভাইয়া প্রকৃতির নিবিড় তিমিররাজ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। চারিদিকে সুপ্তির গাঢ় নীরবতা। কিন্তু জ্যোৎস্নার নয়নে আজ নিদ্রার কোন সম্বন্ধই ছিল না। অদূরে সুধাংশু শয্যায় শুইয়া ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। পার্শ্বস্থ কক্ষে পিতার নাসিকাধ্বনি সহকারে সুনিদ্রার পরিচয় জ্যোৎস্নার মানসিক দুশ্চিন্তাকে যেন আরও উদগ্র করিয়া তুলিতেছিল।

শয্যা হইতে উঠিয়া সে বাতায়নের ধারে জলচৌকীর উপর বসিল। মুক্ত বাতায়নপথে নক্ষত্রভরা উদার আকাশের শ্যামরূপ দেখা যাইতেছিল। ধ্যানমগ্না নিশীথিনীর নিস্পন্দ রূপ জ্যোৎস্নার অন্তরে সহস্র প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিল।

তাহার সমগ্র অতীত জীবনে এমনই নিস্পন্দ ধ্যানমূর্ত্তি তাহার অন্তরে ছায়াপাত করে নাই কি? বর্ত্তমানও ত এইরূপ দীপ্তিহীন, গাঢ় অন্ধকার রাজ্য তাহার অন্তরে স্থাপন করিয়া

রাখিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনেও কি গাঢ়তমিস্রার পরিবর্ত্তে চন্দ্রালোকিতা, পুষ্পবাসসুবাসিতা রজনীর মহিমময়ী চিত্ররেখা ফুটিয়া উঠিবে?

কি বিচিত্র তাহার জীবন! নারীচিত্তের জাগরণের পূর্ব্বেই সে দাম্পত্য-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল। সে যুগের, সেই জীবনপথে প্রবেশের কোনও স্মৃতিই তাহার নাই বলিলেই চলে। যাহা আছে, তাহাতে শুধু একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন কয়েকটি রেখাচিত্রমাত্র—তাহাতে অন্তর কোন একটা অবলম্বন পায় না।

অথচ সত্যই সে বিবাহিতা পত্নী। শালগ্রামশিলা, দেবতা ও অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া শত শত নরনারীর সম্মুখে মানব-জীবনের ঈপ্সিত, সেই পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠতম পুণ্যকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। অতি বাল্যকালে দৃষ্ট স্বামীর মুখাবয়ব মনে না পড়িলেও, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'আয়তি'র লক্ষণগুলি তাহার চিত্তে স্বামীর অস্তিত্ব, বিবাহিত জীবনে হিন্দুনারীর অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া দিয়াছিল।

মানুষের মন সকল অবস্থাতেই কোন না কোন অবলম্বনকে আশ্রয় করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। যৌবন ত অবশ্যই চাহে। জ্যোৎস্নার মন তাহার বিবাহিত জীবনের অস্পষ্ট স্মৃতিকে কি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে নাই? সহোদরের প্রতি স্নেহ, পিতার প্রতি ভক্তি, অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ পরিপূরক হিসাবে কায করিয়া চলিয়াছিল। ইহা কি সত্য নহে?

হাঁ, জ্যোৎস্না তাহা জানে। তাই দুষ্প্রাপ্যকে পাইবার ক্ষীণ আশা এতদিন তাহার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করিতে দেয় নাই। কিন্তু পিতার নিকট হইতে সকল কথা সুস্পষ্টরূপে জানিবার পর হইতে তাহার মনের উপর যে জটিল সমস্যার ছায়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত চিত্ত দোলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিত স্বামীর সহিত আকস্মিক পরিচয় এক দিকে যেমন তাহার মনের এক প্রান্তে একটা নূতন আলোকপাত করিয়াছিল, আবার সেই স্বামীর সহিত তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধ রহিত করার প্রস্তাবও আকস্মিকভাবে তাহার চিত্তকে আলোড়িতও করিয়াছিল। তার পর যখন সে জানিতে পারিল, তাহার স্বামী চরিত্রের পবিত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তখন বিভিন্ন ভাবপ্রবাহে তাহার ক্ষুদ্র অন্তর অস্থির হইয়া উঠিল। তার পর স্বামীকে হত্যার চেষ্টা—চারিদিক্ হইতে যেন একটা বিরাট অন্ধকার তাহার ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

কি তাহার কর্ত্তব্য? কোন্ দিকে পথের সন্ধান সে পাইবে?

তাহার স্বামী রণেন্দ্রনাথ দুশ্চরিত্র, মদ্যপ। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আবার মহৎ-হৃদয়, উদার, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু ইহজীবনে সে পিতৃদ্রোহিণী হইবে না, জন্মদাতা, স্নেহময় পিতার নিদারুণ ক্ষোভের কারণ হইবে না বলিয়া নিজের অন্তরের কাছে সে অঙ্গীকারবদ্ধ।

যদি তাহা না হইত, তাহা হইলেও কি সে এই অধঃপতিত পুরুষকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিত ?

জ্যোৎস্না বসিয়া থাকিতে পরিল না। উত্তেজনার আতিশয্যে সে উঠিয়া দাড়াইল।

দূরে—উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কোনও পথের ইঙ্গিত লক্ষিত হইতেছে কি ? নিশীথ-রজনীর অন্ধকার-অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে কোনও অদৃশ্য বাণী কি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে ?

মানুষ দেবতা নহে। সত্য, সত্য—মানুষই অপরাধ করে।

আজ যে পথে রণেন্দ্র নামিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অংশতঃ সেও কি দায়ী নহে ?

স্বামী তাহার সন্ধান, পরিচয় পাইয়া তাহারই কাছে আশ্রয়-প্রার্থীরূপে ছুটিয়া আসে নাই কি ? সে তাহার কি উত্তর দিয়াছিল ?

সত্য বটে, স্বামী বলিয়া ভালবাসিবার অবকাশ তাহার ঘটে নাই। সত্য বটে, উভয়ের পবিত্র সম্বন্ধকে চরিতার্থ করিবার কোনও সুযোগ তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু—

উভয় করপুট বক্ষোদেশে স্থাপিত করিয়া অনন্ত চিন্তাসমুদ্রের মধ্যে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল।

রণেন্দ্রের প্রতি সত্যই কি তাহার চিত্তের কোন আকর্ষণ জাগে নাই ?

জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিল। বোটানিক্যাল্ উদ্যানের সেই কুক্কুরশঙ্কা হইতে মুক্তকারী তরুণ যুবকের স্পর্শের স্মৃতি তাহার অন্তরকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তখন মুহূর্তের জন্যও যে

পুলকসঞ্চার সে অনুভব করিয়াছিল, তাহা কি শুধু যৌবনের স্বধর্ম্ম-সঞ্জাত ক্ষণিক বিস্মৃতি, অথবা অতীতের অন্য কোনও ইঙ্গিত? তার পর, তার পর সে দিন, মিনতি-ব্যাকুল স্পর্শের স্মৃতি?

জ্যোৎস্না দুর্ব্বলতার মোহকে অতিক্রম করিবার জন্য দুই চারিবার ঘরের মধ্যে পরিক্রম করিয়া বেড়াইল।

ঘুমের ঘোরে সুধাংশু একবার "দিদি" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না তাহার শয্যার কাছে দাঁড়াইল। আর কোন শব্দ হইল না। তখন তরুণী আবার লঘুচরণে বাতায়নের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিপুল রহস্যময়ী রজনীর মতই তাহার সমস্ত জীবনটা রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। কোনও দিক্ হইতে সমাধানের কোন ইঙ্গিত আসিতেছে না। সে কি করিবে? কোন্ পথে চলিবে?

তরুণী আপনাকে অত্যন্ত নিঃসহায় মনে করিয়া জানু পাতিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। সে বাল্যকালে দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিয়াছিল। দেবমন্দিরে গিয়া সে ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করিতে কোনও দিন কুণ্ঠিত হয় নাই। সে নানাগ্রন্থে পড়িয়াছে, বিপদে পড়িলে ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়। আজ সে আপনার অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহারই শরণ লইল।

নিমীলিত-নেত্রে সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার দুই নয়ন বহিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিল। শান্তি সে পাইল কি না, সেই জানে। কিন্তু কিছুকাল পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে শয্যার দিকে অগ্রসর হইল।

২৩

"কালীদা' !"

গভীর নিশীথে সেই বাণী যেন বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষের মত ভীষণভাবে কালীনাথের কর্ণে ধ্বনিত হইল, পুলিসের দারোগার পত্র ও মামলার নথি-পত্র পাঠে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত কালীনাথ আতঙ্কে চমকিত হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রগতিতে কাগজগুলি টানার মধ্যে লুকাইয়া চারিদিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কালীনাথ কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "কে ?"

"আমি—রণেন্দ্র, দোর খোল।"

কালীনাথের মুখখানা অমানিশার মত কালো, আঁধার হইয়া গেল। তাহার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তার পর সযত্নে আপনাকে সংবরণ করিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিতচরণে দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বলিল,—"রণেন, তুমি ? এত রাত্রে তুমি কোথা থেকে ?"

রণেন্দ্র একখানা কেদারায় শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ এলাইয়া দিয়া বলিল, "সে ঢের কথা। সোনাদা' কোথায় ? ওহো, সে ত

রাত্রিতে বাড়ীই যায়। থাক্, কিছু খেতে দিতে পার? এই যে কুঁজোয় জলও আছে—আঃ!"

কালীনাথ নীরবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে রণেন্দ্র বলিল, "ভাবছ, দোতলায় উঠলুম কি ক'রে? ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যাস আছে। বাঃ, ব'সে রইলে যে, কিছু খেতে দিতে পার না? কিছু নেই? দুটো মুড়ী-মুড়কী? তাও না? ফল-ফুলুরী?"

কালীনাথ বলিল, "এলে কোত্থেকে? কাশীর হাসপাতাল থেকে ছাড়লে যে বড়—"

"পালিয়ে এসেছি। গুলী শুধু ছাল তুলে নিয়ে চ'লে গিয়েছিল, লেগেছিল সামান্য। তবে প্রথম দিনটা জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে ছিলুম। জ্ঞান হ'লে শুনলুম পুলিসের লোক হাঁসপাতালের লোকের সঙ্গে কথা কইছে—আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, ভবাকে ধরেছে, আমার বাড়ীতে নাকি বোমা আবিষ্কার করেছে! চমৎকার গল্প! চমৎকার!"

ততক্ষণ কালীনাথ কিছু ফল-মূল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিয়াছিল। রণেন্দ্র বুভুক্ষু দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত কতকটা খাদ্য এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া জলপান করিয়া তৃপ্তির সহিত বলিল, "আঃ!"

কালীনাথ মনে মনে দুর্গানাম জপিতেছিল, না জানি, কি হইতে কি হয়! কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "তার পর পালালে কি ক'রে?"

রণেন্দ্র বলিল, "পালালুম কি ক'রে? যেমন ক'রে পালায়।

হাঁসপাতালের পাশেই ছিল একটা বাগানবাড়ী, তারই একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল এসে পড়েছিল হাঁসপাতালের বারান্দার গায়ে। ভাবলুম যদি না পালাই, পুলিস একবার ধরলে শীগ্‌গীর ছাড়বে না, হাজতে পচিয়ে মারবে। তা হ'লে ভবাকেও বাঁচানো হবে না, আমারও মুক্তি নাই। চাই টাকা, টাকায় সব হয়। কাছে যা কিছু ছিল, হাঁসপাতালে জ্ঞান হবার পর দেখি, সব ধুয়ে মুছে নিয়েছে, কিছু নেই। বাসাবাড়ী পুলিস তালাবন্ধ ক'রে পাহারা বসিয়েছে দেখে বল্লভরাম পাণ্ডার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার ক'রে নিয়ে, ছোট রেল, বড় রেল, ষ্টীমার, এক্কা ক'রে, দিনে লুকিয়ে, রাতে চ'লে এখানে আসছি। জানি এখানে এসে সবই পাব। ভাল কথা, এত রাত্রিতে তুমি জেগে ব'সে আলো জ্বেলে কি করছিলে ?"

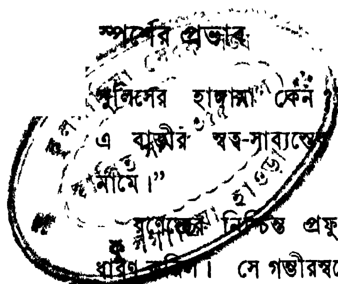
কালীনাথ প্রমাদ গণিল—বুঝি সব কথা সে জানিয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ও কিছু না, জমী-জমার হিসাব দেখছিলুম। কিন্তু তুমি ত এখানে এসে ভাল কর নি।"

"তার মানে ?"

"মানে আর কি ? এখানেও এ বাড়ীর উপর পুলিস নজর রেখেছে। তুমি যে কি ক'রে সে নজর এড়িয়ে এখানে এসে উঠলে, তা ভেবে পাচ্ছি না। কাল আমিই এখানে থাকতে পাই কি না সন্দেহ।"

"তুমি থাকতে পাবে না, সে কি ?"

"তোমার গুণধর শ্বশুর এই কাণ্ড বাধিয়েছেন—নইলে



পুলিসের হাঙ্গামা কেন ? আর তোমার পতিব্রতা পত্নী এ বাড়ীর স্বত্ব-সাব্যস্তের নালিশ জুড়ে দিয়েছেন আমার নামে।"

রণেন্দ্রের নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "হুঁ।"

কালীনাথ রোষ ও হিংসা-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "আদালতের ডিক্রী হ'লে—" হঠাৎ কালীনাথ চমকিত হইয়া নীরব হইল। রণেন্দ্র বলিল, "কি হ'ল ?"

কালীনাথ বলিল, "বোসো, দেখে আসি, একটা যেন খট ক'রে আওয়াজ হ'ল না ?" কালীনাথ বাহিরের বারান্দার দিকে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "চারদিকে পুলিসের চর—উঃ, কি শত্রুই তোমার জুটেছে ! বলেছে কি জান ? জেল খাটিয়ে ছাড়বো, তবে আমার নাম রাজেশ্বর !"

রণেন্দ্রের ললাট কুঞ্চিত হইল, মুখমণ্ডল দীপ্ত রোষ ও অভিমানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কঠিন স্বরে বলিল, "বেশ ত, দেখাই যাক না, শক্তির পরীক্ষাই হয়ে যাক্।"

তাহার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, মুখে দ্রুত শ্বাস নির্গত হইল।

কালীনাথ অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল, এইবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "ছোঁড়াটাকে হাত ক'রে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে এই অনর্থ বাধিয়ে দিলে—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তাই নাকি ? উঃ, কি শয়তান ! ছেলেমানুষ, এই বয়সেই প্রাণ হারালো ! কিন্তু টাকায় যদি

শয়তানীর উপর শয়তানী করা যায়, জেনো কালীদা', তার ক্রটী হবে না। যাদের জন্য আমার প্রতাপ মরেছে, তাদের কখনো আমি ক্ষমা করবো না।"

রণেন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কালীনাথ অন্তরে আনন্দ চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে সোজাভাবেই বলিল, "তাও কি ওদের কেউ ভাল? যেমন বাপ, তেমনই মেয়ে।"

রণেন্দ্র জিজ্ঞাসুনেত্রে কালীনাথের দিকে তাকাইল, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন নয়নে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কালীনাথ বলিয়া যাইতে লাগিল, "ও মা, কোথাও কিছু নেই, বাগানবাড়ীতে পুলিসের হানা? ব্যাপার কি? অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজেশ্বর বাবু ও পুলিস বাড়ী সার্চ্চ করতে এসেছে—না কি পুরোনো দিক্‌টায় বোমা-পিস্তল লুকানো আছে। এ কি হিংসা বাপু!"

রণেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "এ রকম একটা কিছু হবে ব'লে বুঝেছিলুম, তাই পালিয়ে আসছি চক্রান্ত ভেঙ্গে দেবো ব'লে। নৌকোয় গঙ্গা পার হ'য়ে, কতক একায় চ'ড়ে কতক হেঁটে আবার এপারে এসে ছোট রেল ধ'রে পদ্মার উত্তরের দেশে এসে উঠেছিলুম। তার পর মহানন্দা দিয়ে গঙ্গায় প'ড়ে শিয়ালদার রেল ধ'রে নৈহাটীতে নেমেছি—সেখান থেকে নৌকোয় দেশের ঘাটে এসে উঠেছি।"

কালীনাথ বলিল, "পুলিসও তোমার সন্ধানে ঘুরছে,—শ্যাম-পুকুরে, এ বাড়ীতে, পৈতৃক ভিটেয় সব জায়গায় পুলিসের পাহারা

আছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হচ্ছে, তারা এসে পড়লো ব'লে। তাই বলছি এখনি পালাও—"

রণেন্দ্র বলিল, "পালাব? কখনও না। আগে এর একটা বিহিত করি—হাঁ, ভাল কথা, রাজেশ্বর বাবুর কন্যার কথা কি বলছিলে?" কথাটা বলিবার সময় রণেন্দ্রের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল।

কালীনাথ বলিল, "তিনিই ত নাটের গুরু! বাপকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মামলা জুড়ে দিয়েছেন, তোমাকে জন্মের মত সরিয়ে দেবার জন্যে এই পুলিসের কাণ্ড বাধিয়েছেন। উঃ, কি মেয়েমানুষ!"

রণেন্দ্রের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, সে বলিল, "মামলাটা কি? মামলার কথা বার বার বলছ—কিসের মামলা, কার নামে?"

কালীনাথ বলিল, "তুমিই ত এর গোড়া পত্তন করে দিয়েছ, তুমি জান না?—বিষয় দান ক'রে দিয়েছ, এখন বিষয়ের মালিক আগেকার মালিককে তাড়িয়ে দেবে না? এই দেখ না উকীলের চিঠি—এই ত ওর হাতের সই—"

কি জানি কেন রণেন্দ্রের নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বলে যাও।"

"বলবার আর বড় কিছু নেই। কে এক ওর বাপের জানা ছোঁড়া উকীল আছে, এখন তার সঙ্গে বড় ভাব! ওঠা-বসা—ও কি, অমন করে চেয়ে আছ কেন?" কালীনাথের নয়নে গভীর আতঙ্কের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ কথার মোড়

ফিরাইয়া বলিল, "দেখ, রাত শেষ হয়ে এলো—চল, একটু শোবে চল,—চার পাঁচ রাত ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, চল, চল।"

রণেন্দ্র সে কথা কি শুনিতে পায় নাই? ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কে এই উকীল? লক্ষ্ণৌএ প্র্যাকটিস্ করতো আগে—"

"হাঁ, হাঁ, তাই যেন শুনেছি। ওরই সঙ্গে মেয়েটার বাপ মেয়ের আবার বিয়ে দেবার কথা পেড়েছে না কি, ঐ রকমের কথাও শুনেছি। ওদের বাড়ী এখন ছোঁড়াটার ঘর-বাড়ী হ'য়ে পড়েছে, ঐখানেই যাওয়া-আসা রাতদিন, কলকাতায় যাবার নামই ত করে না এখন—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "বস্! চুপ। শুতে দেবে বলছিলে কোথায়, কালীদা'?"—

কালীনাথ অনুযোগের সুরে বলিল, "মান্‌বে না কথা? এখনও বলছি, এ দেশ ছেড়ে পালাও।"

রণেন্দ্র তাহাতে বিচলিত না হইয়াই বলিল, "বাড়ী ছেড়ে পালাবো কেন? ভয়ে? কিসের ভয়? সত্যি ত আমি কোন অন্যায় কায করি নি।" রণেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, তাহার পর বলিল, "সে ভাবনা আমার, তোমার না। যখন নেমেছি, তখন কত জল না দেখে উঠবো না। চল।"

রণেন্দ্র পার্শ্বের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। যাইবার পূর্ব্বে বলিল, "সোনাদা'র কি অপরাধ হয়েছে? সে কি বোমা বোঝাই করছিল?" রণেন্দ্রের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল।

কালীনাথ সে-হাসির মর্ম্ম না বুঝিয়া বলিল, "না, না, তা কেন? ঐ ভাঙ্গা মহলটায় তোমরা দু'জনেই যাওয়া আসা করতে কি না, আর ঐ ভবেন-টবেন—"

রণেন্দ্র কেবলমাত্র একটা "হুঁ" দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নিশীথের অন্ধকারে কালীনাথের মুখে ক্রূর হাসির সহিত কি ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা দিল, তাহা রণেন্দ্রের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

২৪

বিমলচন্দ্রের পিতা মীরাটে মিলিটারী একাউণ্টস্ আফিসে মোটা মাহিনায় চাকুরী করিতেন। সরকার তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে 'রায় সাহেব' খেতাব দিয়াছিলেন।

রায় সাহেব সত্যশরণ মীরাটে কেন, পশ্চিম অঞ্চলে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিলেন। এই জনপ্রিয় বাঙ্গালী চাকুরীয়ার সহিত মীরাটে অবস্থানকালে রাজেশ্বর বাবুরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিমলচন্দ্রেরও রাজেশ্বর বাবুর গৃহে অবাধ গতিবিধি ছিল। সে সুধা ও জ্যোৎস্নার 'বিমল দাদা' ছিল, অনেক সময়ে সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের শিক্ষকতাও করিত।

যে বৎসর রাজেশ্বর বাবু মীরাট ত্যাগ করিয়া লাহোরে যান, সেই বৎসর বিমলচন্দ্র এলাহাবাদে ওকালতী পাশ করে। সেই সময় রায় সাহেবেরও পেন্‌সন্ হয়, তিনি সপরিবারে কলিকাতা চলিয়া যান। সুপারিশের ফলে বিমলচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে

প্রাক্‌টিশ্ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। সত্যশরণ বাবু চাকুরী করিয়া এবং ফ্রান্সে ও মেসোপটেমিয়ায় গিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উহা হইতে ব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার ভবানীপুর বকুলবাগানের পৈতৃক জরাজীর্ণ আবাসগৃহ সুসংস্কৃত করেন। তদবধি বিমলরা ঐ গৃহেই বাস করিতেছে।

রাজেশ্বর বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর দুই পরিবারের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। তবে জ্যোৎস্নাময়ীরা তাহাদের পৈতৃক গ্রামে গিয়া বাস করিবার পর হইতে তাহাদের মধ্যে আর বড় দেখাশুনা হয় নাই। বিমল ওকালতী লইয়াই ব্যস্ত থাকিত—বিশেষতঃ একবৎসর পূর্ব্বে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে সে সংসার ও পসার লইয়া এত অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময়ে মিলামিশা হইয়া উঠে নাই। জ্যোৎস্নারাও দেশে গিয়া বসবাস করিয়া দেশের মানুষই হইয়া গিয়াছিল, সহরে আসিয়া বিমলদা'-দের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠিত না।

আরও এক কারণে জ্যোৎস্না বিমলদা'দের সহিত মিলামিশা করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিতা ছিল না। তাহার পিতাই এই লজ্জা ও সঙ্কোচের কারণ হইয়াছিলেন। কেন, তাহা জানিয়া রাখা ভাল।

বিমলচন্দ্র সহরের সম্পন্ন গৃহস্থ, সে শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম উকীল, সুতরাং তাহার এই ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সে অবিবাহিত থাকিবে, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার পিতা ইহার

কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তিনি কতকটা মনোদুঃখেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজেশ্বর বাবু তাহার পিতৃতুল্য ছিলেন, তিনিও এ বিষয়ে বহুদিন সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। এমন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ রূপৈশ্বর্য্যবান্ যুবক ভদ্র কায়স্থ-পরিবারে সহজে কি পাওয়া যায়? তবে ইহার বিবাহ হয় না কেন? বহু বিবাহ-যোগ্যা সুরূপা কন্যার পিতা সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বিমলচন্দ্র অটল—তাহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, সে বিবাহ করিবে না, এখন ত নহেই। ইহার কারণ কি, রাজেশ্বর বাবুও অন্য সকলের মত বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার মনে মাঝে মাঝে দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় হইত—যদি তাঁহার কন্যা বিবাহিতা না হইত! বিমলের মত সুপাত্রে কন্যাদান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? এক এক সময়ে তাঁহার মনে হইত, জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কন্যাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিলে কি ক্ষতি হয়? কিন্তু কন্যাকে এ কথা বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইত না।

বিমলচন্দ্র কনিষ্ঠ-ভগিনীসমা জ্যোৎস্নার প্রতি অন্তরে যে ভাবই পোষণ করুক, বাহিরে তাহা কখনও প্রকাশ করিত না। একটি বিষয়ে সে বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। মীরাটে থাকিবার কালে বালিকা-বয়সেও জ্যোৎস্নাকে সে নিত্য নিয়মিতভাবে সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিতে দেখিয়াছিল। এ বিষয়ে কৌতূহলী হইয়া জ্যোৎস্নাকেই সে প্রশ্ন করিয়াছিল, জ্যোৎস্না আরক্ত আনন নত করিয়া নীরবে স্থানত্যাগ করিয়াছিল। এ কথা সে ভুলিতে পারে নাই। এক দিন সে রাজেশ্বর বাবুকেও এই প্রশ্ন

করিয়া বসিল। রাজেশ্বর বাবু কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহার পর জ্যোৎস্নাময়ীর বাল্যজীবনের ঘটনাবলী একে একে বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ তাঁহার কন্যার পুনরায় পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তিনি জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। বিমলচন্দ্র ভাবভঙ্গীতে তাঁহাকে এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, যাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিমলচন্দ্রও তাঁহার মত সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতি ত্যাগ করিতে অসম্মত নহে।

রাজেশ্বর বাবু কন্যার নিকট এক দিন এই প্রস্তাবের আভাস দিয়াছিলেন। অমনই তাহার আয়ত নয়ন দুইটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ দিনও সে নীরবে স্থানত্যাগ করিয়াছিল। রাজেশ্বর বাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে তাঁহার মাতৃহীনা কন্যার এই ধারণা কোথা হইতে আসিল? স্বামিপরিত্যক্তা হইয়াও সে পতিব্রতা সতীর মত সীমন্ত সিন্দুররঞ্জিত করিতে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। ইহা কি হিন্দু নারীর সহজাত সংস্কার? ইহা কি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন? যাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাহার প্রতি নিষ্ঠা ও প্রেমের সঞ্চার কি স্বাভাবিক? কিন্তু এই অভিজ্ঞতার পর রাজেশ্বর বাবু কন্যার সমক্ষে বিবাহের কথা আর কখনও উত্থাপন করেন নাই।

যে সময়ে রাজেশ্বর বাবু জামাতার বিপক্ষে জমী-সংক্রান্ত মামলা রুজু করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিমলচন্দ্র

চাঁপাপুকুরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। জ্যোৎস্না তখন তাহার সহিত কনিষ্ঠা ভগিনীর মতই পূর্ব্ববৎ সরল স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিত। চাঁপাপুকুরের অধিবাসীরা বিমলচন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার একত্র ভ্রমণ ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দেখিয়া গোপনে অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিত,—সে বিরুদ্ধ অভিমতের কথা পূর্ব্বেই রণেন্দ্রের কর্ণেও পৌঁছিয়াছিল।

তার পর যে দিন সনাতন মালীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিল, সেই দিন জ্যোৎস্নার সমস্ত হৃদয় কালীনাথের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার পিতা কালীনাথের প্রতি সদয় হইলেও পূর্ব্ব হইতেই, কি জানি কেন, তাহার মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, বাগানবাড়ীতে পুলিসের হানা ও সনাতনের গ্রেপ্তারের মূলে কালীনাথের চক্রান্ত আছে। তখনই তাহার সুপ্ত নারী-শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

তখন আবার বিমলচন্দ্রের ডাক পড়িল। এবার কিন্তু রাজেশ্বর বাবু এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। জ্যোৎস্নার সহিত বিমলচন্দ্রের গোপনে অনেক কথা হইল। তাহার ফলে সামান্য একটু তদ্বিরেই সনাতন খালাস পাইল,—পুলিস তাহার বিপক্ষে কোন প্রমাণই দিতে পারিল না, বা প্রমাণ থাকিলেও প্রমাণ দিল না, তাহা অবধারণ করিবে কে? কালীনাথ মনে মনে গুমরিয়া উঠিল।

আজ প্রভাতে বিমলচন্দ্রের সহিত তাহার সেই কথাই

হইতেছিল। আদালত তাহার পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন, কালীনাথকে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। দানপত্র তাহার স্বামী যে-দিন হইতে রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আদালতের হুকুম তামিল করিতে হইবে।

বিমলচন্দ্র বলিতেছিল, "লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার—ও রকম গোঁয়ারতুমিতে কি ফল হবে? বিষয় ত সামান্য নয়, হিসেব ক'রে দেখলুম, খুব কম ক'রেও তিন লক্ষ টাকা দামের সম্পত্তি—এটা সমস্তই তোমার স্বামী দান করেছেন। অবশ্য তাঁর বিষয়-সম্পত্তি আরও দুইগুণ। কাযেই তিনি ন্যায় বুঝেই তোমায় একটা অংশ দান করেছেন। এ দান হেলায় হারাতে আমি কখনই উপদেশ দেবো না।"

জ্যোৎস্না ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি এ বিষয় নিয়ে কি করবো, বিমলদা'?" তাহার মুখের জ্যোৎস্নাদীপ্তি ম্লান হইয়া আসিয়াছিল।

বিমলচন্দ্র ব্যথিত-স্বরে বলিল, "বুঝেছি। কিন্তু তা হ'লে দুষ্টের দমন হয় না, তোমারও ত্রুটি র'য়ে যায়।"

জ্যোৎস্না নীরবে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলচন্দ্রের নয়ন-পল্লব কম্পিত হইতেছিল, সে প্রায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমরা যা' ব্যবস্থা নিজেরা করি, তার পরেও যে বিধাতার বিধান, এটা মান ত?"

জ্যোৎস্না অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি ক'রতে বল তুমি?"

বিমলচন্দ্র বলিল, "বিধাতার বিধানে যা তোমার হাতে

এসেছে, তার সদ্ব্যবহার কর—ক'রবার জগতে অনেক কিছু আছে।"

"দিদিমণি—দিদিমণি!"

উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে করিতে সনাতন ছুটিয়া আসিল। জ্যোৎস্না ও বিমল চমকিত হইয়া উঠিল—অনিশ্চিত আশঙ্কায় জ্যোৎস্নার বক্ষ সহসা কাঁপিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্না ভীতি-ব্যাকুল-নেত্রে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে সোনাদা', অমন করছ কেন?"

সনাতন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে, দিদিমণি! কি কাল-সাপই পুষে গেছলো বাবু আমার শোবার ঘরে গো! বাবু! বাবু! ওগো দাদা বাবু গো!"—সনাতনের বোধ হয় তখন বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল—কক্ষে যে অপর কেহ উপস্থিত আছে, তাহার সে জ্ঞানও ছিল না।

জ্যোৎস্না অনিশ্চিত আশঙ্কায় থর থর করিয়া কাঁপিয়া দ্বারপ্রান্ত ধরিয়া বসিয়া পড়িল—সে কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল, একটি কথাও বাহির হইল না।

একা বিমলচন্দ্রই তখন প্রকৃতিস্থ ছিল। সে তাড়াতাড়ি একটা ধমক দিয়া বলিল, "কি, হয়েছে কি? একেবারে যে মড়া-কান্না জুড়ে দিলে হে! বুড়ো মিন্সে, একটু আক্কেলও নেই। কি হয়েছে, আগে তাই বলো, তার পর বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদো।"

সনাতন ধমক খাইয়া দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল,

"ওগো, আমার দাদাবাবুকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে! বাবু আমার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, কিছু জানে না—কারুর মন্দয় থাকে না। কাল রাতে এখানে এসেছে শুনলুম। ঐ অনামুখো হতচ্ছাড়াই পুলিস ডেকে এনেছে, নইলে আর ত কেউ জানতো না।"

বিমলচন্দ্র সনাতনকে যত না হউক, জ্যোৎস্নাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "এই কথা! ও হরি, আমি ভাবছি, না জানি কি হয়েছে। ওকে এখুনি খালাস ক'রে আনছি। রাজু কাকা সদর থেকে ফিরলেই সব বন্দোবস্ত করছি, তার জন্যে ভাবনা কি? যাক, ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব গুছিয়ে বলো দিকি, সনাতন।"

সনাতন ঘটনার বিষয়ে যত দূর শুনিয়াছিল, বলিয়া গেল। সে বেলা ৯টার পর নিজের ক্ষেত-খামার দেখিয়া ঘরে ফিরিতেছে, এমন সময় শুনিল, পুলিস বাবুদের বাগানবাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। এমন আরও একবার হইয়াছিল, তাহাতে সেও স্বয়ং ভুগিয়াছিল, সুতরাং সে তাহাতে অধিক আগ্রহান্বিত হয় নাই। কিন্তু পরে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। বাবু কাল রাত্রিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন, রাত জাগিয়া তিনি আজ প্রভাতে অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এমন সময়ে পুলিস হৈ হৈ করিয়া বাড়ী ঘেরাও করে। তাহারা তখনই খানাতল্লাস করিয়া কিছু জিনিষ ও তাঁহাকে লইয়া সদরের থানায় গিয়াছে। শুনিয়াই সে

ছুটিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পুলিসের সিপাহী তাহাকে বাবুর নিকট যাইতে দেয় নাই বা কথা কহিতে দেয় নাই। কেবল সে বাবুকে বলিতে শুনিয়াছিল, "সোনাদা', ফিরে যাও, আমার জন্যে ভেবো না, যা হবার, তা হবে, তাতে আমিই বাধা দেবো না।" সনাতন তখন বাবুর মুখে চোখে যেন একটা "মরিয়া" হইবার ভাব দেখিয়াছিল। সে তাহার পর ছুটিয়া গ্রামে দিদিমণিকে খবর দিতে আসিয়াছে।

সনাতন এইবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "কি হবে দিদিমণি ; কি হবে বাবু ?"

বিমলচন্দ্র পুনরায় ধমক দিয়া বলিল, "আবার নাকি-কান্না কাঁদে ! কচি খোকা আর কি ! হবে আবার কি ? যা ব্যবস্থা করবার, আমরা কর'বখন। যাও, পালাও।"

সনাতন তথাপি নড়িল না। কাতরকণ্ঠে বলিল, "মা, লক্ষ্মি, সবই ত জানি। যে বংশের বউ তুমি, তার অপমান হ'তে দিও না মা, সন্তানের এইমাত্র ভিক্ষে, মা জননি !"

সনাতন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না এতক্ষণ কাঠ হইয়া বসিয়াছিল, তাহার নয়নে একবিন্দু অশ্রু নাই। তাহার বাহ্যজ্ঞানও ছিল কি না সন্দেহ।

বিমলচন্দ্র হাসিবার ভাণ করিয়া বলিল, "এ কি জ্যোৎস্না ! তুমি এত বুদ্ধিমতী, তুমিও এই চাকরটার কথায় ট'লে গেলে ? ছিঃ ছিঃ, চল, ওঠ। এর যা বিহিত হয় করা যাবে'খন। এর জন্যে এতটা—"

জ্যোৎস্না ভীতিব্যাকুল নেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি হবে, বিমলদা' ! এর জন্যে যা করতে হয় কর, দাদা। এই বিষয়-সম্পত্তি, যার জন্যে আমায় অনুরোধ করছিলে—সব বিক্রী ক'রে নিতে হয় নাও—আমি—আমি—" কথা শেষ হইল না, জ্যোৎস্নার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার চরণ দুইটি থর থর কম্পিত হইতেছিল ; তাহা বিমলচন্দ্রের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

বিমলচন্দ্র সেই সঞ্চারিণী লতার মত চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। গভীর শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসিল। আপনা হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—"দেবি ! তোমাদের তুলনা এ জগতে কোথায় খুঁজিয়া পাইব !"

২৫

হুগলীর হাজতের অন্ধকূপে কয় জন রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত আসামী বসিয়াছিল। কেহ গুণগুণ স্বরে গান করিতেছিল, কেহ বা সরস গল্প ফাঁদিয়া আসর জমকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। একজন কিন্তু আপন মনে এক কোণে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। সে রণেন্দ্রনাথ।

ভবেন্দ্র গল্পে মাতিয়া সকলের সহিত হাস্য-রোলে কক্ষটি সরগরম করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের সেই চীৎকার ভেদ করিয়া ওয়ার্ডারের "এই চুপ!" শব্দ মাঝে মাঝে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। কিন্তু গৃহকোণে উপবিষ্ট ব্যক্তির তন্ময়তা এত গণ্ডগোলও ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

হঠাৎ ভবেন্দ্র উঠিয়া গিয়া রণেন্দ্রের স্কন্ধদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া হাস্যবিজড়িত স্বরে বলিল, "কি রে রণা—ব্যাপারখানা কি? এমনই ক'রে মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকলেই বুঝি তোর কসুর মাপ হয়ে যাবে? ওরে বাবা, ঢিল যখন পড়েছে, তখন কুটোগাছটা নিয়েও উড়বে, জেনে রাখো।"

রণেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল, "আমি ত কসুর মাপের জন্তে ধর্ণা দিচ্ছি নি। দ্বীপান্তরই দিক বা ফাঁসীই দিক, আমার ত সবই সমান।"

"বটে না কি? তা এত বৈরাগ্য কেন? পৈতৃক প্রাণটার উপরে মায়া রাখলে ক্ষতি কি? যা হবার, তা ত হবেই, তার জন্তে ভেবে ভেবে কি করবি? তবে যতক্ষণ পারি, আয় না মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকা যাক।"

"স্ফূর্ত্তির অভাবটা আমার কি দেখলি? গান গাবো, না ধেই ধেই নাচবো? বাস্তবিক মনটা খারাপ হয় কেবল তোর জন্তে ভবা, নইলে সত্যিই স্ফূর্ত্তিতে যোগ দিতুম। তোর কি শাস্তি বল দিকি? কোনও কিছুতে তুই ত নেই, তবু আমার সঙ্গে মিশেই তোর আজ এই দশা—"

"চমৎকার! লেকচার ত আমরাই দিতুম,—তোর এ অভ্যাস হ'ল কবে থেকে রে?"

"না, না, ঠাট্টা না। সত্যি বল দিকি, তুই আজ হাজতে কেন?"

ভবেন্দ্র হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিল, বলিল, "দেখ ত রণা, ভাবি, তোকে ভগবান কি দিয়ে গড়েছিলেন, তুই আপনার কথা কখনও ভেবেছিস্ ব'লে ত মনে হয় না। তোর অপরাধ কতটুকু, তাও কি জানিনে? তা ছাড়া ভেবে দেখ, তোর কিসের অভাব। ইচ্ছে করলে হাজতেই তুই রাজার হালে থাকতে পারিস—"

"আঃ, আবার ঐ সব জ্যাঠামি! বলি শোন, আমি যা ষ্টেটমেণ্ট দেবো, তুই তাতে আপত্তি করিস নি। আমার যা কিছু আছে, তা দিয়ে তোকে যদি খালাস করাতে পারি, তা হলেও বুঝি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুই নির্দ্দোষ—"

"আর তুই ?"

রণেন্দ্রের অধরের কোণে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি মহাপাতকী—"

ঝন্ ঝন্ শব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, হাজতের অধ্যক্ষ একটি ভদ্রলোককে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি রণেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রণেন বাবু, ইনি আপনার ষ্টেটের উকীল, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। যা বলবার, আমার সাক্ষাতে বলতে হবে।" কথাটা বলিয়া হেড ওয়ার্ডারকে বলিলেন, "বাকী কয়েদীদের ৬ নং রুমে নিয়ে যাও, আধ ঘণ্টা পরে এদের এখানে নিয়ে এস।"

রণেন্দ্র বলিল, "সবাই যাবেন আমি ছাড়া ?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "হাঁ, তাই।"

রণেন্দ্র পুনরপি বলিল, "ভবেন ?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "সবাই।"

রণেন্দ্র বলিল, "তা হ'লে আমি রমেশ বাবুকে একটা কথা জানাতে চাই। এই লোকটির নাম ভবেন, আমার বন্ধু, একে চিনে রাখুন।"

ওয়ার্ডার অন্যান্য কয়েদীদিগকে লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

উকীল রমেশ বাবু বলিলেন, "ভবেনকে ত আমি চিনি, রণেন্দ্র! আমি তোমার পিতামহের আমল থেকে তোমাদের ষ্টেটের কায ক'রে আসছি। সেই পুরানো সম্বন্ধের জোরে জিজ্ঞাসা করছি, যা ঘটেছে, সত্যি সব বল্‌বে ত? জানি, তুমি মিথ্যা বল না। তা হ'লেও ব'লে রাখছি, খুঁটিনাটি-টি পর্য্যন্ত সব সত্যি বল্‌লে মামলার সুব্যবস্থা করতে পারবো, রেখে ঢেকে বললে কোনও ফল হবে না।"

রণেন্দ্র বলিল, "হুঁ।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "মামলাটা খুবই ঘোরালো। তোমার ঘরে বোমা রিভলভার বেরিয়েছে! সে ঘরে—ঘরে কেন, সে মহলটায় তুমি আর ভবেন ছাড়া আর কেউ যেতো না, বা তার চাবী আর কেউ ব্যবহার করতো না, তা প্রমাণ হয়েছে। তোমার পুরাতন চাকর সোনা মালীও তা স্বীকার করেছে। একটা সিন্দুকের ভেতর থেকে এমন সব কাগজ-পত্র পাওয়া গেছে, যাতে দাগী এনার্কিষ্টদের মস্ত এক লিষ্ট বেরিয়েছে। তুমি বড় লোক, জমীদার, তুমিই অর্থ-সাহায্য ক'রে এই দলটাকে চালাচ্ছ, পুলিস এইটা প্রমাণ করতে চায়। অথচ আমি জানি, তুমি এ সবের ধার ধারো না। কিন্তু আমি বল্‌লেই তা প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য হবে না। কাযেই তোমার সব ব্যাপারটা ভেঙ্গে বল্‌তে হবে।"

রণেন্দ্র বলিল, "ব'লে যান।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "তোমার কেউ শত্রু আছে কি—আপনার লোক, যে তোমার সংসারের সব খোঁজ রাখে?"

রণেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "না।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কেউ না? তোমার জেল বা দ্বীপান্তর হ'লে যে জমীদারী ভোগ করবার সুবিধা পাবে?"

রণেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, কেউ নেই। আমিই এ সব করেছি।"

রমেশ বাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি? দেখ, এ আগুন নিয়ে খেলা ক'রো না, সত্যি যা হয়েছে, বল।"

রণেন্দ্র বলিল, "এ ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে এই ভবেনের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। বল্‌তে পাব কি?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখের দিকে সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তা পারেন।"

রণেন্দ্র বলিল, "আমার এই ব্যাপারের সঙ্গে শ্যামপুকুরের বন্ধুদের বা আখড়ার কারুর সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। ভবেন মাঝে মাঝে আমাদের দেশের এই বাড়ীতে আসতো বটে, কিন্তু পুরোনো মহলে কখনও যায় নি—সে জানতো, ওটা পোড়ো বাড়ী, ওখানে সাপ-পোকড়ের বাসা। যখন আমি সবই খুলে বল্‌লুম, তখন এটাও যে মিথ্যে বল্‌ছি নে, এটা জেনে রাখুন।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন। উকীল বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মুখের কথায় যদি মামলা খাড়া করা যেতো, তা হ'লে ভাবনা ছিল না। যাক্, তোমার সম্বন্ধে তা হ'লে কি করতে বল?"

রণেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিল, “বিশ্বাস হ’ল না? হয় না হয়, পুলিসকেই জিজ্ঞাসা করুন, ওরা আমায় যে দলের ব’লে ধরেছে, সে দলে ভবেনরা আছে কি না—সে দলেরই কথা ওরা জানে কি না—আমার কথা স্বতন্ত্র।” রণেন্দ্র উকীল বাবুর ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইল। আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া উকীল বাবুর হাত দুইখানি ধারণ করিয়া কাতর মিনতিভরা স্বরে বলিল, “রমেশ বাবু, আপনি আমাদের বংশের উকীল, বন্ধু, অভিভাবক! আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি জানেন, আমাদের বংশে কেউ কখনও মিথ্যে ব’লে আপনার স্বার্থ গুছিয়ে নেয় নি। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি বলছি, ভবেন নির্দ্দোষ—তাকে বাঁচান—রমেশ বাবু, যত টাকা লাগে, তাকে বাঁচান।”

রমেশ বাবু তাহার উত্তেজনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও অভিভূত হইলেন। রণেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল—দারুণ উদ্বেগ ও আশঙ্কার ভাব তাহার আয়ত নয়ন দুইটিকে উজ্জলতর করিয়াছিল। এরূপ উত্তেজিত হইতে রমেশ বাবু তাহাকে কখনও দেখেন নাই। তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, “বন্ধুপ্রীতিটা খুবই ভাল সন্দেহ নাই, রণেন্দ্র, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি ত মামলার হাত থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে পারে না। বাঁচাবার হ’লে অবশ্যই বাঁচাবো। বাঁচায় সাক্ষ্যপ্রমাণ। তা যদি পাই, তবে আর উপরোধ অনুরোধে মূল্য কি? কিন্তু যা দেখছি, তাতে—”

রণেন্দ্র বিক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় কঠোর স্বরে বলিল, "তা হ'লে কোন উপায় নেই ?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কেমন ক'রে ভরসা দিই ? তবে যদি তোমার কথাটা সব সত্যি বলতে—"

রণেন্দ্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আর আমার কিছু বলবার নেই, আপনারা যেতে পারেন।" কথাটা বলিয়া রণেন্দ্র আবার কক্ষের কোণে গিয়া বসিল। তাহাকে আর কেহ কথা কহাইতে পারিল না।

২৬

রাজেশ্বর বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া কথা হইতেছিল। উকীল বিমলচন্দ্র বলিতেছিল, "মস্ত ভুল করেছেন রাজুকা'—আপনার নারীর মন বুঝতে বোধ হয় এখনও অনেক বাকী।"

রাজেশ্বর বাবু টেবলের উপর হাত দুইটি রক্ষা করিয়া জানালার বাহিরে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে কাতরতা যেন শূন্যতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল।

বিমলচন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল, "আগে বুঝি নি। মনের কথা নিজের মুখেই স্বীকার করছি, জ্যোৎস্নাকে আমি আগে অন্য দৃষ্টিতেই দেখেছি—সেটা কতকটা আপনার ভাবভঙ্গী দেখেই বটে। মনে হয়েছিল, আপনি জ্যোৎস্নাকে বিবাহিতা হ'লেও অনূঢ়ার মত দেখতেন—তাকে আবার পাত্রস্থা করবার ইচ্ছা পোষণ করতেন—আমাকে ইঙ্গিতে এ আভাসও দিয়েছিলেন। আমিও মনে করেছিলুম, যদি তাকে পাই, তা হ'লে সমাজধর্ম্মও মানবো না, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী যা হয়

হ'য়ে যাব। কিন্তু যে দিন তার হাতের লেখায় তার মনের কথার পরিচয় পেলুম,—সেই দিন থেকে—"

রাজেশ্বর বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ?"

বিমলচন্দ্র বলিল, "সে এক দিন—যে দিন আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটে উঠেছিল, যে দিন জেনেছিলুম, আমাদের এই বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে—যাদের আমরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লে মনে করি—যারা ঘরের বাইরে পা দিলে লজ্জায় ম'রে যায় ব'লে আমরা যাদের চেলীর পুঁটুলী ব'লে তামাসা করি, সেই বাঙ্গালীর মেয়ের মন কি ধাতু দিয়ে গড়া! সে দিন মনে হয়েছিল, জ্যোৎস্নার আধখানা এই মাটীর পৃথিবীর হলেও আর আধখানা স্বর্গের। ও জাতের মধ্যে যে এত প্রচ্ছন্ন, এত গভীর প্রেম লুকিয়ে থাকতে পারে, সে দিন তা যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলুম।"

রাজেশ্বর বাবুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি বিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি যা' তা' বক্‌ছো, বিমল ?"

বিমলচন্দ্র বলিল, "যা' তা' বক্‌ছি না। সত্যি যা', তাই বলছি। সে দিন আপনার মামলার সম্বন্ধে একটা জরুরী পরামর্শের জন্যে এখানে এসেছিলুম, খবর দেবারও সময় হয় নি। এসে দেখি, আপনি জ্যোৎস্নাদের নিয়ে কি একটা কাযে কলকাতায় গিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। করি কি ? তিন চার ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় ফেরবার গাড়ী নেই, কাযেই আপনার বসবার ঘর, ছেলেদের পড়বার ঘর, কেতাবের

ঘর, ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগলুম। পড়বার ঘরে ছেলেদের কেতাবের ডেস্কটার টানা খুলে দুই একখানা বই টেনে বার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের এডিশনের একখানা কালিদাসের শকুন্তলা দেখলুম। কেতাবখানা আমার বড় প্রিয় ছিল। তখনই বার ক'রে নিয়ে পড়তে বসলুম। দেখলুম, পাতায় পাতায় মার্জ্জিনে মুক্তোর অক্ষরে নোট লেখা—সে লেখা যে জ্যোৎস্নার, তা দেখেই চিনতে পারলুম, কেতাবে নামও লেখা 'শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।' তা ছাড়া শেষের পাতায় লেখা ছিল কি জানেন?—'হে অন্তরের দেবতা! ব'লে দাও, আমি অজ্ঞান বালিকা, এ স্পর্শের প্রভাব অনুক্ষণ আমায় জ্বালা দেয় কেন? সেই যে দিন আমার করে ধ'রে কাতর অভিমানাহত ছলছল নয়ন আমার মুখের উপর তুলে বলেছিল, বিচার করবে না, কি দোষে আমি দোষী,—সে দিনের স্পর্শ ত ইহ-জীবনে ভুল্‌তে পারবো না—সে ছলছল নয়নের কাতর ভিক্ষার দৃষ্টির স্মৃতি ত কখনও মুছে যাবে না। বেশ ত ছিলাম, কি কুক্ষণে বাবা এখানে আনলেন!' এই রকম আরও কত কি!"

রাজেশ্বর বাবুর পাষাণ-হৃদয় থর্‌থর্‌ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণে টেবলের পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নয়ন স্পন্দনশূন্য।

বিমলচন্দ্র আবার বলিল, "তখন বুঝলুম, এ দেশে নারী কি ধাতু দিয়ে গড়া। কেতাবে পড়েছি, পাঠানরা বংশের অপমান

ভোলে না, বংশের একটা লোকও যত দিন বেঁচে থাকে, তত দিন বংশের অপমানের প্রতিশোধ নেয়—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! কিন্তু এ যুগের ভদ্র শিক্ষিত সভ্য বাঙ্গালীরও যে এই প্রবৃত্তি থাকতে পারে, তা ত জানতুম না। ভেবে দেখুন দেখি, আপনাদের এই বংশগত বিবাদ পুষে রেখে কি সর্ব্বনাশ করেছেন—আপনাদের পাপের জন্য নিরীহ নির্দ্দোষ দু'টি তরুণ হৃদয়কে আঘাতের উপর আঘাত দিয়ে দলিত-পিষ্ট করেছেন—আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? উঃ, যখন ভাবি, আমাদের ঘরের এই লক্ষ্মীদের কি অসাধারণ সহ্গুণ—কি কল্পনাতীত ত্যাগস্বীকার,—অন্তরের অন্তস্তলে যে কামনা আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠছে, তাকে দমন ক'রে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে, আপনাদের বংশের মান রক্ষা করছে—আর তারই ফলে দু'টি সংসার জ'লে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তখন ব্যর্থ আক্রোশে, রুদ্ধ রোষে আর জীবনভরা আপশোষে মনের মধ্যে তুষের আগুন জ'লে ওঠে—"

রাজেশ্বর বাবুর দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়াছিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বিমল, বিমল এ বৃদ্ধকে আর কত শাস্তি দেবে? বল, বল, কি করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

বিমলচন্দ্রের নয়নও অনার্দ্র ছিল না। সে আপনাকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তার ব্যবস্থা আমিই করছি। যে দু'টি নদী পরস্পর মিলিত

হবার জন্য পরস্পরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের মিলিয়ে দিতে হবে, এইটেই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। তাতেও যে আপনাদের সকল পাপের ক্ষয় হবে, তা বল্‌তে পারি নে।”

রাজেশ্বর বাবু বাষ্পাকুল-নয়নে বিমলচন্দ্রের দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “তবে তাই কর বিমল, আমার পাপের বোঝা নামিয়ে দাও। জ্যোৎস্নার মনের ভাব ত কিছুই বুঝতে পারি নি। যখন রণেন বিষয় লেখাপড়া ক’রে দিতে এসেছিল, তখন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই ত শুনেছিলুম। সে যে মনে মনে তার প্রতি অনুরাগিণী, তা ত ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি।”

বিমলচন্দ্র বলিল, “তার সীমন্তে সিন্দূর দেওয়ার সঙ্কল্প হ’তে তাকে যখন টলাতে পারেন নি, তখনই কি বুঝতে পারেন নি, হিন্দুর মেয়ে একবার বিবাহিত হ’লে আর তার বিবাহ ফেরে না?

রাজেশ্বর বাবু নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ম্লান-মুখে বলিলেন, “না, তা পারি নি, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। ভেবেছিলুম, লোকাচার হিসাবে ওরকম করছে। যাক্, এখন আমায় কি করতে হবে, বল—আমার সর্ব্বস্ব দিলেও যদি জ্যোৎস্নার মুখে হাসি ফোটাতে পারি, আমি তাতেও প্রস্তুত।”

বিমলচন্দ্র বলিল, “গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি ফল হবে, বলতে পারি নে। তবে মানুষের চেষ্টায় যত দূর হয়, তা করতে হবে বৈ কি। জানেন কি, রণেন বাবুর কেস্‌টা কি ভাবে গ’ড়ে উঠলো? কেউ তাঁর শত্রুতা ক’রে

নিশ্চয় এ কায করেছে, না হ'লে রণেন বাবু এনার্কিষ্ট হবেন, এটা ত মনে ধারণাই করতে পারছি না।"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "আমি ত কিছুই জানি না, একটা খুচরো চুরি ধরতে গিয়ে পুলিস ঐ বাড়ীতে বোমা পেয়েছে শুনেছি। ডণ্ড বৈঠক, জিমনাষ্টীক কুস্তী করতো, লাঠি খেলতো বটে, কিন্তু ও যে বোমাওলাদের সঙ্গে কখনও মিশেছে বা ওর বাড়ীতে সে রকম লোকের যাতায়াত ছিল, তা শুনি নি।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তবে ? কে ওর শত্রুতা সাধলে ? আশ্চর্য্য !"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "ওদের উকীল রমেশ বাবু বলছিলেন, ও না কি স্বীকার করেছে যে, ও বোমার কারখানা করেছে, ও এখানকার এনার্কিষ্ট দলের চাঁই। ভবেন ব'লে ছোকরাকে কিন্তু ও খুব ভাল বলেছে, অথচ ভবেনই ওর এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতো ব'লে ধরা পড়েছে।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তাই ত, কিছু বুঝতে ত পারছি না। যাই হোক, কেস্‌টা নিতে হবে হাতে ভাল ক'রে। একবার তার আগে ওর সঙ্গে দেখা করবার দরকার। কিন্তু আমায় ত চেনে না। তা আপনি নিয়ে চলুন না জেলে। আমি আজই হাকিমের সঙ্গে দেখা ক'রে অনুমতি চেয়ে নিয়ে আসছি।"

রাজেশ্বর বাবুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "আমি ত এখনই যেতে সম্মত, কিন্তু আমি গেলে হয় ত নাম শুনেই সে আমাদের কারুর সঙ্গে দেখা করবে না।"

বিমল বলিল, "তবেই ত! একবারে নামটা জ্বালিয়ে রেখেছেন তার কাছে দেখছি যে।"

রাজেশ্বর বাবু অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিলেন, "যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবো বলেই ত! আমার মা—আমার জ্যোৎস্না—"

দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলচন্দ্র বিস্মিত হইল, সে তাঁহাকে কখনও এমন বিচলিত হইতে দেখে নাই। বিমল তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত দুইটি চক্ষু হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ, আপনি জ্ঞানী, আপনি এত উতলা হ'লে চল্‌বে কেন? চলুন, একবার জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।"

রাজেশ্বর বাবু যেন আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায় চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, আমি যাই—তুমি জ্যোৎস্নাকে যা হয় বুঝিয়ে বোলো, তার কাছে এগুতে আমার সাহসে কুলাচ্ছে না।"

রাজেশ্বর বাবু আর দাঁড়াইলেন না, বহির্দ্দেশে চলিয়া গেলেন।

বিমলচন্দ্র কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিল। আজ জ্যোৎস্নার সহিত তাহার সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন। সংবাদ লইয়া সে জানিল, জ্যোৎস্না সুধাংশুকে লইয়া কি একটা কাযে বাহির হইয়াছে, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। বেহারা বলিল, দিদিমণির আজ বাগানবাড়ী যাওয়ার কথা আছে, কেন না, সে বাগানবাড়ীর ঘর-দ্বার খুলিয়া রাখিবার হুকুম পাইয়াছে,

তাহার স্ত্রী বাগানবাড়ীতেই দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হয় ত দিদিমণি আর কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাগানবাড়ী হইয়া ঘরে ফিরিবেন।

বিমলচন্দ্র ভাবিল, বাগানবাড়ীতে হঠাৎ কি এত প্রয়োজন? মাত্র দিন পাঁচ সাত বাগানবাড়ী জ্যোৎস্নার দখলে আসিয়াছে, সে মামলা চালাইয়াছিলও ত তাহারই উপদেশে। তবে এ সম্বন্ধে সে তাহার সহিত কোন পরামর্শ করিল না কেন? বিমলচন্দ্র বাগানবাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইল। ফটক পার হইয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেই দেখিল, জ্যোৎস্না দাসীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। বিমলচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে শুনলুম, সুধাংশুকে নিয়ে বাগানবাড়ীতে রয়েছ? এস, অনেক কথা আছে।"

গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে করিতে জ্যোৎস্না বলিল, "সুধাংশুকে নিয়ে সোনাদা' কাছারীবাড়ীতে গিয়েছে, সেখানে কি সব কাণ্ড বেধেছে, কালীবাবু আর ক'লকাতার .কে গুপীনাথ বাবুকে না কি পুলিস শ্যামপুকুর থেকে ধ'রে নিয়ে এসেছে।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তার মানে?"

জ্যোৎস্না বলিল, "তা ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে সোনাদা' বলছিল, সদর-নায়েব মশাই বলেছেন, নাম জাল করেছে—"

জ্যোৎস্না বলিতে বলিতে নীরব হইল, তাহার মুখ নত হইল।

বিমলচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "জাল, কার নাম জাল করেছে?

ওহো, বুঝেছি। যাক, ও সব পরে শুনবো। সত্যিই যদি এদের সঙ্গে কালী বাবুর মামলা বাধে, তা হ'লে জমীদারকে ত ছাড়িয়ে আনতে হবে আগে।"

জ্যোৎস্না নীরবে রহিল। বিমলচন্দ্র হঠাৎ বলিল, "কি যেন সব ওলট-পালোট হ'য়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কি হয়েছে, জ্যোৎস্না, খুলে বলবে কি? রণেন বাবুকে খালাস করতে হ'লে সব খুঁটিনাটি জানা চাই।"

জ্যোৎস্না গম্ভীর স্বরে বলিল, "ঘরে চল, কথা আছে, বিমলদা'!"

বিস্মিত বিমলচন্দ্র জ্যোৎস্নার সহিত তাহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল। জ্যোৎস্না অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহাকে একখানি কাষ্ঠাসন দেখাইয়া দিয়া বলিল, "বোসো। সবই বল্‌ছি।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "হাঁ, সবটা জানবার দরকার হ'য়েছে— আজই হোক্ বা কালই হোক্, হাজতে গিয়ে একবার রণেন বাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

জ্যোৎস্নার ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিল। কি বলিতে গিয়া লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মুখ অবনত করিল।

বিমলচন্দ্র বলিল, "দেখ জ্যোৎস্না, তুমি আর বালিকা নও, তোমার ভাল-মন্দ বুঝবার বয়স যথেষ্টই হ'য়েছে। এ সময়ে মিথ্যে লজ্জা বা সঙ্কোচের ভয় ক'রে নিজের ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ ক'রো না। কি হ'য়েছে, সব খুলে বল।"

জ্যোৎস্না অবনত-মুখেই বলিল, "কি ব'লবো, বিমলদা' ! সবই ত বুঝছো ! আমার বিশ্বাস, এই লোকটাই বোমার আড্ডার গোড়া, আর এই লোকটাই পুলিস নিয়ে এসে ধরিয়ে দিয়েছে।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তা যেন হ'ল ; কিন্তু রণেন বাবু নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে কেন তাঁর উকীলের কাছে ?"

জ্যোৎস্নার মুখখানি আরও অবনত হইল। সে একবারে বুকের মধ্যে মুখখানি লুকাইয়া ফেলিল। ক্ষণপরে কম্পিতকরে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা বাহির করিয়া বিমলচন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ, সবই বুঝতে পারবে। এই চিঠিখানা আগে পড়।"

জ্যোৎস্না কথাটা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্পিতচরণে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

বিমলচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল সেই খাতা ও পত্রখানা ধারণ করিয়া বসিয়া রহিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিল। দেখিল, খাতা নহে, সেখানা একখানি ডায়েরী।

প্রথমেই পত্র। পত্রখানি আসিতেছে কাশী হইতে। পত্রখানি এই—

"মরণের দ্বারে পৌঁছে আর স্থির থাকতে পারলুম না। নিজে লিখতে পারি নে, এক দয়াবতী বাঙ্গালী নার্সকে দিয়ে লেখাচ্ছি। কত লুকিয়ে—কত ঘুষ দিয়ে এ পত্র পাঠাচ্ছি, তা তুমি জানবে না। যাক, আসল কথা বলি। তোমার স্বামী—কি কারণে

স্বর্গের আসন থেকে এই নরকের পথে নেমে এসেছেন, তা যদি জানতে চাও, তা হ'লে তাঁর চাঁপাপুকুরের বাগানবাড়ীতে তাঁর ডায়েরীখানা খুঁজে বার ক'রে পড়ো। আমি এক দিন লুকিয়ে কাশীর বাড়ীতে তাঁর পকেট থেকে বার ক'রে ঐখানা পড়েছিলুম। এবার দেশে ফেরবার সময় সেখানা নিশ্চয় নিয়ে গেছেন, কেন না, সেখানা অষ্টপ্রহর কাছেই রাখতেন। তাঁর সোনাদা'র কাছে খোঁজ ক'রো, কোথায় তিনি দরকারী কাগজ-পত্তর লুকিয়ে রাখেন। সেখানা প'ড়ে যদি এখনও তোমার চোখ ফোটে, তবু সুখে মরতে পারবো যে, তিনি শেষকালে তোমায় পেয়ে সুখী হয়েছেন। তুমি চোখ থাকতেও অন্ধ, তাঁকে চিনতে পার নি, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ। কত দিন কাশীর বাড়ীতে রোগশয্যায় শুয়ে অজ্ঞান অচৈতন্য—কেবল তোমার নাম ক'রে ডেকেছেন। তার পর ডায়েরীখানা প'ড়ে যখন বুঝতে পার্‌লুম, তখন সত্যিই ইচ্ছে হয়েছিল, তোমায় নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলি। উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি! যাঁর এতটুকু ভালবাসা পেলে আমি পৃথিবী-টাকে স্বর্গ ব'লে মনে করতুম্, যাঁর ভালবাসা পাব ব'লে মিথ্যে আশায় কুলত্যাগ ক'রে এসেছিলুম, তুমি এত বড় পিশাচী রাক্ষসী—তাঁর সেই অযাচিত ভালবাসার দান পায়ে ক'রে দলেছ! তাঁকে ত আমি পাই নি, কেবল তোমায় ভোলবার জন্যে শেষে নেশা-ভাঙ ধরেছিলেন, নরকে নেমেছিলেন, কি করেছেন, বুঝবারও তখন মাথা ছিল না। ছিঃ ছিঃ, তুমি নারী—তুমি স্ত্রী?

"যাক, চিঠি বাড়াবো না, সে ক্ষমতাও নেই, প্রতি মুহূর্ত্তে আয়ুঃশেষ হ'য়ে আসছে। মরবার সময়ে মিথ্যে কিছুই বলবো না। বাবু পাড়ার রাজা ছিলেন, সবাই তাঁর কাছে উপকার পেয়েছে। রোজ তাঁকে বাড়ীর পাশ দিয়ে আখড়ায় যেতে দেখতুম। বাড়ীতে স্বামীর অনাদর, শাশুড়ীর গঞ্জনা-অত্যাচার, তাঁকে পাবার লোভ—তাই যাকে তাকে নিয়ে কুলত্যাগ করেছিলুম। কাশীতে নেমে সে লোকটার চোখে ধূলোও দিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁকে দিতে পারিনি। তিনি আমাদের জানতেন, আমার দেওরকে বড্ড ভালবাসতেন—ছোট ভায়ের মত। তার মুখে আমার কথা শুনেই জলের মত টাকা খরচ ক'রে সন্ধানের পর সন্ধান নিয়ে কাশী এসেছিলেন। আমায় খুঁজে বার ক'রে, ছোট বোনের মত আদর-যত্নে রেখেছিলেন, বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করেছিলেন। আমি পোড়ারমুখী কেবল তাঁকে কাছে রাখবার জন্যে ছলের পর ছল ধরেছিলুম। সরল মানুষ তিনি, আমাদের শয়তানী বুঝবেন কি ক'রে?"

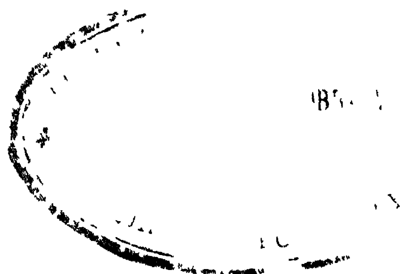
"শেষ অনুরোধ করছি, আমি মরণপথের যাত্রী। এখনও সময় আছে, তাঁকে ফিরিয়ে সংসারী কর। আব এখনও যদি অহঙ্কারের মাচায় ব'সে থেকে তাঁকে অনাদরে দূরে ঠেলে রাখ, তা হ'লে উচ্ছন্ন যাও! ইতি—তরলা।"

বিমলচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া নীরবে রহিল। আইন ব্যবসায় করিতে করিতে সে লোক চরিত্র সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করিয়াছিল, জীবনে অনেক ঘটনাও দেখিয়াছিল; কিন্তু একি অভাবনীয় ঘটনা, কি বিচিত্র নারী চরিত্র !

ধীরে ধীরে বিমলচন্দ্র ডায়েরীখানির পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। একের পর এক জীবনের ঘটনা—বাল্যে পিতৃপিতামহের আদর, ব্যায়ামে আসক্তি, কৈশোরে বিবাহ, ফুলশয্যার রাত্রি, অসামান্যা সুন্দরী বালিকা বধূ, প্রথমাবধিই অনুরাগ, দুই বংশে বিরোধ ও বিচ্ছেদ, বধূদের দেশত্যাগ, বধূর স্মৃতি, সংসারে শোক-বিয়োগ, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব, ব্রহ্মচর্য্য, বাণী-সেবা ও বন্ধু-সঙ্গ, জীবনের এই প্রথম অধ্যায়। তাহার পর বোটানিক্যাল গার্ডেনে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, পূর্ব্ব-অনুরাগের সুপ্ত স্মৃতির শত ধারে বিস্তৃতি, মিলনের আন্তরিক চেষ্টা, প্রাণ দিয়া ভালবাসা, প্রত্যাখ্যান, জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম রূপের মোহ, পর অধ্যায়ে অবিনাশী দুর্জ্জয় প্রেম, প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান, অপমান-লাঞ্ছনার বৃশ্চিক-দংশন, জীবনে দুর্ব্বিষহ ভার, কালীনাথের সহবাসে অধঃপতন, পরিণাম—মৃত্যু ! মৃত্যুই এ অভিশপ্ত জীবনে একমাত্র বন্ধু !

বিমলচন্দ্র বস্তুতন্ত্রের উপাসক—তাহার মনে এক বিন্দুও ভাবপ্রবণতার সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তাহার নয়নপ্রান্তে অজ্ঞাতসারে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দৃঢ় মুষ্টিতে ডায়েরীখানি ধারণ করিয়া সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "ব'লে দাও ভগবান্, কি করলে এ দু'টি প্রাণের পবিত্র মিলন সম্ভবপর হয় !"



২৭

"আর কত দূর ?" প্রশ্নটি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছিল, সে জেলের হেড ওয়ার্ডার। সে বলিল, "এই সামনেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের খাস দপ্তর, এখানেই দেখা হবে।"

সে সেলাম করিয়া হস্ত প্রসারণ করিল, বিমলচন্দ্র তাহাকে খুসী করিয়া কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইল। ওয়ার্ডার দ্বারে উপবিষ্ট প্রহরীকে ছাড়পত্র দেখাইয়া চলিয়া গেল।

"ও কি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোন্ ? এস, চ'লে এস ভিতরে।"

বিমলচন্দ্র পশ্চাতে ফিরিয়া জ্যোৎস্নাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। জ্যোৎস্না স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। সমগ্র অন্তরমধ্যে এ কি প্রচণ্ড স্পন্দন ! তাহার দেহের প্রতি অঙ্গ যেন শিথিল হইয়া আসিল। তাহার চরণযুগল তাহাকে বহন করিতে কোনও মতেই সম্মত নহে।

বিমলচন্দ্র দুই পদ পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া সস্নেহে জ্যোৎস্নার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "এ সময়েও লজ্জা ? ছি বোন্ !"

লজ্জা!—সঙ্কোচ!—মানুষ বাহির হইতে তাহার অন্তরের কি সংবাদ রাখিবে? তরুণী নারীর—দৈবপীড়িতা, স্বামিসঙ্গ-বর্জ্জিতা পত্নীর—মনের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ইতিহাস কি কেহ অনুমান করিয়া যথাযথভাবে লেখনীর সাহায্যে বর্ণনা করিতে পারে?

প্রবল চেষ্টায় কোনও মতে আত্মস্থা হইয়া সে কক্ষমধ্যে পা বাড়াইল। সমস্ত কক্ষটার আলোক ও বাতাস তাহার নয়নে যেন ধূম্রবর্ণ বোধ হইতেছিল।

পতনবেগ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া সে সম্মুখের চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল।

কক্ষমধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপিসের খাতাপত্রের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন, জ্যোৎস্নাকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বসিতে বলিলেন এবং ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া ১০ নং কক্ষ হইতে ৭ নং কয়েদীকে আনিবার হুকুম দিলেন। আসন অধিকার করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, যা, কথা হবে, আমার সামনেই হ'তে হবে। বোধ হয়, মিঃ দত্ত এ কথা আপনাকে জানিয়ে তার পর এখানে এনেছেন?"

জ্যোৎস্না মাথা নত করিয়া কোনও মতে আসনে বসিয়া পড়িল। বিমলচন্দ্র জানাইল, একথা তাহাকে জানানো হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, তিনি তখন তন্ময় হইয়া বিস্মিতনেত্রে জ্যোৎস্নার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিতেছিলেন।

দ্বারপ্রান্তে প্রবেশানুমতি প্রার্থনার সঙ্কেতসূচক ঘণ্টাধ্বনি

হইল। মুহূর্ত্ত পরেই মুক্ত দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। সাহস সঞ্চয় করিয়া সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিতে পারিল না।

অল্পদিনের হইলেও সে কণ্ঠস্বর তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তরের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিল। সেই কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই স্পন্দিত অন্তরের সমগ্র আন্দোলন যেন মন্ত্রবলে রুদ্ধ, স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে শুনিল, রণেন্দ্র বলিতেছে, "আমি ত জানিয়েই ছিলুম যে, কারও সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই। তবে আপনি অনর্থক আমায় ডেকে পাঠালেন কেন?"

জ্যোৎস্নার হৃদয়স্পন্দন আবার আরম্ভ হইল। সে কাষ্ঠাসনের হাতল দুইটি সবলে চাপিয়া ধরিল। বিমলচন্দ্র রণেন্দ্রের দিকে চকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিন্তু রণেন্দ্র আশে-পাশে কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করিল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "বসুন, রণেন বাবু। কেন দেখা করতে বলেছি, তা এখনই বলছি। এঁরা আপনাব পরমাত্মীয় ব'লেই জেনেছি। আইনে অভিযুক্ত আসামীকে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রবার জন্য সকল রকম ব্যবস্থা করার ও সুযোগ দেওয়ার নিয়ম আছে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরু—হয় ত চরম দণ্ডও হ'তে পারে, তা জানেন?"

রণেন্দ্র দাঁড়াইয়াই ছিল। সে দৃঢ় অবিকম্পিত স্বরে বলিল, "সে জন্য ত আমি প্রস্তুত।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "আপনি প্রস্তুত থাকতে পারেন, কিন্তু আইনের মর্য্যাদা যাঁরা রাখেন, সেই সরকার বাহাদুর তা পারেন না। যতক্ষণ অভিযোগ মিথ্যে ব'লে প্রমাণ হবার আশা থাকে, ততক্ষণ তার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।"

রণেন্দ্র বলিল, "আপনাদের আইনে কি আছে, জানি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, অভিযুক্ত আসামী যদি স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা না করে, তা হ'লে তাকে সাক্ষাৎ ক'রতে আইনে বাধ্য করে কি ?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "না, তা করে না। সাক্ষাৎ করা না করা কয়েদীর ইচ্ছাধীন।"

রণেন্দ্র বলিল, "যদি তা হয়, তা হ'লে আমায় আমার ঘরে রেখে আসতে ব'লে দিন। আমি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না, এ কথা আপনাকে শেষ জানিয়ে রাখলুম।"

জ্যোৎস্নার মাথাটা বুঝি মাটীর সহিত মিশাইয়া গেল। বিমলচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "রণেন বাবু, আমি আপনার পরিচিত না হ'লেও সবই শুনেছি, সবই জানি। ইনি আপনার বিবাহিতা পত্নী, সহধর্ম্মিণী, এঁর কি বলবার আছে, তাও শুনতে চান না ?"

রণেন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কঠোর স্বরে বলিল, "আপনি আমায় আমার কামরায় রেখে আসবার কি বন্দোবস্ত করলেন ?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঙ্গিত করিলেন, ওয়ার্ডার রণেন্দ্রকে লইয়া

প্রত্যাখ্যাত হইল। বিমলচন্দ্র কাতরকণ্ঠে বলিল, "রণেন্দ্র বাবু, ছ'টো প্রাণকে এমন ক'রে রাগে অভিমানে হাড়কাঠে বলি দেবেন না। আমি বলছি শুনুন,—শুনে রাখুন, আপনার হিতৈষী কালীদা' আর গুণ্ডা আপনার নাম জাল ক'রে ধরা পড়েছে। প্রমাণ হ'য়ে গেছে, তা'রা শাস্তি ভোগ করতে যাচ্ছে। আপনাদের সর্ব্বনাশ করবার অনেক ষড়যন্ত্র—"

বিমল দেখিল, রণেন্দ্র পশ্চাতে ফিরিয়াও তাকাইল না, কোন প্রকার আগ্রহ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তখন বিমলচন্দ্র ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হার্টলেস্ ব্রুট্!" ততক্ষণ রণেন্দ্রনাথ দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে আছিস, শীগ্‌গির আয়! যা, যা, হাঁসপাতালে যে কোন নার্সকে খবর দে, যা, ছুটে যা—"

মূর্চ্ছিতা সংজ্ঞাশূন্যা জ্যোৎস্নার দেহ কাষ্ঠাসনের উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল—প্রত্যাখ্যানের নির্ম্মম কঠোর আঘাতে সেই স্বর্ণ-প্রতিমার কোমল অন্তর, বোধ হয়, চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিমল-চন্দ্র তাহার মাথার উপর কম্পিত হস্ত রক্ষা করিয়া অশ্রুস্রোতে অন্ধপ্রায় হইয়া ডাকিল, "জ্যোৎস্না, দিদি!—"

সমাপ্ত